

# श्विम क्लग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 19 Issue ● 19 January, 2022, Wednesday ● ৫ মাঘ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

#### ২৩৫ নিয়োগ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে অগ্নি নির্বাপক দফতরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২৩৫টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি আরও জানান, এই ২৩৫টি পদের মধ্যে রয়েছে ৫ জন স্টেশন অফিসার, সাব-অফিসার ১৫ জন, লিডিং ফায়ারম্যান ২৫ জন, ড্রাইভার ২৫ জন, ফায়ারম্যান ১৬০ জন এবং এলডি ক্লার্ক ৫ জন। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী জানান, পূর্ত দফতরের অধীনে ১৮টি গ্রুপ-বি নন গ্যাজেটেড (টেকনিক্যাল) সিনিয়র ড্রাফটম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই পদে লোক নিয়োগ করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের অধীনে ২২টি সিডিপিও পদে লোক নিয়োগের জন্য ২২টি সিডিপিও পদ পুনরায় তৈরি করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই টিপিএসসি'র মাধ্যমে এজন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

#### निर्लङ्क श्रुलिश সচেতনতার নামে

'ক্ল্যারিফিকেশন' চায়! প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পুলিশের ইন্সপেটর থেকে টিপিএস ক্যাডারে পদোন্নতি পাওয়া ২৪ জনকে থানা থেকে পুলিশের জেলা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই নির্দেশ বের হয়েছে। একই দিনে পশ্চিম ত্রিপুয়ার পুলিশ এলজিবিটিকিউ + মানুষদের অধিকার নিয়ে সচেতনা কর্মসূচী করেছে। এই কর্মসূচী পুলিশের জন্য, ৪০ জন পুলিশ আধিকারিক তাতে অংশ নেন। দুই ভারপ্রাপ্ত এসপি, দুই অ্যাডিশনাল এসপি, প্রমুখ ছিলেন। অমিতাভ পাল, অনির্বান দাস'র মত করিতকর্মা, সদরে বহুদিন ধরে থাকা অফিসারাও ছিলেন। সব এসডিপিও,সব থানার, আউট-পোস্টের ওসি ছিলেন। দুপুর এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এই মিটিং হয়েছে। এলজিবিটিকিউ+ মানুষদের মানাবাধিকার লঙ্ঘনে অভিযুক্ত থানার ওসিও পদোন্নতি পেয়ে জেলা সদরে যাওয়াদের তালিকায় আছেন। এই মাসেই এলজিবিটিকিউ+ অংশের চারজনকে পুলিশি হেনস্তা, তাদেরকে কাপড়খুলে দেখানোর জন্য বলা, অবমাননাকর জিজ্ঞাসাবাদ, ইত্যাদির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের সাথে জড়িয়ে পড়েছে কয়েকটি সংবাদসংস্থাও। সেই নিয়ে মামলাও হয়েছে। বিরোধী দল পুলিশকে বাইরে রেখে সচিব পর্যায়ের অফিসার দিয়ে তদন্ত করার দাবি জানিয়েছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায় |

# বাঁটুল, হাঁদা, ভোঁদাদের রেখে চিরবিদায় নিলেন নারায়ণ

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। বাঙালির মানসপটে কয়েকজনের মুখ চিরকাল উজ্জ্বল থাকবে, তিনি তাঁদের একজন। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া শৈশব আর কৈশোর নিয়ে এখনও যারা স্মৃতি রোমস্থন করেন, তিনি তাঁদেরও একজন। মঙ্গলবার পথিবীর নানা প্রান্তে এমন হাজার-লাখো বাঙালিকে কাঁদিয়ে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন চিত্রকাহিনি তথা কমিক্স-এর প্রাণপুর ফানায়ণ দেবনাথ। কল্পনার রং ছড়িয়ে দিয়ে, তিনি এমন এক পৃথিবী উপহার দিয়েছিলেন, যার অস্তিত্ব আঁকায় আর রেখায়। ১৯৬৫ সাল থেকে বাঙালির ঘরে ঘরে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা 'বাঁটুল' কিভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা এখন ইতিহাস। বাঁটুল, নন্টে, ফন্টে, হাঁদা, ভোঁদাদের মত চরিত্রদের রেখে, স্রস্টা নারায়ণবাবু চিরবিদায় নিলেন। তাঁর প্রয়াণে স্মৃতির চিলেকোঠায় একেকটি প্রজন্ম এদিন কত না সুখস্মৃতিকে হাতড়ে বেরিয়েছেন।



শেষকত্যের জন্য মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নারায়ণ দেবনাথকে।

গত ২৪ ডিসেম্বর তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার মিন্টো পার্কের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ফুসফুস থেকে শুরু করে কিডনির সমস্যা বাড়ছিল। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমছিল। অবস্থার বিপজ্জনক অবনতি হওয়ায় ১৬ জানুয়ারি তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। সেখান থেকে আর ফেরা হল না। মঙ্গলবার সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ শেষ নিঃ শ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। বিকেলে হাওড়ার শিবপুর শ্মশানে তাঁর

শেষকত্য সম্পন্ন হয়। এই শিবপরেই তাঁর জন্ম, বড হওয়া। এখানেই কাটিয়েছেন তিনি হাসপাতাল সত্রে খবর. সকাল থেকেই হৃদ্যন্ত্রে গুরুত্র সমস্যা হচছিল প্রবীণ শিল্পীর। অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। রক্তচাপও দ্রুত ওঠানামা করছিল। সব ধরনের চেষ্টা চালান চিকিৎসকেরা। কিন্তু চিকিৎসায় আর সাড়া দেননি নারায়ণ দেবনাথ। এই সময় তাঁর শিবপুরের বাড়ির এরপর দুইয়ের পাতায়

# কেলেঙ্কারি ঢাকতে মাস্তানি 'সিটি হসপিটাল' কর্তৃপক্ষের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ঘটনাটি মাস্তানির এক শেষ! বাম সরকার ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর, রাম সরকার শপথ গ্রহণের পর স্বচ্ছ প্রশাসনের 'কসম' খেয়েছিলেন। সবই যে মাইক্রোফোনের ভাষণবাজি তা মঙ্গলবার দপরে আবারও প্রমাণিত হয়ে গেলো। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর,

#### কার মদতে এই কেলেঙ্কারি ?

- গত প্রায় ৬ মাস ধরে 'সিটি হসপিটাল' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা চালাচ্ছিল, সেটি মঙ্গলবার সকাল থেকে হঠাৎ করে 'সিটি নার্সিং হোম' কিভাবে হয়ে গেল?
- স্বাস্থ্য দফতর বিতর্কিত এই নার্সিং হোমটিকে ঘিরে যে তদন্ত কমিটি গড়েছিল, সেটি তদন্তে গেছে ? গিয়ে থাকলে রিপোর্ট কার কাছে জমা
- আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ গত ১০ তারিখ ৪ জনের একটি কমিটি গঠন করে বিতর্কিত নার্সিং হোমটিকে 'ইন্সপেকশন' এর মেমো জারি করে। রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা ১০ দিনের মধ্যে। ১৮ তারিখ পর্যন্ত কেউ যায়নি। কেন १
- রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের সচিবের কাছেও বিতর্কিত নার্সিং হোমটি নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ে। এখন পর্যন্ত তিনি কোনও ব্যবস্থা

আগরতলা পুর নিগম এবং অগ্নি নির্বাপক দফতরকে ঘুমে রেখে শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি নার্সিংহোম বেআইনিভাবে ব্যবসা চালাচ্ছিল। নিগম কর্তৃপক্ষকে ঘুমে রেখে, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়কে নানা ডকুমেন্ট জমা দিয়ে 'সিটি হসপিটাল'

নামে একটি নার্সিংহোম শাসকদলের প্রধান কার্যালয়ের কয়েক হাত দূরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই পত্রিকায় গত ৩ জানুয়ারি 'স্বাস্থ্য দফতরে মেগা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে' শীর্ষক একটি খবরও সেই নিয়ে প্রকাশিত হয়। সেই খবরে সিটি হসপিটাল নামে প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে আইন ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল তা



মঙ্গলবার দুপুরে রিকশা ব্যবহার করে বিতর্কিত 'সিটি হসপিটাল' সাইনবোর্ডটি খুলে সরিয়ে ফেলা হয়। লাগানো হয় নতুন করে 'সিটি নার্সিং হোম'-এর সাইনবোর্ড।

ফাঁস করা হয়। খবরটির পরে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে চারজনের একটি কমিটি ঠিক করা হয়। ওই কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে এবং রিপোর্ট জমা দেবে, এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর। কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন ত্রিপুরা রক্ত সঞ্চালন পর্যদের সদস্য সচিব ডা. বিশ্বজিৎ দেববর্মা। কমিটিতে অন্য আরও তিনজন ডাক্তারও রয়েছেন। এই কমিটি কি রিপোর্ট জমা করেছে তা না জানা গেলেও, মঙ্গলবার দুপুরে 'সিটি হসপিটাল' এর অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি ডা. বাপ্পাদিত্য সোম নিজের আধিপত্য খাটিয়ে নতুন একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন 'সিটি হসপিটাল' সাইনবোর্ডটি খুলে। মঙ্গলবার দুপুর থেকে কৃষ্ণনগরস্থিত নার্সিং হোমটিতে পুরোনো সাইনবোর্ডটির জায়গায় 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

### মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৮ **জানুয়ারি।।** ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজন্য শাসন থেকে ভারত ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদান এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি এই রাজ্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর জনকল্যাণমখী বিভিন্ন পদক্ষেপ রূপায়ণের ফলে উত্তর-পর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্জেলের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলেই কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটছে, যা দীর্ঘ সময় উপেক্ষিত ছিল। পূর্ণরাজ্য দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক, রাজ্যের নিজস্ব প্রাকৃতিক ও মেধা সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল উন্নততর রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা। জনকল্যাণে সকলকে সাথে নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে দিশায় কাজ করে চলেছে যথাযথভাবে তাকে কার্যকর করার দাযিত্ব প্রতিটি রাজ্যবাসীর। আমি রাজ্যের সাম্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সকল রাজ্যবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থতা কামনা করছি।

#### আক্রান্তকে থাকতে দিলেন না মালিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, विरलानिया, ३७ जानुयाति।। কোভিড আক্রান্ত ভাড়াটিয়া, বাড়ির মালিক থাকতে দিলেন না বাডিতে. অসুস্থ শরীরেই পরিবার নিয়ে তাকে যেতে হল আরেক বাড়িতে। হাসপাতালে থাকবেন তারও উপায় নেই, এই শীতের দিনেও কোভিড রোগীদের জন্যও গরম জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে। কোভিড নিয়ে বাডি পাল্টাতে হয়েছে, তাতে তার থেকে অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভবনা আছে। স্বাস্থ্য দফতর, সাধারণ প্রশাসন কিংবা পুলিশ জানে এই ঘটনা, তারপরেও বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। কোভিডের প্রতি ধাক্কার সাথেই এমন কিছু কিছু ঘটনা সামনে এসেছে, তবে কারও বিরুদ্ধেই কড়া কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই রকম চলছেই। দ্বিতীয় ধাক্বার সময়ে আগরতলার রাধানগরে এক ভাড়াটিয়াকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কোভিড হেল্প লাইনে তিনি সাহায্য চেয়েছিলেন। এক ডাক্তারকেও ইন্দ্রনগর এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি,পরে প্রশাসন বুঝিয়ে ব্যবস্থা করেছিল। 

এরপর দুইয়ের পাতায়

# র্কুলার সঠিকভাবে না হচ্ছে না ঃ সুশান্ত



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জান্য়ারি।। আগরতলা কর্পোরেশনে প্রায় ২৪ শতাংশ পজিটিভিটি রেট। এই যে ২৪ শতাংশটাও শুটিং আপ. মানে উপরের দিকে যাচ্ছে। স্বভাবতই এটা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে প্রিকশনারি মেজার নিতে হবে। একটি সার্কুলার বেরিয়েছিল। সেই সার্কুলারটা সঠিকভাবে মানাও হচেছ না। তাই জনবহুল এলাকাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল আরেকটি নতুন

২০ জানুয়ারি থেকে নৈশকালীন কার্ফু রাত ৯টার পরিবর্তে রাত ৮টা থেকে কার্যকর হবে। মাল্টিপ্লেক্স. শপিংমল, সিনেমা হল, পার্ক, পিকনিক স্পট, প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা হবে। পুর নিগম এলাকায় সরকারি অফিসে কর্মীদের উপস্থিতি ৫০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সার্কুলার আসবে।--- মঙ্গলবার নৈশকালীন কার্ফু রাত ৯টার মহাকরণে বসে এই কথাণ্ডলো বলেন, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলনে বসে মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেন, গত ৯ তারিখ রাজ্য সরকারের তরফে যে সার্কুলারটি জারি করা হয়েছিল, তা সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। সেটি মানা হচ্ছে না বলেই, করোনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ বলে তিনি প্রকারান্তরে বলেন। এদিকে, এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে জানানো হয়, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে

পরিবর্তে রাত ৮টা থেকে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে আগামীকাল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা সম্বলিত একটি সার্কুলার ইস্যু করা হবে। আজ সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যসরকারের গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এই কোভিড পরিস্থিতি প্রতিরোধে রাজ্য সরকার গত ১০ জানুয়ারি রাজ্যে • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ঃ এবার উচ্চ আদালতে রামধাক্কা খেলো টিসিএ। সভাপতি এবং যুগ্মসচিব ছলে, বলে, কৌশলে টিসিএ থেকে তিমির চন্দ-কে সরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিলেন। এবার সব চেস্টায় জল ঢেলে দিলো উচ্চ আদালত। বলা যায়, রীতিমতো রামধাকা খেলো ডাক্তারবাবুরা। এটা একটা ভয়ঙ্কর খেলা। শুধুমাত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তিমির চন্দ-কে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দেওয়ায় তাদের সেই চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ। নিম্ন



আদালতের রায়ের উপর এদিন স্থগিতাদেশ জারি করলো উচ্চ আদালত। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যস্ত টিসিএ সচিব পদে কাজ করবেন তিমির চন্দ-ই। ২০২১ সালের ১৩ মার্চ এক সভা ডেকে তিমির চন্দ-কে সচিবের পদ থেকে বহিষ্কার করেন টিসিএ-র সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ ছাড়াই যে সিদ্ধাত নেয় টিসিএ তাতে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে ক্রিকেট মহল। শুধু তাই নয়, ওই সভাতেই যুগ্মসচিব কিশোর কুমার দাস-কে সচিব হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জেলা আদালতের দ্বারস্থ হন তিমির। এরপর গত ৪ অক্টোবর অতিরিক্ত জেলা আদালতের নির্দেশে ফের সচিব পদে বহাল হন তিমির চন্দ। যদিও তাকে কাজ করতে দেওয়া 🏽 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায়

#### লাইট-হাউস ঘটনার পুনরাবৃত্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি শহরের সীমান্ত এলাকায় আবারও এক যুবককে বেধরক পেটানো হয়েছে। লাইট-হাউসের ঘটনার রেশ না কাটতেই ফের সীমান্তের কাছে এক যুবকের পা বেঁধে গণপিটুনি দেওয়া হয়েছে। লাইট হাউসের মতো এই ঘটনায়ও পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। লাইট হাউসের ঘটনার ভিডিও গোটা রাজ্যেই



ভাইরাল হয়েছিল। এক ব্যক্তিকে অনেকে মিলে গণপিটুনি দেওয়ার ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হয়। পশ্চিম থানায় মামলাও করা হয় বিজেপির স্থানীয় নেতার পক্ষ থেকে। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্তদের নাম পরিচয় জানার পরও কাউকে গ্রেফতার করেনি। অভিযুক্তদের মাথায় নাকি শাসক দলের এক প্রভাবশালী বিধায়কের হাত রয়েছে। যে কারণে তাদের • এরপর দুইয়ের পাতায়

# দয়ে ঘর, আরও ঘুষের

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। সরকারি টাকায় নাকি ঘর-নেই সব মানুষের ঘর হয়ে যাচেছ, প্রধানমন্ত্রীর জয়ধ্বনি দিয়ে শাসক দল সেসব ঢালাও প্রচারও করে, আর মানুষের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করা এক মহিলা অভিযোগ করলেন যে বাড়িতে সরকারি ঘর পাবার জন্য তাকে ১৩ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে, এবং আরও টাকা দেননি বলে বিজেপি'র এক সিকি নেতাই তাকে বাড়িতে এসে মারধর করে গেছেন মঙ্গলবারে। তিনি থানায়ও গিয়েছিলেন, তবে এখনকার চলতি রীতি অনুসারে থানা শাসকদলের সেই নেতাকে ধরেনি। আগরতলা পুর নিগম'র চান্দিনামুড়া'র বাসিন্দা চিনু বিশ্বাস। দুই নম্বর ওয়ার্ডের অফিসের পেছনেই তার বাড়ি। বাড়িতে একটা ঘর দরকার। এলাকার রতন দে নামে এক বিজেপি নেতা ১৩ হাজার টাকা নেন তার কাছ থেকে, তাকে ঘর পাইয়ে দিতে। তারপর

ঘরের টাকার প্রথম কিস্তি চিনু

পর, সেই ৫০ হাজার থেকে তার কাছে আরও ২৫ হাজার টাকা চেয়ে বসেন রতন। চিনু সেই টাকা দিতে চাননি, ফলে রতন দে মঙ্গলবারে বাড়িতে এসে তাকে মারধর করে ঘরের কাজে থাকা শ্রমিকদের কাজ



ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেন। চিনু বিশ্বাস এই অভিযোগ করেছেন ক্যামেরার সামনে। তার আরও অভিযোগ , রতন তাকে বলেছনে যে ঘর উঠলে উঠবে নয়ত নয়, তাকে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে দিতে

হয়েছিল ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য, তার বাইরে চাইছেন রতন। চিনু বলেছেন, " আমাকে যা নয় তা গালিগালাজ করেছে রতন। বালুর ওপরে ফেলে মেরেছে। আমি সুদে টাকা এনে ঘরের কাজ করছি। প্লাস্টার দেওয়ার জন্য শ্রমিক লাগিয়েছি। তাদের চলে যেতে হুমকি দিয়ে আমাকে মেরেছে রতন। চুক্তির ১৩ হাজার আগেই আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আরও ২৫ হাজার চাইছে রতন দে।" পশ্চিমবঙ্গে তখন দ্বিতীয় তৃণমূল সরকার। রমরমা অবস্থা তৃণমূল এবং তাদের নেতা-কর্মীদের। ক্ষমতায় দল, নেতা-কর্মীরা দেদার কাট্মানি খাওয়া শুরু করলেন। সরকারি কাজ করাতে গেলে কাট্মানি, আবাস যোজনার ঘর পেতে কাট্মানি, ঝড়-বন্যায় ক্ষতিপূরণ পেতে কাট্মানি। শেষে এমনই অবস্থা দাঁড়াল, এটা খোলাখুলি চলতে লাগল। শেষ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল বহু আসনে • এরপর দুইয়ের পাতায়

#### যাচ্ছেন ওই মহিলা ফুটবলারকে সুস্থ থাকেন যে, বকলমে তিনিই নাকি আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ছবি-ই মঙ্গলবার উমাকান্ত মিনি দায়িত্ব ফিজিও'র।মনে রাখতে হবে করে তোলার জন্যে। ছিঃ ছিঃ করে কথা বলে। হিটলার যখন গ্যাস স্টেডিয়ামে মহিলা লিগের ম্যাচে উঠলো মাঠের দশ্কিরা। এই এদিনের ম্যাচটা ছিলো মহিলা

চেম্বারে ঢুকিয়ে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন সেই ছবি কিন্তু সাহসী সাংবাদিকেরা তুলে এনেছিলেন। এই ছবির উপর ভিত্তি করেই বিশ্বযুদ্ধের পরে ন্যুরেমবার্গের আদালতে অপরাধীদের বিচার হয়েছিলো। যদিও স্বয়ং হিটলার তার আগেই আত্মহত্যা করে বিচারের আওতা থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তি নিয়েছিলেন। বর্তমান ত্রিপুরার ফুটবলে যা ঘটছে তা কিন্তু গ্যাস চেম্বারে ইহুদি নিধনের মতোই ঘটনা। সঙ্গে ছবি সব বুঝিয়ে দিচ্ছে। রাজ্য ফুটবল আসলে তার নিজস্ব সভ্যতা কৃষ্টি সব হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্য যারা দায়ী তাদের কি কোনও ন্যুরেমবার্গের আদালতে তোলা হবে না, এটা নিশ্চিত। তবে রাজ্য ফুটবলকে স্বাভাবিক ঘটনা। কোনও ফুটবলার

মুখোমুখি হয় মহাত্মা গান্ধি প্লে

ফুটবল লিগ-এর। ম্যাচে জনৈকা



সেন্টার বনাম চলমান সংঘ। ফুটবলার আহত হয়। এর পরই ফটবলে শারীরিক সংঘর্ষ একটা

গোটা মাঠ হতভম্ব হয়ে লক্ষ করলো একজন পুরুষ ফিজিও দৌঁড়ে একবিংশ শতকে মানুষ মুহুর্তের মধ্যে চাঁদে পৌছে যাচেছ, মহাকাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে তখন এই আগরতলার ফুটবল লিগে আহত মহিলা ফুটবলারের সেবা করছে একজন পুরুষ ফিজিও। এর চাইতে লজ্জাজনক ঘটনা আর কি হতে পারে! অতীতে টিএফএ'র অনেক কমিটি অনেক দুর্নীতি ঘটিয়েছে। কিন্তু বৰ্তমান কমিটি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সবকিছুকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াই শুরু করেছে। এ কোন্ সভ্যতা? আমরা কি ফের আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছি। এক নং সহ-সভাপতি ( তিনি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে এক নং সহ-সভাপতি বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন বা নিজেকে জাহির করেছিলেন) বুক বাজিয়ে বলে

টিএফএ'র সর্বেসর্বা।এই সর্বেসর্বার আমলেই টিএফএ তার অতীত সভ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলছে। টিএফএ'র অন্যান্য যেসব কর্মকর্তা রয়েছেন, তারা নাকি এই এক নং সহ-সভাপতির আজ্ঞাবহ। রাজনৈতিকভাবে তিনি নাকি অত্যস্ত প্রভাবশালী। তাই টিএফএ'র বাকি কর্মকর্তারা ভুলেও তাকে ঘাটাতে চান না। এদিন উমাকান্ত মাঠের ঘটনার পর এই এক নং সহ-সভাপতি কি প্রতিক্রিয়া দেন এদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ফুটবল প্রেমীরা। ঘোর করোনা আবহে ফুটবল খেলা চলছে। এটা নাকি সম্ভব হয়েছে ওই প্রভাবশালী এক নং সহ-সভাপতির সৌজন্যে। তাহলে এদিন যে ঘটনা ঘটলো অর্থাৎ মহিলা ফুটবলারের সেবায় এগিয়ে এলো পুরুষ ফিজিও। সেই ব্যাপারে 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

### সোজা সাপ্টা

### ব্যর্থ প্রশাসন

বোঝা গেলো পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ, বোঝা গেলো রাজ্য প্রশাসন ব্যর্থ, বোঝা গেলো এত বড় সংগঠন ও জনসমর্থন থাকতেও ব্যর্থ রাজ্যের শাসক দল। এরাজ্য নেশায় যে ভাসছে তা এখন ওপেন সিক্রেট। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের চার বছর হতে চললো। রাজ্যের পুলিশ তথা স্বাস্থ্য তথা মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত রাজ্য গঠনের ডাক ছিল। কিন্তু দেখা যাচেছ, চার বছর হতে চলা রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার নেশা বিরোধী অভিযানে বা রাজ্যকে নেশামুক্ত করার কাজে সুপার-ডুপার ফ্লপ। যদিও পুলিশ দফতর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। স্বাস্থ্য দফতর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। কিন্তু তারপরও নেশায় ত্রিপুরা ক্রমশঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের প্রথম স্থান দখলের দিকে ছুটছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্য প্রশাসন কতটা কঠোর এই নেশা দমনে বা নেশা বিরোধী কাজে? রাজ্যে এখন রেকর্ড পরিমাণ গাঁজা চাষ হচ্ছে। এরাজ্যে এখন ড্রাগস, মাদক আমদানিতে অন্য রাজ্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজ কেন নেশায় আসক্ত হচ্ছে? আগে এর উত্তর খোঁজা উচিত। আর নেশার কারণে যেমন পরিবারে অশাস্তি বাড়ছে তেমনি বাড়ছে অসামাজিক কাজ এবং অপরাধ। অনেক চুরি, ছিনতাই-র কারণ নেশা। রাজ্য প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশ দফতর ও স্বাস্থ্য দফতর চরম ব্যর্থ। রাজ্যে অনেক ওষুধের দোকান আছে যেখানে মাদক বিক্রি হয়। স্বাস্থ্য দফতরের এই সমস্ত খবর জানার কথা। পুলিশ জানে কোথায় মাদক দ্রব্য বিক্রি হয়। কিন্তু পুলিশ চোখ বুজে আছে। কোন পথে মাদক এরাজ্যে প্রবেশ করছে তা জানা। তবে ঘটনা হচ্ছে, মাদক বিরোধী অভিযানে নেমে শুধু ড্রাগস বা গাঁজা নিয়ে। ভাবলে হবে না। রাজ্যে যেভাবে মদের দোকান খুলে দেওয়া হয়েছে তারপর নেশা বিরোধী অভিযান কতটা সাফল্য পাবে তা নিয়েও প্রশ্ন। সব মিলিয়ে বলা চলে, নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে ব্যর্থ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার।

# বস্ফোরক শিক্ষামন্ত্র

• **চারের পাতার পর** কোভিড পরিস্থিতিতে স্থগিত রাখা হয়। এই পরিস্থিতিতে অফ লাইনে পরীক্ষায় বসলে 'বিপদ' হতে পারে, সমস্যা দেখা দিতে পারে। পড়ুয়াদের দাবিগুলো শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা শুনলেও পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে শিক্ষামন্ত্রী এদিনই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলছে। মন্ত্রী তবে যারা পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলছে, এর পেছনে রাজনীতি আছে বলেও দাবি করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের পেছনে রাজনীতি থাকতে পারে এটা মন্ত্রী নিশ্চিত হলেন। গত ৭২ ঘণ্টা ধরে যে দাবিগুলোকে সামনে রেখে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে সেই আন্দোলনের পেছনে সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের যোগসূত্র ছিলো না বলে আন্দোলনকারীদের দাবি। আবার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এসব আন্দোলনকে কোনও কোনও মহল বরাবরই সমর্থন করে। একদিকে যেমন শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, আবার শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে একটি অংশ বলেছে, গত ৪ জানুয়ারির আগে শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য তাহলে কি হতো? বিরোধী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে করোনা পরিস্থিতিতে উদ্বেগের কথা শোনা যায়। শাসক বিরোধী সব শিবির থেকেই সার্বিক সহযোগিতা চাওয়া হয় জনতার কাছে। সন্ধ্যায় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রীর ভাষায় গত কয়েকদিনের তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগের। তবে এই সরকার সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণে সদা জাগ্রত। শিক্ষামন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হবে কোভিড টিকাকরণের জন্য। অর্থাৎ স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে এই টিকাকরণের উদ্যোগের কথাই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

### সচেতনতার নামে 'ক্ল্যারিফিকেশন'

• প্রথম পাতার পর শুধু বিরোধী দল নয়, এই নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্য-দেশের অনেকই। এখন পর্যন্ত পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। মামলাও হওয়া মানে অভিযোগ লিপিবদ্ধ হওয়া। সেইদিকে তদন্ত করা তখন আইনি বাধ্যবাধকতা। আইনি প্রক্রিয়ার দেখা নেই, অন্তত কাউকে ক্লোজ করা হয়নি, কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এইসব না করে সচেতনতা প্রোগ্রাম করেই সেইসব ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, এই প্রশ্ন উঠেছে। সব থানার ওসি সেই প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকলে, যাদের নামে , যে থানার পুলিশের নামে অভিযোগ, তারাও ছিলেন সেখানে। পুলিশ তাদের প্রতি যে নরম মনোভাব নিয়েছে, তা একরকম স্পিষ্টই। তাছাড়াও প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রপতির পদক পাওয়া এই বিরল পুলিশ বাহিনী কতটা অপদার্থ যে ২০২২ সালে এসে এই নিয়ে সচেতনতার প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে, তাও চূড়ান্তভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন'র অভিযোগ উঠার পর, এবং সেই অভিযোগে এখন পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কোনও অপরাধ হবার পর, কোনও অভিযোগ উঠার পর সেই নিয়ে সচেতনা প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, তা করা যেতেই পারে. তবে অভিযক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে তা করার কোনও আইনি সযোগ থাকতে পারে না। ২০১৪ সালেই ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি বনাম ভারত সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই মানুষদের অধিকার নিয়ে ল্যান্ডমার্ক রায় দিয়েছিল। একসময় সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্কেও আইনি বাধা উঠে যায়। সেই ২০১৪ সালের বিষয় নিয়ে এখন পুলিশের মনে হয়েছে সচেতনতা প্রোগ্রাম করা উচিৎ। শুধু তাই নয়, এসডিপিও এবং ওসিরা এলজিবিটিকিউ+'র পক্ষে যারা ছিলেন তাদের কাছে 'ক্ল্যারিফিকেশন' চেয়েছেন, বাংলা করলে দাঁড়ায় স্পষ্টিকরণ চাওয়া হয়েছে। পুলিশের কতটা ঔদ্ধত্য যে 'ক্ল্যারিফিকেশন' চান তারা। এলজিবিটিকিউ+ কথাটি অপরিচিত কিছু নয়, আগরতলাতেই বছর খানেক আগে সেমিনারও হয়েছে এই নিয়ে। আইনি দিক থেকে শুরু করে নানা আলোচনা হয়েছে। তবে এলজিবিটিকিউ+ মানুষেরা এখনও এখানে সংগঠিত নন। যে থানার পুলিশ থানায় ডেকে নিয়ে মানুষকে নিয়ে হাসাহাসি করেন, কাপড়খুলে দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেই থানার ওসিকে যেখানে তদন্তের মুখে পড়ার কথা যেকোনও সভ্য ব্যবস্থায়, সেই থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার পদোন্নতি পেয়েছেন টিপিএস ক্যাডারে। তিনিই সেই ওসি যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন শাসক দলের রাজ্যস্তরের নেতাদের নির্দেশে পত্রিকা অফিস ভাঙা হচ্ছে। শাসক দলের যুব নেতা দলের পতাকার বাঁশ উলটে বয়স্ক মানুষদের পেটাচ্ছেন। ওসি দাঁড়িয়ে দেখেছেন, বরঞ্চ গুন্ডাদেরই পাহারা দিয়েছেন, সেই ওসি পদোন্নতি পেয়েছেন। পুরস্কার পেয়েছেন, ছিলেন সদরের এক থানায়, এখন পশ্চিম জেলা পুলিশের সদরে যাচ্ছেন। ২৪ থানার ওসিকে নিজের জেলার সদরে যেতে বলা হয়েছে, তারা সবাই টিপিএসস্তরে প্রমোট হয়েছেন। তাদেরকে থানার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে জেলা সদরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

### আক্রান্তকে থাকতে দিলেন না মালিক

• প্রথম পাতার পর একই এলাকায় ক্লাবের দাদারা রাজ্যের বাইরে থেকে আসায় নিজের বাড়িতেই এক পরিবারকে থাকতে দিতে চাননি, পরে বিধায়ক ব্যবস্থা করে দেন। বিলোনিয়ার রামঠাকুর পাড়ায় ঘটেছে অসুস্থ ভাড়াটিয়াকে থাকতে না দেওয়ার ঘটনা। ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কে কাজ করেন রাপ্পাদিত্য ( নাম পরিবর্তিত)। বিলোনিয়া রেল স্টেশনে কোভিড পজিটিভ হিসাবে তিনি শনাক্ত হন ১৪ জানুয়ারি। তাকে হোম আইসোলেসনে থাকার পরামর্শ দেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তখন তিনি বিলোনিয়ার রামঠাকুর পাড়ার বাবুল বিশ্বাসের বাড়ির ভাড়াটিয়া, তার সাথে থাকেন তার স্ত্রী। বাড়ির মালিক তাকে থাকতে দেননি, বাধ্য হয়ে তাকে কোভিড সেন্টারে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে তিনি অন্য অসুবিধায় পড়েন, ঠান্ডা জল ব্যবহার করতে পারছিলেন না, গরম জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই। পরের দিন নিজে ছুটি নিয়ে তিনি বাড়িতে চলে যান। বিকালে বাড়ির মালিক এসে তাকে তখনই বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেন। কোভিড হেল্পলাইনে ফোন করলে,স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশ সেখানে যান, তবে রাপ্পাদিত্যকে বাডিতে থাকতে দেননি মালিক, তাকে আবার হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাপ্পাদিত্যের অভিযোগ, তারপর মালিক ও তার ছেলে রাপ্পাদিত্যের স্ত্রীকে আক্রমণের চেষ্টা করেন। পরদিন অসুস্থ শরীরেই বাধ্য হয়ে বাড়ি পাল্টান তারা। তার থেকে অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। রাপ্পাদিত্যের আরও অভিযোগে যে তারা একেবারেই আলাদা বাড়িতেই থাকতেন, তাও মালিক তাদের থাকতে দেননি। তিনি এই রকম ঘটনার বিরুদ্ধে আইনের পথে কী করা যায়, তা আলোচনা করে দেখছেন।

দেওয়া হয়। বয়সজনিত নানা সমস্যায় তিনি কয়েক বছর ধরেই ভুগছিলেন। এর আগেও একাধিক বার হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল শিল্পীকে। চিকিৎসার ভার নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তৈরি হয়েছিল চিকিৎসকদের একটি আলাদা দল। দেবনাথ পরিবারের আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশে। নারায়ণ দেবনাথের জন্মের কিছু দিন আগে তাঁর পরিবার শিবপুরে চলে আসে। সেখানে ১৯২৫ সালে তাঁর জন্ম। অল্প বয়স থেকেই শিল্পের প্রতি ঝোঁক ছিল। বাড়িতে অলঙ্কার তৈরির চল ছিল। ছোট থেকই গয়নার নকশা তৈরি করতেন নারায়ণ দেবনাথ। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে তিনি আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি 'বাটুল দি গ্রেট', 'হাঁদা ভোঁদা',

পড়া। তার পর কয়েকটি বিজ্ঞাপন সংস্থার হয়ে কাজ করেন। নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যশিল্পী ও কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টে, বাহাদুর বেড়াল প্রভৃতি চরিত্রের স্রস্টা নারায়ণ দেবনাথ সব বয়সের পাঠকের মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। আমি নারায়ণ দেবনাথের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।' নারায়ণ দেবনাথের অমর ২০১৩-য় তাঁকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার এবং বঙ্গবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০২১ সালে পান পদ্মশ্রী।

#### বিপ্যয়ের মুখে

 ছয়ের পাতার পর বামন নক্ষত্রের বিস্ফোরণে গামা রশ্মি তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাডরিয়ান মেলট বলেছেন, যদিও এই সংক্ষিপ্তকালের গামা রশ্মির বিস্ফোরণ একটা সম্ভাব্য উপসংহার, তবে মিঙ্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে বলা যায়, সোলার ফ্লেয়ারের ধারণাটিও গুরুত্বপূর্ণ।

### চিঠি কেন্দ্রের

• **ছয়ের পাতার পর** সংক্রমণের বাড়বাড়স্ত (ক্লাস্টার) চিহ্নিত হলে নজরদারি বাড়াতে হবে সেখানেও। প্রয়োজনে 'গণ্ডিবদ্ধ এলাকা' তৈরির পথে হাঁটতে হবে। সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা কমার পরিসংখ্যান মেলায় উদ্বেগও প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। কোভিড-১৯ রোগীদের প্রাণহানির ঘটনা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথাও বলা হয়েছে চিঠিতে। বিশেষত, পরিস্থিতির মোকাবিলায় পর্যাপ্ত বেড, অক্সিজেন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা মজুত রাখার কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব।

#### ছাত্রী আত্মঘাতী

• আটের পাতার পর - জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালেও নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরই হাসপাতাল জুড়ে কান্নার রোল পড়ে যায়। এদিন রাতে তৃষার মৃতদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে আছে। উদয়পুর ব্রহ্মবাড়ি এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ দেবনাথের মেয়ে তৃষার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে আরকেপুর থানার পুলিশ ছুটে আসে। তৃষার বাবা পেশায় টিএসআর জওয়ান। তার এই পদক্ষেপের পেছনে কারণ হিসেবে জানা গেছে, বাবার সাথে অভিমান। অন্যদের মত কৃষ্ণ দেবনাথও তার মেয়েকে পড়াশোনার জন্য বলেছিলেন। তবে বাবার কথায় তৃষা নাকি এতটাই অভিমানি হয়ে যায় যে, পরিজনদের চোখ এড়িয়ে মৃত্যুকে বেছে নেয়। যে সময়ে পরিজনরা ঘটনাটি টের পেয়েছিলেন তাতে অনেকটাই দেরি হয়ে যায়। তাকে তড়িঘড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলেও চেষ্টা সফল হয়নি। তৃষা চিরতরে তার বাবা-মাকে ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। ঘটনাটি এদিন রাতে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হতেই তৃষার সহপাঠীরা ঘটনাটি নিয়ে খুবই শোকাহত। একই অবস্থা শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। কেউই ভাবতে পারছেন না তৃষা আর তাদের মাঝে ফিরে আসবে না। ব্রহ্মবাড়ি এলাকার পরিবেশ কেমন হয়ে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সকলেই শুধু একটাই কথা বলছেন, কেন তৃষা এমন করল?

#### যান সন্ত্রাসে

বাজার এলাকায় রাস্তার দু'পাশে বেআইনিভাবে পার্কিং-এ রাস্তার ভালো একটি অংশ দখল কবে রাখে। যে কারণে প্রত্যেকদিনই ছোট-বড় যান দুৰ্ঘটনা হচেছ। প্রসঙ্গত, এ বছর পুলিশ সপ্তাহেও যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু রোধে কোনও নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। এমনকী যান দুর্ঘটনা মৃত্যু এবং জখম নিয়ে পুলিশ প্রশাসন কোনও তথ্য দেয়নি। প্রত্যেকদিনই বেড়ে চলা যান দুর্ঘটনা নিয়ে রীতিমতো চিস্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।অথচ পুলিশ অথবা সাধারণ প্রশাসন কেউই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে রাজী নয়।বছরের প্রথম দিন থেকেই যান সন্ত্রাসে মৃত্যু বেড়ে চলেছে। অথচ কারোর কোনও সময় নেই এই বিষয় নিয়ে আলাদভাবে চিন্তা করার। এমনই অভিযোগ উঠছে।

#### প্রচারে লখনড

 ছয়ের পাতার পর বিজেপি-র বিরুদ্ধে জাতীয় মুখ।" আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি মমতা উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের প্রচারে যাবেন বলেও জানিয়েছেন কিরণময়। তিনি বলেন, "অখিলেশ বিজেপি-কে হারাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য চেয়েছিলেন।

#### আক্রান্ত মহিলা

 প্রথম পাতার পর হেরে গেল, বিজেপি ঝুড়ি ভরে আসন পেল। তৃণমূল প্রধান মমতা ব্যানার্জি ডাক দিলেন , কাট্মানি ফেরত দিতে হবে, কে কার থেকে কত খেয়েছেন, সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ঝোপেঝাড়ে মার খেতে লাগলেন। টাকা কোথায় আর ফেরত! কিছুদিন পরেই অবশ্য বিপ্লব থেমে গেল, যে যার মত হলেন। ভোট আসছে, বছর খানেক আর, অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে শাসক দলকে না কাট্মানি ফেরতের ডাক দিয়ে আই-ওয়াশ করতে হয়! ঘরের জন্য টাকা খাওয়ার অভিযোগ অনেক দিন ধরেই চলছে। সেরকম ফোনালাপ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। টিএসআর-এ নিয়োগ নিয়ে ঘুষ লেন-দেন-র অভিযোগ একেবারে রাস্তাতেই গড়িয়ে এসেছে।

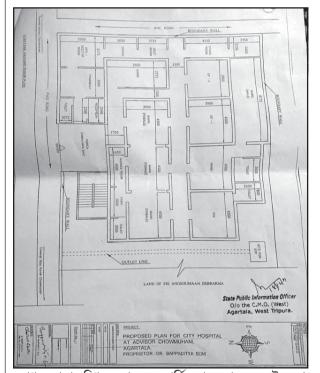
# মানা হচ্ছে না ঃ সুশান্ত

 প্রথম পাতার পর
 বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। তিনি বলেন, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে নৈশকালীন কার্ফু রাত ৯টার পরিবর্তে রাত ৮টা থেকে শুরু হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভায় আজ এ বিষয়ে আরও বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। আগামীকাল এ বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করা হবে। তিনি জানান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান কর্মসূচি যেমন হরিনাম কীর্তন যেসব স্থানে চলছে সবগুলি আগামী ২৩ জানুয়ারি ২০২২ এরমধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে মাল্টিপ্লেক্স, শপিংমল, সিনেমা হল, পার্ক, পিকনিক স্পট ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে। বন্ধ রাখা হবে। এছাড়া প্রদর্শনী মেলাও সব বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, আগরতলা পুর নিগম এলাকার সরকারি অফিসগুলিতে কর্মীর উপস্থিতি ৫০ শতাংশ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যুগ্ম সচিব বা তার উর্ধ্ব পদমর্যাদা সম্পন্নদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক থাকবে বলে জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, আগরতলা পূর নিগম এলাকায় গতকাল পর্যন্ত কোভিড সংক্রমণের হার ২৩.১৫ শতাংশ। মোট সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৬,৪৯১। এরমধ্যে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৬,১৫৯ জন। বাকিগুলি কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রে রয়েছে। ১০ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জন। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জেলাভিত্তিক তুলনামূলক কোভিড সংক্রমণের পরিসংখ্যানের হার জানাতে গিয়ে বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৪-২১ শতাংশ, সিপাহিজলা জেলায় ৯.৫৫ শতাংশ, খোয়াই জেলায় ১৩.০৪ শতাংশ, গোমতী জেলায় ১০.৭৭ শতাংশ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৮.৩৬ শতাংশ, ধলাই জেলায় ৮.০১ শতাংশ, ঊনকোটি জেলায় ১৩.৮১ শতাংশ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কোভিড সংক্রমণের হার ৪.১৪ শতাংশয সবমিলিয়ে বর্তমানে রাজ্যে কোভিড সংক্রমণের হার ১০.৭২ শতাংশ যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ২.৩৮ শতাংশ। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, রাজ্যের ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের কোভিড টিকাকরণের লক্ষ্যে আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা মিলিয়ে মোট ৭৩৪টি বিদ্যালয়ে বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে জেলার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে এবং নাগরিকদের টিকাক্রণে উৎসাহ প্রদান করবেন। তিনি জানান, বর্তমানে সারা রাজ্যে ১৮ উর্ধ্ব নাগরিকদের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে মোট কোভিড টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে ৪৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৫৫টি। শতাংশের নিরিখে ৯১ শতাংশ। রাজ্যে বর্তমানে কোভিড ভ্যাকসিন মজত রয়েছে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৭০টি

### লাইট-হাউস ঘটনার পুনরাবৃত্তি

 প্রথম পাতার পর
গ্রেফতার করার সাহস দেখাতে পারেনি পুলিশ। যে কারণে সীমান্ত এলাকায় এখন ইচ্ছে অনুযায়ী যে কাউকেই পেটানো বৈধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখার পরও হিসেবে লাগাচ্ছেন কামাই-এর থানাগুলিতে কে কে ওসি হবেন। ইতিমধ্যেই ২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ থানার ওসিকে ক্লোজ করে নেওয়া হয়েছে। যথারীতি ইনচার্জ ইন্সপেকটরদের অনেকেই আশায় আছেন ভাল ভাল থানায় পোস্টিং পাবেন। কামাই অনেক বেশি করা যাবে। এই হিসেবে ব্যস্ত পুলিশ প্রভাবশালী বিধায়ককে রাগিয়ে সীমান্ত এলাকার পরিবেশ ঠিক করার চেষ্টা করবেন না এটাই এই মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সুযোগে মঙ্গলবার রাতে ফের লাইট হাউসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। রাতের অন্ধকারে জয়পুর সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় কিছু বখাটে যুবক মিলে পরিমল দাস নামে একজনকে বেধড়ক পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। বিনা অপরাধে ওই যুবককে পা বেঁধে নদীর তীরে পেটানো হয়। খবর পেয়ে বটতলা ফাঁড়ি থেকে। পুলিশ ছুটে যায়। খবর দেওয়া হয় আহতের পরিবারেও। হাঁপানিয়ার দাসপাড়া থেকে আহত পরিমলের ভাই এবং স্ত্রী ছুটে। যান। তখনও পা বাঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত পরিমলকে ঘিরে ছিলেন স্থানীয়রা। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে সহজেই কয়েকজন অভিযুক্তর নামও পেয়ে যায়। কিন্তু ওসি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর পুলিশ অফিসাররা এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করার সাহস দেখাননি। তবে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ অফিসাররা স্থানীয়দের উপদেশ দিতে ভুলেননি। বার বার বলে যাচ্ছিলেন, যদি এই যুবক নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকতেন তাহলে পুলিশকে খবর দিলেই হতো। নিজেরা মিলে কেন মারধর করেছে তাকে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় যুবক আকাশ মিয়াঁ জানান, আহত যুবককে তিনি দৌড়ে আসতে দেখেছেন। তখনও রক্তাক্ত ছিল ওই যুবক। দৌড়ে এসে তাকে টেনে নদীর জলে নিয়ে যান। এই কারণে সে-ও চড় দিয়েছে পরিমলকে। আগে কখনও এই ব্যক্তিকে এলাকায় দেখা যায়নি। পুলিশের কাছে রক্তাক্ত যুবক পরিমল জানান, তিনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান না। জয়পুর এলাকায় ঘুরতে এসেছিলেন। অনেকে মিলে তাকে মারধর করেছে। তিনি কাউকেই চিনেন না। জানা গেছে, পরিমলকে সীমান্ত এলাকার কিছু যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখে আটক করে। কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখতে পেয়ে মারধর শুরু করে দেয়। এরপরই কিছু যুবক মিলে তাকে মারধর করে। পরিমলের স্ত্রী এবং ভাই এসে জানান, বাড়িতে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার মানসিক সমস্যাও রয়েছে। পরে পুলিশের সহযোগিতায় এই যুবককে হাসপাতাল নেওয়া হয়। তবে এই ঘটনায়ও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

### মাস্তানি 'সিটি হসপিটাল' কর্তৃপক্ষের



আগরতলা পুর নিগমের নাম করে নার্সিং হোম করার জন্য এই ভুয়ো 'প্ল্যান'টি জমা করেছিলেন ডাক্তারবাবুরা।

 প্রথম পাতার পর এখন 'সিটি নার্সিং হোম' সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি কিভাবে ঘটল, তা আগামীদিনে নিশ্চয় তদন্তে বেরিয়ে আসবে। তবে এদিন যেভাবে একটি নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ আইনি জটিলতায় জড়িয়ে যাওয়ায় পুরোনো সাইনবোর্ড খুলে, নতুন নামকরণে আরেকটি সাইনবোর্ড বসিয়ে দিল, তা ইদানিংকালের অন্যতম সেরা কেলেঙ্কারি। উল্লেখ্য, গত ১০ তারিখ আগরতলা নিগম কর্তৃপক্ষ জ্যোতিলাল দেববর্মা, আশিস দে, বিপ্লব ঘোষ এবং টাস্কফোর্স-এর ইনচার্জকে দায়িত্ব দিয়ে একটি মেমো জারি করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, কৃষ্ণনগরের সিটি

হসপিটালটি আইন মেনে নির্মিত হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য। ১০ তারিখ নিগমের সেন্ট্রাল জোনের সহকারী মিউনিসিপাল কমিশনার উক্ত মেমোটি স্বাক্ষর করেন এবং ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেন। ১৮ তারিখ রাত পর্যস্ত জ্যোতিলালবাবুরা ওই নার্সিং হোমটির নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখতে যাননি। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে, এখানে স্বাস্থ্য দফতর এবং নিগম কর্তৃপক্ষের একটি যৌথতা রয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিবের কাছেও বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছিল। গত জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ প্রধান সচিব জে কে সিনহার কাছে নার্সিং হোমটির বেআইনি নির্মাণ

• প্রথম পাতার পর তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই কেন? প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে হলে সমস্ত দিকেই খেয়াল রাখতে হয়। শুধ রাজনৈতিক ক্ষমতার দস্তে বলীয়ান হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পেলেই হয় না। পরিপূর্ণভাবে সবকিছু জেনে বুঝে অগ্রসর হতে হয়। বলা যায় এই টিএফএ কেলেঙ্কারিতে অতীতের সমস্ত কমিটিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এমন নয় যে অতীতের কমিটিগুলি খুব সুন্দরভাবে সবকিছু পরিচালনা করেছিলো। বলা যায় সেইসব কমিটিগুলিই ছিলো অপদার্থতায় পরিপূর্ণ। আর বর্তমানে এক নং সহ-সভাপতির সৌজন্যে এই কমিটি হয়ে উঠেছে কেলেঙ্কারির শেষ কথা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেছে? মহিলাদের খেলায় মহিলা ফিজিও থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সবজাস্তা টিএফএ'র এক নং সহ-সভাপতি এটা জানেনই না। ফুটবল নাকি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলো রাজ্য প্রশাসন। তখন এগিয়ে এসেছিলেন এই এক নং সহ-সভাপতি। সুতরাং তার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। ক্ষমতা থাকলে কিছু নিয়মকানুনও জানতে হয়। দুর্ভাগ্য তিনি নিয়মকানুনহীন ক্ষমতার উত্তরাধিকার। তাই পৃথিবীর কোথাও যেটা সম্ভব হয়নি এটাই সম্ভব হলো আগরতলায়। অর্থাৎ মহিলা ফুটবলারের সেবায় নেমে পড়লো পুরুষ ফিজিও। গিনেস বুকে নাম উঠার মতো ঘটনা। সেই সঙ্গে রাজ্য ফুটবলের কৃষ্টি, সভ্যতা অতীত গরিমাকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেলো এই ন্যক্কারজনক ঘটনা।

নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব যিনি, সেই স্বাস্থ্য সচিব বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনও তদন্তের নির্দেশ দেননি। গোটা ঘটনাটিকে ঘিরে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের নাম বারবার প্রকাশ্যে আসছে। উনারা দু'জন এই নার্সিং হোম খোলার জন্য বিভিন্ন কাগজে স্বাক্ষর করেন এবং অনুমতি প্রদান করেন। গত ৩ তারিখ এবং ৪ তারিখ, ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় উক্ত নার্সিং হোমটিকে ঘিরে দু'দুটো খবর প্রকাশিত হয়। তাতে প্রমাণ সহ তুলে ধরা হয়, কোথায় কি গলদ ছিল। সেই মোতাবেক স্বাস্থ্য দফতর একটি কমিটিও গঠন করে। কমিটিটি এখনও চুপ। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যামেন্ডম্যান্ট রুল ২০১৯-এর বেশ কয়েকটি ধারা অমান্য করেও শুধুমাত্র শাসক দলের প্রভাবে শহরে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে একটি নার্সিং হোম। কেলেঙ্কারির ঘটনা হলো, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে রাজ্যের দু'জন সরকার ঘনিষ্ঠ ডাক্তার বেআইনি এবং ভুয়ো কাগজপত্র জমা দিয়ে নার্সিং হোম খোলার অনুমতি পেয়ে গেলেন। আগরতলা পুর নিগম থেকে যে 'বিল্ডিং ফিটনেস সার্টিফিকেট' জমা করা হয়েছে সেটি অবৈধ। দ্বিতীয়ত, উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্ণধার ডা. বাপ্পাদিত্য সোম 'প্রপোজড প্ল্যান ফর সিটি হসপিটাল' বলে যে কাগজটি স্বাস্থ্য দফতরে জমা করেছেন, সেটিও মিথ্যে। সবচেয়ে নিন্দনীয় অভিযোগ, নার্সিং হোমটির মোট দু'জন মালিক এবং দু'জন পার্টনার। মালিক দু'জন বিজেপির বর্তমান যে ডক্টরস্ সেল রয়েছে, তার অন্যতম প্রধান দুই নেতা। একজন বিজেপি ডক্টরস্ সেল-এর কো-কনভেনার ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য। অন্যজন একই ডক্টরস্ সেল-এর পশ্চিম জেলার কনভেনার তথা ত্রিপুরা মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য ডা. বাপ্পাদিত্য সোম। অন্য দু'জন সরকারি চিকিৎসক নিজেদের স্ত্রীর নামে উক্ত নার্সিং হোমটিতে বিনিয়োগ করেছেন। দু'জন পার্টনারের মধ্যে একজন ডা. সুজিত চাকমা এবং আরেকজন ডা. মাহাবুর রহমান বলে জানা গেছে। এই চারজন মিলে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে সমস্ত ধরনের ভুল প্রমাণাদি দিয়ে একটি নার্সিং হোম খুলে নিয়েছে শহরে। ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট (এনেক্সচার-২) একটি নার্সিং হোম বা হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য যে নিয়মাবলী দাবি করে, 'সিটি হসপিটাল' তার অনেক কিছুই মানেনি। কিন্তু এর পরেও মঙ্গলবার কিভাবে বাপ্পাদিত্যবাবুরা সিটি হসপিটালের সাইনবোর্ড খুলে ওই একই বাড়িতে 'সিটি নার্সিং হোম'খুলে ফেললেন তা এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

অন্যায়ভাবে তাকে সমস্ত কিছু থেকে দূরে রাখেন ডাক্তার বাহিনী। এরপর টিসিএ নিম্ন আদালতে রায়। সেখানে জয় হয় টিসিএ-র।অর্থাৎ ফের সচিব পদ থেকে সরে যেতে হয় তিমির চন্দ-কে। শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন তিমির চন্দ। মঙ্গলবার উচ্চ আদালতের রায়ে ফের টিসিএ-র সচিব পদে বহাল হলেন রাজ্যের প্রাক্তন অধিনায়ক তিমির চন্দ। আরও একবার আদালতে ধাক্কা খেলো টিসিএ। প্রশ্ন, এবার কি ক্রিকেট প্রশাসন স্বাভাবিক হবে? ক্রিকেট মহল কিন্তু আশঙ্কিত। ঘটনা হলো, ২০১৯-র সেপ্টেম্বরে নতুন কমিটি যাত্রা শুরু করার পর থেকে তিমির চন্দ-কে সরানোই ছিল কমিটির বাকি সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য। যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং ডাক্তারবাবু। অবশেষে ২০২১-র ১৩ মার্চ সাময়িক সাফল্য পেয়েছিলেন তারা।কিন্তু প্রথমে একবার আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর এদিন উচ্চ আদালতেও ধাক্কা খেলেন। রাজার মতৌই ফিরে এলেন তিমির চন্দ। ক্রিকেটপ্রেমীদের যা সম্ভষ্ট করেছে।প্রসঙ্গত, তিমির চন্দ-র পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী শংকর লোধ।

#### মোমের আলোয়

পেটাতে ব্যস্ত নেতারা হয়তোবা এই বিষয়টি কখনো গুরুত্বপূর্ণ ভাবেননি। অভিযোগ, বেশিরভাগ এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে চলে যান। জিবিপি হাসপাতালে তারা চিকিৎসা করান না। যে কারণে হাসপাতালের অসুবিধাগুলি নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। প্রত্যেকদিন বহু রোগী জিবিপিতে চিকিৎসা করাতে আসেন। এসব গরিব মানুষদেরই সবচেয়ে বেশি অসুবিধা পড়তে হয়। অথচ তাদের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেওয়ার চিস্তাভাবনা কম রয়েছে প্রশাসনের আধিকারিকদের বলে অভিযোগ উঠেছে। জিবিপি হাসপাতালে বিদ্যুৎবিহীন হয়ে থাকা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই এই ধরনের ঘটনা হয়। অথচ হাসপাতাল প্রশাসনকে এনিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তেমন উদ্যোগী দেখা যায় না বলে অভিযোগ।

#### 'টার্গেট' প্রধানমন্ত্রা

গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, এই জঙ্গিগোষ্ঠী মূলত পাকিস্তান পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত এলাকার। এদের লক্ষ্যই হল জনবহুল এলাকায় সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া। যেখানে অজস্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশিষ্টজনদেরও প্রাণহানির আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। বিশাল বোমা বিস্ফোরণ তো বটেই, ড্রোনের মাধ্যমেও হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা।

#### বালু মাফিয়ারা

 ছয়ের পাতার পর দেখার কেউ নেই।কর্তিমারী খেয়া ঘাটের ইজারাদার ও স্থানীয় আওয়ামি লিগ নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ করেন, 'যাদুরচর ইউনিয়ন ট্রাক্টর (কাঁকড়া গাড়ি) মালিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানসহ ২৫/৩০ জন ট্রাক্টরের মালিক নিজের অর্থ ব্যয় করে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর সড়ক নির্মাণ করেছেন।

#### জলের দাবিতে

আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এদিকে ব্লক সদর দামছড়ায় পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে। বিদ্যুৎ চপলতার কারণে প্রায়শই ২/৩ দিন জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। ফলে জল সরবরাহের কোনও নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট নেই। দিনের কোন্সময় জল সরবরাহ হবে তার নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা না থাকায় স্থানীয় মানুষকে তীর্থের কাকের মতো কলতলায় অপেক্ষা করতে হয়। দামছড়া ভিলেজের জল সরবরাহের মেইন পাইপ লাইনে দুষ্কৃতিরা অন্তর্ঘাত করে প্রায়শই পরিষেবা প্রদানে বিদ্ন ঘটায়। ভুক্তভোগী মানুষ ডিডব্লিউএস দফতরের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার হস্তক্ষেপ দাবি করছেন।

 আটের পাতার পর - বিশালগড় মহিলা পুলিশ। মেহেরের নিখোঁজ হওয়ার খবরটি মেহেরের পিতা-মাতা গ্রামের প্রধানকেও বিষয়টি জানিয়েছেন। প্রাইভেট পড়তে গিয়ে ছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে। একমাত্র মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন মেহেরের পিতা-মাতা

#### পৃষ্ঠা 🙂

# ভিশন ডকুমেন্ট নিয়ে পর্যালে

**জানুয়ারি।।** রাজ্যের জনগণের সার্বিক কল্যাণে ভিশন ডকুমেন্টের বিভিন্ন কর্মসচিগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরের মাধ্যমে সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভিশন ডকুমেন্টের যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বা চলছে তা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে আরও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। দু'দিনব্যাপী সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দফতর যে সমস্ত কাজে সফলতা অর্জন করেছে এবং আগামীতে কি কি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের সচিব অপূর্ব রায় জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের অন্যতম বিষয় ছিল রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। রাজ্য সরকারের এই লক্ষ্যমাত্রা পুরণে কৃষি দফতর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করছে। এরমধ্যে রয়েছে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া, ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা, এফসিআই ও পিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে ধান সহ অন্যান্য খাদ্যশস্য কেনা এবং বিতরণের চেইন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। তিনি জানান, কৃষি দফতরের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে রাজ্যের কৃষকদের বর্তমান মাসিক আয় বেড়ে ১১

### নেশা সামগ্রি-সহ আটক দুই যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি।। নেশার বাড়বাড়ন্তে ছেয়ে গেছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা। বিশেষ করে যুব সমাজ নেশার কবলে পড়ে ভবিষ্যৎ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস, ব্রাউনসুগার, হেরোইন এসমস্ত নেশা সামগ্রীর ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে যুবকরা। নেশার সঙ্গে যুক্ত দুই কারবারিকে আটক করল সাধারণ নাগরিকরা। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকার মানুষজন দুই যুবককে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। জানা যায় এই দুই যুবক বিশালগড় থেকে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী আনে বিক্রি করে এবং নিজেরাও সেবন করে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ এলাকার ছাত্র যুব সম্প্রদায়। দিনের-পর-দিন এ ধরনের ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে অভিভাবক মহল। যদিও নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে এন্টি ড্রাগস কমিটি গঠন করা হলেও নেশার বাড়বাড়ন্ত কমছে না বলে অভিযোগ।

২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ছিল ৬৫৮০ টাকা। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মধ্যে কৃষকদের মাসিক আয় ১৩ হাজার ৫৯০ টাকা করার লক্ষ্যে দফতর পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। কৃষি দফতরের সচিব আরও জানান, রাজ্যে এখো এন্টারপ্রেনারশিপ স্থাপনে, কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করতে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় কৃষক বন্ধু কেন্দ্র স্থাপন করা রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টে উল্লেখ রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দফতর রাজ্যে ৩৬টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই ২৪টি কৃষকবন্ধু কেন্দ্র রাজ্যে চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি কৃষকবন্ধু কেন্দ্র শীঘ্রই চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষি দফতরের সচিব জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে উদ্যান দফতর রাজ্যের বিখ্যাত কুইন প্রজাতির আনারসের সবেত্তিম মানের উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। গত আড়াই বছরে ৬ হাজার মেট্রিকটন কুইন প্রজাতির আনারস দুবাই, কাতার-সহ বহির্রাজ্যে বাজারজাতকরণ করা হয়েছে। সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ

ও মৎস্য দফতরের প্রধান সচিব বি কে সাহু জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দফতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ত্রী বাছুরের সংখ্যা বাড়াতে সেক্স সর্টেড সিমেন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আয়ের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে ডেয়ারি ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনের উপর দফতর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১১৯টি ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৪টি সোসাইটি মহিলা দ্বারা পরিচালিত। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যমাত্রা পুরণে রাজ্য সরকার শুরু থেকেই কৃষি, পশুপালন, মৎস্য, ডেয়ারি-সহ অন্যান্য প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যে মাছের চাহিদা পুরণে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে অনেকেই বায়োফ্রক পদ্ধতির মাধ্যমে মাছ চাষে আগ্রহী। তাদেরকে চিহ্নিত করে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

সচিবকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী। সভায় শিক্ষা ও বিদ্যুৎ দফতরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে বিদ্যুৎ দফতর সমস্ত সরকারি ভবন এবং জনগণের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ট্রেডার মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের সচিব সভায় জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের উপর রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে আয়ু র্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি. ন্যাচারোপ্যাথি ইত্যাদি বিকল্প ওষুধপত্র ব্যবহারের বৃদ্ধিই রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের এই লক্ষ্যকে পরণ করার জন্য স্বাস্থ্য দফতর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি উন্নত এবং শক্তিশালী করার কাজ চলছে। সভায় মখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন দফতরের নানা প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে রোজগার দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

# ডাবল ইঞ্জিনের যুগে ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া রাস্তা নির্মাণ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১৮ জানুয়ারি।। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের দৌলতে রাজ্যের সর্বত্রই উন্নয়নের জোয়ার বইছে ! এমনটাই দাবি করেন শাসকদলীয়রা। তবে উন্নয়নমূলক কাজ হলেও সেই কাজ কতটা সঠিকভাবে চলছে তাও বড প্রশ্ন। কারণ, কাজ যদি সঠিকভাবে না হয় তাহলে তার কোন গুরুত্ব থাকে না। সাব্রুম রেলস্টেশনের বিপরীতে একটি বেসরকারি সংস্থাকে রাস্তা নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সেই বেসরকারি সংস্থার নির্মাণ কাজ চলছে শুধুমাত্র নামকাওয়াস্তে। কারণ যে সব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার কথা ছিল তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। অর্থাৎ যে জায়গায় পাথর ফেলার কথা সেখানে শুধুমাত্র মাটি দেখা যাচ্ছে। এলাকাবাসীও বিষয়টি নিয়ে এখন

সুর চডিয়েছেন। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় কোটি কোটি টাকার নিৰ্মাণ কাজ চললেও কোন ইঞ্জিনিয়ারকে সেখানে দেখা যায় না। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী নিৰ্মাণ কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না দেখে তাবা ইঞ্জিনিয়াবেব সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারবাবু কোথায় আছেন তা কেউই বলতে পারছেন না। তাই এলাকাবাসী এখন প্রশাসনকেই কটাক্ষ করে বলছেন — একমাত্র ডাবল ইঞ্জিনের যুগেই ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া রাস্তা নির্মাণ সম্ভব! নির্মাণ কাজের সাথে যক্ত শ্রমিকরাও গলদ দেখতে পাচ্ছেন। তাই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তারা উত্তর দিয়েছেন অস্পষ্টভাবে। যে জায়গায় সত্য কথা বললে সমস্যা হতে পারে সেখানে বলে দিয়েছেন তারা কিছুই জানেন না। অথচ কাজ করছেন তারাই।

ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া রাস্তা নির্মাণেও ছাড় দেওয়া হয়েছে বেসরকারি সংস্থাকে।

পাথরের বদলে শুধমাত্র মাটি ফেলা হচ্ছে কেন? সেই প্রশ্নের জবাবে শ্রমিকদের বক্তব্য, ইঞ্জিনিয়ারবাবুই এ বিষয়ে বলতে পারবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ইঞ্জিনিয়ারবাবু কোথায় আছেন ? স্থানীয় প্রশাসনও এ সবের কিছু নজর রাখে না। তাই তো বেসরকারি নির্মাণ সংস্থা নিজেদের মত করেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের ঠিকেদারদের কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে দেরি হলে জরিমানা আদায়ের নির্দেশ জারি হয়। সেই জায়গায় রেলস্টেশনের সাথে দিনের পর দিন নিম্নমানের কাজ চললেও সেই প্রশাসন কোথায় মুখ লুকিয়ে আছে? অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন হয়তো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই আগেই ম্যানেজ হয়ে গেছে। তাই

#### হুমকির মুখে এলাকা ছাড়তে

### চান গফুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ জানুয়ারি।। পরিস্থিতি কেমন হলে জীবনের শেষ সময়ে এসে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন বৃদ্ধ। যার কথা বলা হচ্ছে তিনি আব্দুল গফুর। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের বিধানসভা এলাকায় তার বাড়ি। আরও স্পষ্ট করে বললে, কাঁকড়াবন কিশোরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ৮০ বছরের নাম আব্দুল



গফুর। তার বাড়িতে বৃদ্ধা স্ত্রী, ছেলে এবং পুত্রবধূ আছেন। ওই বৃদ্ধের আক্ষেপ, তিনি কোনও ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাননি একমাত্র একটি বিপিএল কার্ড পেয়েছেন। অথচ আজ পর্যন্ত তার কপালে জোটেনি সরকারি ঘর কিংবা জলের সুবিধা। বরং অপর ব্যক্তির কারণে নিজের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়ার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ আব্দুল গফুর জানান এলাকার মাতব্বর তার বাড়ির সামনে জলাশয় খনন করেছেন। সেই কারণেই তাদের বাড়িতে আসার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। তবে এ নিয়ে প্রতিবাদ করেও কোনও কাজ হয়নি। বৃদ্ধ জানান প্রতিবাদ করাটাই এখন মাতব্বরদের কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে গেছে। তাইতো বিভিন্ন সময় তার বাড়িতে হামলা ও হুজ্জুতি হয়েছে। এমনকী তাকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতেও বলেছে মাতব্বর'রা। পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন একদিকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। কিন্তু ওই এলাকায় চলছে অন্য স্লোগান। আর সেই স্লোগানের কথাই হল আমরা খাব, তোমরা বাদ।

#### শক্তি বাড়াচ্ছে তিপ্ৰা মথা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি মোহনপর, ১৮ জানয়ারি।। এডিসি দখল করেই ক্ষান্ত থাকছে না তিপ্রা মথা। এবার তাদের লক্ষ্য আগামী বিধানসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে প্রতিদিনই নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দলীয় নেতৃত্ব। মঙ্গলবারও সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হেজামারার কাম্বকছড়া ভিলেজের তিপ্রা মথার যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় নেতাদের দাবি এদিন ৪০ পরিবারের ১০৫ জন ভোটার তিপ্রা মথায় যোগদান করেছেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, এন্টনি দেববর্মা, এমডিসি রুনিয়াল দেববর্মা। তিপ্রা মথার নেতৃত্ব জানান, যোগদানকারীরা এতদিন বিজেপি, আইপিএফটি এবং সিপিএম'র সাথে ছিলেন। এখন থেকে তারা তিপ্রা মথার হয়ে কাজ করার অঙ্গিকার করেছেন।

### বিচারক-সহ আক্রান্ত ১৩৮৫

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ।। করোনা আক্রান্ত হলেন এক জেলা বিচারক-সহ তিন জুডিশিয়াল অফিসার। খোয়াই, আগরতলা এবং সোনামুড়া আদালতে কর্মরত তিন বিচারকের করোনা পজিটিভ হয়েছেন। আদালতের আরও কয়েকজন কর্মী করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে রেকর্ডহারে করোনা আক্রান্ত শনাক্তের দিনে সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন আরও কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী। অতিমারিতে সংকটজনক অবস্থা পশ্চিম জেলায়। এদিন মারা গেছেন আরও ৪ সংক্রমিত রোগী। চারদিনে ১২জন সংক্রমিত মারা গেছেন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতর ২৪ ঘণ্টার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, এই সময়ে ১ হাজার ৩৮৫জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। সংক্রমণের হার ১৪.৮৬ শতাংশ। করোনার ইতিহাসে ২৪ ঘণ্টা এটাই রাজ্যে সর্বোচ্চ আক্রান্ত। রেকর্ড হারে ৬১০জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায়। স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ৯ হাজার ৩২১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ৭৭৩ জনের আরটিপিসিআর-এ পরীক্ষা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

হয়। আরটিপিসিআর-এ ৭৮জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। বাকি ১ হাজার ৩০৭জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হন। এই সময়ে মারা গেলেন চারজন আক্রান্ত রোগী। রাজ্যে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮৪১জনে। একই সঙ্গে বেড়েছে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৪৯১

মৃত্যু আরও ৪ জনে। এই সময়ে করোনামুক্ত হয়েছেন ৪৯২জন। ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম জেলা ৬১০জন ছাড়া সিপাহিজলা জেলায় ৯৬, খোয়াই জেলায় ৪৫, গোমতী জেলায় ১৩৩, দক্ষিণ জেলায় ১৩৭, ধলাই জেলায় ১৩২, ঊনকোটি জেলায় ১৪৫ এবং উত্তর জেলায় ৮৭জন করোনা পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। দেশে ২৪ ঘণ্টায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ৩১০জন। পশ্চিম জেলায় লাফিয়ে করোনা আক্রান্ত বাড়লেও পুলিশ প্রশাসন ব্যস্ত বাইক এবং অটো চালকদের মাস্ক আছে কিনা পরীক্ষা করতে। শহরের বাজারগুলিতে ভিড্

নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থ প্রশাসন। অথচ জরিমানার টাকা আদায় করতে পুলিশ প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, মাস্কের জন্য বাইক চালকদের জরিমানা করতে। পুরনিগম এলাকায় করোনা আক্রান্তের ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখনও মাস্কবিহীন অবস্থায় অনেককে রাস্তায় দেখা যায়। শহরের নামিদামি মার্কেট কমপ্লেক্স এবং হোটেলগুলিতে কর্মচারীরা করোনার স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বলে অভিযোগ। অনেকেরই মাস্ক থাকছে থুঁতনিতে। ক্রেতারাও মার্কেট কমপ্লেক্সগুলিতে ঢুকে অবাক পড়ছেন। অথচ সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। মাস্ক না পরলে সামগ্রী পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে না। সরকারি নির্দেশিকা কাগজে কলমেই রয়ে গেছে বলে অভিযোগ। মহকুমা প্রশাসন অভিযান করলেও ব্যস্ত থাকছে শুধুমাত্র জরিমানার টার্গেট পুরণ করতে। টার্গেট পুরণ হয়ে গেলে ফিরে আসছেন প্রশাসনের অফিসাররা। এই পরিস্থিতির মধ্যে করোনার জীবাণু দ্রুতহারে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যেকদিন নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সোয়াব পরীক্ষা সেই অর্থে সরকার না বাড়ালেও করোনার সংক্রমিত হার বেড়ে গেছে।

## পুলিশকে সচেতন করতে কোচিং ক্লাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ।। সমালোচনার মধ্যে পড়ে রাজ্য পুলিশের অফিসাররা এলজিবিটি সম্প্রদায় নিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করলো। প্রচণ্ড সমালোচনার মধ্যেই রাজ্য পুলিশ বাধ্য হয়ে পশ্চিম জেলায় কর্মরত ৪০জন অফিসারকে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করেছে। এই অফিসারদের তালিকায় রয়েছেন পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত এসপি অমিতাভ পাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস এবং মিনা কুমারী দেববর্মা। সাব ইন্সপেকটর থেকে শুরু করে পুলিশ কনস্টেবল পর্যন্ত এলজিবিটি নিয়ে সচেতনতামূলক শিবিরে বাধ্য হয়ে ক্লাস করেছেন। মঙ্গলবারই এডিনগরে জেলা পুলিশ কনফারেন্স হলে এই সচেতনতা শিবিরটি হয়েছে। এই শিবিরে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে পুলিশের ক্লাস নিয়েছেন সমাজ সেবিকা স্নেহা গুপ্ত রায়, শুভ্রজিৎ দত্ত, সিদ্ধার্থ কুমার দেব-সহ আরও কয়েকজন। তারা এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছেন। এই সম্প্রদায়ের অসুবিধা নিয়ে কথা বলেছেন তারা। ২০১৪ সালে এলজিবিটি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নালসা বনাম কেন্দ্রীয় সরকারের এক মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। এই রায়ের মধ্যেই এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এই রাজ্যের উপরই এদিন আলোচনা হয়েছে। পশ্চিম জেলার সব এসডিপিও, প্রত্যেকটি থানার পুলিশ প্রতিনিধি শিবিরে অংশ নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই সোনাতরীতে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের চার সদস্য ডান্সবারে গিয়েছিলেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতেই চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। তাদের নগ্ন করে পুরুষ না মহিলা পরীক্ষা করা হয়। থানার মধ্যেই চারজনের পরিচয় প্রকাশ করে এক চিত্র সাংবাদিক বিশ্রি ভাষায় জেরা করেছিলেন বলেও অভিযোগ। পলিশের বিরুদ্ধেও বেআইনিভাবে তাদের গ্রেফতার এবং থানায় নিয়ে হেনস্থার অভিযোগ উঠে। এই ঘটনায় মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে গোটা রাজ্যবাসী পুলিশ এবং ওই সাংবাদিকের ভূমিকায় তদন্তের দাবি তুলেন। পুলিশ অফিসারদের সাসপেণ্ড করারও দাবি উঠে। ওই সময়ই পশ্চিম থানার দুই পলিশ অফিসার বারবার বলে গেছেন এলবিজিটি'র অধিকার নিয়ে তারা কিছুই জানেন না। আইন না জানায় চারজনকে গ্রেফতার করেছেন। তাদের এই যক্তি মেনে পুলিশ প্রশাসনও এখন পর্যন্ত শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো পুলিশ অফিসারদের বাঁচানোর জন্য তদন্তের নামে বাঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের সাহায্যে পশ্চিম জেলা পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে চার এলজিবিটি সম্প্রদায়ের হেনস্থার ঘটনা রীতিমতো ধামাচাপা দেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার তদন্তও আর বেশি দূর এগোবে না তা নিয়ে একপ্রকার নিশ্চিত আক্রান্তদের পরিজনরা। কারণ পুলিশ এবং এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এলবিজিটি সম্প্রদায়ে আক্রান্তদের পক্ষে করা মামলায় এখন পর্যন্ত পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

### ২ ফব্রুয়ারি তৃণমূলের সাংগঠনিক নিৰ্বাচন

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি।। ভোটের দামামা বেজে গেল তৃণমুলের অন্দরে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে তৃণমূলের সাংগঠনিক নিৰ্বাচন। ৩১ মাৰ্চ ঘোষিত হবে নতুন কার্যকরী সমিতি। ঘোষণা করলেন দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নীলবাড়ির লড়াইয়ে বিপুল জয়ের পরই তৃণমূলের সর্বময় কর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে অভিযিক্ত হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দলের সাধারণ সম্পাদক পদে বসেই জাতীয় স্তরে দলের বিস্তারে মন দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এবার দলের অভ্যন্তরে ভোটের মাধ্যমে সর্বস্তরে ঠিক করা হবে নেতা। মঙ্গলবার মহাসচিব পার্থ চটোপাধ্যায় বলেন, "আগামী ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচন। তারপর থেকে একে একে বুথ কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন চলবে। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে কোভিড বিধি মেনে দলের সর্বস্তরে সাংগঠনিক নির্বাচন সেরে ফেলা হবে। সেই দিনই তৃণমূলের কার্যকরী সমিতির ঘোষণা করা হবে।" ২০১৭ সালে শেষবার তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচন হয়েছিল। সে বার একমাত্র দলনেত্রী পদে নির্বাচন হয়। তাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

# কোভিড বাড়ছে কেন,জবাব নেই কোথাও জায়গার বদলে একই তথ্য অন্যরকম

**আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরায় আচমকা কোভিড রোগীর সংখ্যা বাড়ছে কেন, মৃত্যুও বাড়ছে কেন, এসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না। তিন-দিন ধরে লাগাতর কোভিড মৃত্যুর হিসাব পাওয়া যাচ্ছে সরকারি ব্যুলেটিনে। যদিও কেন্দ্র-রাজ্য কিংবা স্বাস্থ্য দফতরের ব্যুলেটিন আর ন্যাশনাল হেলথ মিশন'র সাইট থেকে পাওয়া ত্রিপুরার ডেডিকেটেড কোভিড সাইটের ড্যাশবোর্ডে মৃত্যুর সংখ্যা এক নয়, সেখানে সংখ্যা ৭৮২, ব্যুলেটিনে ৮৪১, সেই সংখ্যাই কোথাও ৮৪৪। সবগুলিই সরকারি তথ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কেস পজিটিভিটি রেট ২৬.৯৮ শতাংশ, ঊনকোটি জেলার ১৯.৮২ শতাংশ, গোমতীতে ১২.৯২ শতাংশ, খোয়াই জেলার ১০.৩২ শতাংশ, দক্ষিন জেলায় ৯.৪৭ শতাংশ, সিপাহীজলায় ৭.৯২ শতাংশ, উত্তর

জেলায় ৪.৬৬ **শতাংশ**। রাজ্যের কোভিড সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড হসপিটাল, ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টার এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারে কত বেড খালি আছে আর কত বেডে রোগী আছেন তার হিসাব দেওয়া আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ৩৪৮৫ বেড খালি আছে। প্রথম নামটি এজিএমসি এন্ড জিবিপি হসপিটাল'র, ১৪ বেডে রোগী আছেন, ২০৭ বেড খালি আছে, টিএমসি'তে সব বেডই খালি, আইএলএস হাসপাতালে ১২ বেডে রোগী আছেন, ৪৫ বেড খালি আছে। এই রকমভাবে ৫০ জায়গার হিসাব দেওয়া আছে। তবে এই তথ্য এখনকার বলে কেউ বেডের খোঁজ করলে ঠকতে পারেন, কারণ গত বছরের ২৩ সেপ্টেম্বরের পর আর এই তথ্য আপডেট করা হয়নি। পাশাপাশি তথ্য এই যে মঙ্গলবারের বুলেটিনে ত্রিপুরায় নতুন কোভিড রোগী বেড়েছেন আরও ১৩৮৫ জন, শতাংশ এবং মারা গেছেন আরও ৪ জন। চারদিন ধরেই লাগাতর কোভিড মৃত্যু হচ্ছে, যথাক্রমে ৩,৩, ২ এবং ৪ জন। স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাদের কাছে জনে জনে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে, জবাব পাওয়া যায়নি। ফোনে তাদের পাওয়া যায়ই না। কোভিড সময়ে স্বাস্থ্য কর্মীরা ব্যস্ত থাকতেই পারেন। প্রত্যেককে হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাসেজ করা হয়েছে, একজন শুধু সাড়া দিয়েছেন, সাড়া দিয়ে অন্যজনকে দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্যরা সাড়াই দেনননি খবর লেখা পর্যন্ত। কোভিড ব্যুলেটিন দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দফতর যে গ্রুপে চালায় হোয়াটসঅ্যাপে, সেখানেও জানতে চাওয়া হয়েছে। কোনও জবাব নেই। সেখানে যুক্ত স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী কিংবা তথ্য দফতরের কর্মী দেখেছেন প্রশ্ন। ন্যাশনাল স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা ডিরেক্টর ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল'র কাছে জানতে হয়েছিল, এখনকার কোভিড'র বাড়াবাড়ির কারণ কী। কোভিড মৃত্যু

আক্রান্ত কেউ আছেন কিনা, ডেল্টা ভ্যারিয়ান্টই কি এই রাজ্যে প্রধান ভ্যারিয়ান্ট, না হলে কোনটি। কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। ম্যাসেজে ডাবল টিক ব্লু হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মার কাছে এগুলি ছাড়াও জানতে চাওয়া হয়েছিল, রাজ্যে কয় জায়গায় আরটিপিসিআর টেস্ট হয়, রাজ্যে এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয় কিনা। রক্ত সঙ্কট মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনিই একমাত্র সাড়া দিয়েছেন, তবে জবাব দেননি। তিনি বলেছেন, ডাঃ দীপ দেববর্মা'র সাথে যোগাযোগ করতে, তার ডিরেক্টোরেট কোভিডের ব্যাপারে সব তথ্য রাখে। ডাঃ দীপ দেববর্মাকেও এই রেফারেন্স-সহ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছিল, জবাব পাওয়া যায়নি। তিনি স্টেট সার্ভিলেন্স অফিসার। স্বাস্থ্য দফতরের আরেক অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা'র কাছেও জানতে চাওয়া হয়েছিল, জবাব পাওয়া যায়নি।স্বাস্থ্য

রাখা হয়নি। কোভিড শুরু হওয়ার পর তথ্য জোগাড়ে সাংবাদিকদের বেগ পেতে হচ্ছে। নিয়মিত সাংবাদিকদের ব্রিফ করার ব্যবস্থাও নেই, কেবল মাত্র নতুন রোগী, মৃত্যুর সংখ্যা, ইত্যাদি আর ভ্যাকসিনের তথ্য ছাড়া নিয়মিত অন্য কিছু পাওয়া যায় না। সঠিক তথ্য যখন পাওয়া যায় না, তখনই ভুল তথ্য পরিবেশনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। রাজ্যের বাইরে থেকে যারা এসেছেন, আগরতলায় বিমানবন্দর আর রেল স্টেশন ৫৪ জনকে পিআরটিআই-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৪৪ জন পুরুষ, ১০ জন মহিলা। ৪০ জন অন্য রাজ্যের। বাকীরা বিভিন্ন জেলার। কেস্থ্রিজ ট্রেকার অনুযায়ী ত্রিপুরায় এই ওয়েভের পিক আসতে পারে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে। দেশের কোভিড প্রজেকশন মডেল 'সূত্র' -কোভিড ইন্ডিয়া প্রেডিকশনে তথ্য আপডেট হচ্ছে না। ত্রিপুরার তথ্য বহু মাসের পুরানো।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION (PUBLIC HEALTH SECTION) <u>AGARTALA</u>

Notice Inviting Short Quotation No.1/2021-22

Sealed quotation are hereby invited from the resourceful suppliers / Agency / Persons/ Parties Firms to submit the quotation with rate of the item on urgent basis. The Notice inviting Short Quotation could be seen in the Agartala Municipal Corporation website www.agartalacity.tripura.gov.in & Tripura State Portal.

S	l.	Name of Description	Quantity	Rate	Remarks
No		Bleaching Powder	Kg		
1.	<b>Product Description :-</b> 25 Kg per bag, 3 layar				
		Packing containing 35% of Chloriine, ISI Mark.			
		Three Layar Mask (Surgical)			
2.		Hand Gloves (Surgical)			
3.		Fogging Oil (Melathion)	Liter		
4.		(Technical grade) 50% E.C registration must be registared with insecticide board.			
		Anti Larva Powder	Kg		
5.		Product Description:	8		
		i) Diflubenzaron 25% W.P			
		Dettol Soap (Small) 45 gm.			
6.		Sodium hypochlorite Solution 10-12%	Liter		
7.					

The filled quotation along with the required documents must reach to the office of the undersigned on 29/01/2022 by 3:00 Pm. The party shall submit the quotation in sealed envelope which shall be opened in the office of the undersigned on 31/01/2022 at 3:00 PM, if possible. Authority reserved the right to reject the quotation without assigning any reason.

Terms & Condition :-1. The agency/Firm / Person shall be an Indian Citizen.

2. The agency / Firm / Person shall have Vaild GST Registration.

3. It will be deducted from source; PAN Card Copy shall be submitted along with quotation. 4. Bank Account Number, IFS Code, Branch name shall be submitted for payment.

5. The quotationer shall quote the rate of item keeping in mind the quality of the item. The AMC authority will not compromise with quality of the item.

6. Manufacturing of chemical shall be not more than 3 (three) month of the date of delivery. 7. Avaibility of test report from central Govt. / NAB / IAC to be submitted for the item No. 1, 4, Sd/ Illigible Health Officer

Agartala Municipal Corporation No. 46/PH/Omicron / AMC/2022 /1447-49 Dated, Agartala the 18/01/2022

### বাড়ছে দ্বৈরথ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান করার কথা থাকলেও অভিযোগ এডিসি এলাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলছে যেখানে করোনাবিধি মানা হচ্ছে না। কক্বরক দিবসকে সামনে রেখে যে আয়োজন চলছে সেখানে করোনাবিধি না মানার অভিযোগ উঠেছে। এডিসি এলাকায় সেখানকার এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে এই আয়োজন চলছে বিভিন্ন জায়গায়। আগরতলায় এসব আয়োজনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার করা কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও এডিসি এলাকায় এসব আয়োজনে করোনাবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এডিসি এলাকা থেকে সচেতন নাগরিকরা বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। সরকারি আয়োজনে মানে এডিসি প্রশাসনের আয়োজনে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি না মানার অভিযোগের বিষয়ে অবশ্য কারোর প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হয়নি। এডিসি প্রশাসনের অনেকের সাথেই টেলিফোনে এই বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও যান্ত্রিক সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের সাথে এডিসি প্রশাসনের আরও দ্বৈরথ বাড়লো।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় অনেকেই সরকারি ঘরের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তাদের যে সময়ে ঘর নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে ওই সময়ে ইটের যে দাম ছিলো তার সাথে বর্তমানে ইটের দামের অনেক পার্থক্য। ঘর প্রাপকদের মধ্যে অনেকেই ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেছেন, আগের তুলনায় ৪ টাকা বেশি দরে তাদের ইট কিনতে হয়।তাতে তারা মহা বিপদে পড়েছেন। কেননা, এই সময়ের মধ্যে বেশি দামে ইট কিনে ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবেও সমস্যায় পড়েছেন। যে নির্ধারিত বরাদ্দ রয়েছে ঘর নির্মাণের জন্য ইটের বাড়তি মূল্যের কারণে সেই বরাদ্দ বাডেনি। সূতরাং, সুবিধাভোগীদের তরফে দাবি করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী এবং গ্রাম বিকাশ মন্ত্রী যেন বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।ইটের বাড়ি তি মূল্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ঘর প্রাপকরা।

### ২৩শে জানুয়ারির শোভাযাত্রায় 'নিষেধাজ্ঞা'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শোভাযাত্রায় অংশ নেয় পড়ুয়ারা। আগর তলা, ১৮ জানুয়ারি।। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন তথা ২৩ শে জানুয়ারিকে সামনে রেখে শহরের বনেদি স্কুল নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা এবার আর হচ্ছে না। করোনা পরিস্থিতিতে এবারের শোভাযাত্রা বাতিল করার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফেই জানা গেছে। কারণ, নেতাজী জন্মদিনকে সামনে রেখে শহরে এই স্কুলটির আয়োজনের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক ইতিহাস। এই স্কুলের প্রাক্তনীরাও এই আয়োজনে অংশ নেয়। তাছাড়া শ্রেণি স্তরে

জানিয়েছিলো। এবার শিক্ষা আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন

দফতরের তরফেও কোনও সবুজ তাদের নিজস্ব ট্যাবলো কিংবা ভাবনা তুলে ধরা হয় এই আয়োজনে। করোনা পরিস্থিতিতে স্কুলের অভ্যন্তরেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২৩ শে জানুয়ারির আয়োজন হচ্ছে বলে খবর। যতটুকু জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৩ শে জানুয়ারি স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পালন করা হবে। ২৬ শে জানুয়ারির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম লাগু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নেতাজী স্কুলের ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা এবারও না হওয়ার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ আগেই শিক্ষা দফতরকে

সংকেত দেওয়া হয়ন। স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এই সময়ের মধ্যে স্কুলে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পড়ুয়ারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২৩ শে জানুয়ারি পূর্বের ন্যয় স্কুল অভ্যন্তরে সমস্ত ধরনের আয়োজন থাকলেও ছাত্ৰছাত্ৰী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গণহারে উপস্থিতি নাও থাকতে পারে। ভার্চুয়ালি এই আয়োজন সকলের কাছে তুলে ধরার দাবি করেছে প্রাক্তনীরা। তাছাড়া স্কুলে নিজস্ব ঘরানায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে যে আয়োজন থাকছে তাও কয়েকজনকে নিয়ে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে বলে খবর। আগরতলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনেক আয়োজনের কথা শোনা যায়। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে করোনা বিধি না মানার অভিযোগ বিস্তর।

### 'সেবা হি সংগঠন'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। বিজেপির তরফে মানব সেবাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যব্যাপী নতুনভাবে আয়োজন করা হয়েছে ' সেবা হি সংগঠন' কর্মসূচি। তারই অংশ হিসেবে বিজেপি আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় করোনার এই পরিস্থিতিতে মানুষকে সচেতন করার বার্তাও দিয়েছে। দলের তরফে জানানো হয়েছে প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা পাঁচ সদস্যক রাজ্যস্তরীয় কমিটি গঠন করেছে। করোনার তৃতীয় ঢেউ চলছে। মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় এই কমিটি আগরতলা থেকে গোটা রাজ্যেই জেলা স্তর কিংবা বৃথ স্তর পর্যন্ত সেবামূলক ভাবনাগুলো তুলে ধরবে। জেলা স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত অনুরূপ পাঁচ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হবে। এই কমিটিগুলো করোনা পরিস্থিতিতে মোকাবিলার মূল দায়িত্ব পালন করবে। মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের করোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা নিরসনের চেষ্টা করবে। তার পাশাপাশি মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণও করবেন। মহিলা মোর্চার তরফে করোনা আক্রান্তদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হবে। তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলিরও নিরসন করা হবে। আগামী দু'একদিনের মধ্যে যুব মোর্চার তরফে একটি হেল্প লাইনও চালু করা হবে। এই হেল্প লাইন মানুষের পাশে 'সেবা হি সংগঠন' ভাবনায় পাশে দাঁড়াবে। সারা রাজ্যে ৬৫০০ জনকে করোনাকালীন মোকাবিলার জন্য ইতিপূর্বে ন্যাশনাল হেলথ ভলান্টিয়ার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারাও আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা প্রদান করবে। এই সময়ে যারা দ্বিতীয় ডোজ নেয়নি, তাদেরকে উৎসাহিত করার আহ্বান করা হয়েছে। বস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে

### **386003068** প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রস্তুতি

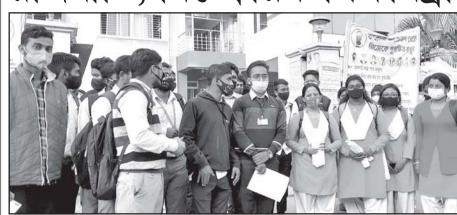
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রশাসনিক স্তরে এই আয়োজনের প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে ২১ জানুয়ারিকে মাথায় রেখে। কারণ ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবস। সেই কারণে সরকারি কার্যালয়গুলো আলোক বাতিতে সেজে উঠেছে। আবার ২৬ জানুয়ারিকে সামনে রেখে আসাম রাইফেলস ময়দানে শুরু হয়ে গেছে কুচকাওয়াজের মহড়া। বিগত বছরের মতো জমকালো আয়োজনে ২৬ জানুয়ারির কোনও উদ্যোগ নেই তা সকলেরই জানা। পরিস্থিতির দিকে সকলেরই নজর। সরকারের তরফে ২৬ জানুয়ারির 'সরকারি' বিধি সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু আসাম রাইফেলস ময়দানে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্যারেডের মহড়া দেওয়া হচেছ। সম্থ বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখছেন আরক্ষা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। যতটুকু জানা গেছে, আগামী ২৪ জানুয়ারি চূড়ান্ত মহড়া। তার আগে অবশ্যই প্রাথমিক মহড়ায় আরক্ষা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা করোনা বিধিতে কিভাবে গোটা আয়োজন হবে তার আবহ বুঝে নিচ্ছেন। এদিকে, প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে অন্যান্য বারের মতো এবারও রবীন্দ্র



কাননে আয়োজন হচ্ছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে আগেই জানানো হয়েছিলো। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এই আয়োজন চলবে কিনা তা নিয়ে খোদ আয়োজকদের মধ্যেই অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে অনেক আয়োজনে 'নিষেধাজ্ঞা' জারি করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারিকে কিনা তা সময়ই বলবে। আবার তথ্য নিয়ে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন সেখানে প্রশাসনের

নির্দেশের কথা জানিয়েছেন। তাতে স্পষ্ট ২৩ জানুয়ারির পর অনেক আয়োজনই বন্ধ থাকবে। তবে রবীন্দ্র কাননের আয়োজন নিয়ে আয়োজকরা সরাসরি এখনও কিছুই বলেননি। তাছাড়া সরকারি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'বিধি' মানার বিষয়টি অনেকেই গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। কিন্তু সামনে রেখে যে আয়োজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা রবীন্দ্র কাননে অনুষ্ঠিত হবে বলে সংস্থাগুলো ২৬ জানুয়ারিকে শহরে পোস্টার দেওয়া হয়েছে সামনে রেখে কী কী করতে পারবে, আদৌ সেই আয়োজন হচ্ছে কী কী করতে পারবে না, তাও প্রশাসন আগাম কিছু জানায়নি। মহা করণে তথ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সবমিলিয়ে ২৬ জানুয়ারি কিংবা ২৩ শে জানুয়ারি নিয়ে আয়োজকদের

# পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার পেছনে রাজনীতি, বিস্ফোরক শিক্ষামন্ত্রী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,১৮ জানুয়ারি।।** করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পরীক্ষা সূচি পিছিয়ে দেওয়ার জোরালো দাবি তুলেছে ছাত্ৰ সমাজ। কোনও কোনও সংগঠনও পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ মঙ্গলবার আগরতলায় নির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, কেউ কেউ পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি করছে। এর কোনও যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না।ক্লাস চলবে আর পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে ? এই প্রশ্ন তলে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এটা কেমন দাবি ? কীসের রাজনীতি। জানতে চাইলেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেছেন, স্কুল, কলেজ, শিক্ষাঙ্গন বন্ধ থাকবে আর সবকিছু খোলা থাকবে কোন্ বিজ্ঞানী বলেছেন? রীতিমতো শিক্ষামন্ত্রী রাগান্বিত

হয়েই বলেছেন যেসব সংগঠন এসব দাবি তুলছে কিসের ভিত্তিতে দাবি তুলছে, কোন্ বিজ্ঞানীর তথ্য তুলে ধরছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুলগুলোতে পঠনপাঠন চলছে। অথচ তাকেই কেউ কেউ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছে। সচেতনতামূলক সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা বন্ধ থাকবে, সবকিছু খোলা থাকবে এই তথ্য কোন বিজ্ঞানী দিয়েছেন প্রকাশ্যেই জানতে চাইলেন শিক্ষামন্ত্রী। টিপস এবং ইকফাই ইস্যুতেও কথা বলেছেন মন্ত্রী। এদিন সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাস্তব ছবিগুলো দেখেছেন তিনি। এদিকে পড়স্ত বিকালে আগরতলার বেশ কয়েকটি কলেজের পড়ুয়ারা শিক্ষা দফতরের অধিকর্তার উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রদান করে দাবি করেছে এই সময়ের মধ্যে করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলেজের

পরীক্ষাগুলো স্থগিত রাখা হোক। টিপস বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত না করলেও এদিন আগরতলার বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারা শিক্ষা ভবনের সামনে মিলিত হয়ে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তারা দাবি করেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে এই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা ঠিক নয়। আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় থেকে পড়ুয়ারা সরাসরি অধিকর্তার সাথে দেখা করে তারা তাদের দাবির কথা তুলে ধরেছেন। আবার বিভিন্ন মাধ্যমে নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় থেকে পড়ুয়ারাও দাবি সনদে স্বাক্ষর করেছে। তারা তাদের দাবি সনদের বিষয়গুলো তুলে ধরে দাবি করেছেন, এই সময়ের মধ্যে তাদের যে নির্ধারিত পরীক্ষা সেগুলো যেন এরপর দুইয়ের পাতায়

### রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ পবিত্র'র



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৮ জানুয়ারি।। আগেই দেখিয়ে দিয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন আগরতলায় কৃষক জমায়েতের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত কৃষক সভার নেতা পবিত্র কর। মঙ্গলবার অমরপুরে ট্রেড হয়েছে। গত ৩ বছরের মধ্যে সেটি সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন এবং গণ সংগঠন সমূহের ডাকা দু'দিনের সাধারণ জমায়েত হয়েছিল। শুধু জমায়েত নয় পুলিশ ধর্মঘট নিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান কোনভাবেই ওই কর্মসূচির অনুমতি দিতে চাইছিল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। আগামী ২৩ এবং না। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মহানির্দেশকের সাথে তারা ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে দু'দিনের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া দেখা করেছিলেন। বলে দিয়েছিলেন অনুমতি যদি হয়েছে। সেই ধর্মঘট ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের না দেওয়া হয় তাহলে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়বে। প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি। কেন এই সময়ে ধর্মঘট পবিত্র কর বলেন, বিজেপি জনবিরোধী, শ্রমিক ডাকতে হয়েছে তারও কারণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ বিরোধী এবং কৃষক বিরোধী। মানুষ ধর্মঘট সেই করেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকারকে শক্ত করে সময় ডাক দেয়, যখন মিছিল, মিটিং করেও দাবি আঘাত দেওয়ার জন্যই দু'দিনের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া। আদায় করা যায় না। গোটা দেশে এখন এই। হয়েছে। রাজ্যের মানুষ যে এই ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত তা পরিস্থিতি চলছে বলেই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।

#### আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : পারিবারিক | প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ i আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিদ্মের যোগ ! আছে।

ব্য : পারিবারিক ব্যাপারে পিয়জনের সংস্থ ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে | কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক । অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে i ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। মিথন: সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

অপেক্ষাকৃত শুভ ফল সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে ক্তিবাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। পারিবারিক ব্যাপারে

কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু <sup>।</sup> মনোকস্টের যোগ আছে।

সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক l ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি উন্নতির যোগ আছে। | পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে। \_\_\_\_ আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। | চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা i পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া । আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা 🖁

বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং <sup>I</sup> দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে

অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় 📗 থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার যোগ আছে।

তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ

#### কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার

জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্রবান হওয়া দরকার। বশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান ঝামেলার

সম্মুখীন হতে হবে। শ্ব : দ্নিটিতে কর্মে

বাধা-বিদ্মের মধ্যে 🌃 🌮 অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন

**মকর :** সরকারি কর্মে চাপ ও কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। উর্ধ্বতনের সঙ্গে

> আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ 🖄 তৌ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না। তবে কোন অসুবিধা হবে না। কুম্ভ: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত

> 🚜 যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায়েও লাভবান হবার লক্ষণ

মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান

থাকবেন। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন। সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। । ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

# পানীয় জলের দাবিতে দামছড়ায় প্রামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাপ নিয়েছে। উত্তর জেলার করে। ৪৬ মাসের 'হীরা' সরকার থেকে ৬ কিমি দূরবর্তী কাছারিছড়া

**ধর্মনগর, ১৮ জানুয়ারি।।** রাজ্যের পানিসাগর মহকুমার ব্লক সদর ডবল ইঞ্জিনের সরকার প্রধান, দামছডা রাস্তা রুখো আন্দোলন মন্ত্রীবর্গ এবং বিভিন্ন স্তারের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিগত ৪৫/৪৭ নেতৃত্বকে প্রায়শই সভা-সমিতিতে মাসে দামছড়া ব্লকের নবগ্রাম, গলা চড়িয়ে বলতে শোনা যায় তারা নরেন্দ্রনগর, পূর্ব রাধাকিশোরপুর, আন্দোলন-ফান্দোলনে বিশ্বাস রংশুল, ভালুকছড়া, খেদাছড়া করে না। তাদের আরও বলতে প্রভৃতি এলাকায় বেশ কয়েকবার শোনা যায়, বামেরা দীর্ঘ ২৫ বছরের মহিলা সহ জনগণ পানীয় জলের শাসনে কেবল বনধ ও আন্দোলন জন্য রাস্তা রুত্থো আন্দোলন করে কাটিয়েছে।বামেরা ২৫ বছরে করেছেন। আন্দোলন করেই কিছই করেনি। ত্রিপরাকে বামেরা গিরি-কন্দরের জনজাতি অংশের সবকা সাথ সবকা, সবকা বিকাশ ও মেটাতে হয়েছে বা হচ্ছে। মঙ্গলবার

স্নান-কাপড়চোপড় ধোয়া বাদ দিলেও পানের জন্য এক ফোঁটা জল সংগ্রহের কোনও বিকল্প উপায় নেই। পাম্প অপারেটর তরুণ কুমার রিয়াং দামছড়াস্থিত ডিডব্লিউএস দফতরের এসডিও গোবর্ধন কলইকে পাম্প মেশিন বিকলের বিষয়ে বার বার জানিয়েও কোনও সাড়া মেলেনি। সবচেয়ে করুণ অবস্থা তরজিরায়পাডা এলাকার শতাধিক রিয়াং পরিবার তীব্র জল ৫০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে। বিজেপি মানুষকে পানীয় জলের তেন্টা সংকটে পড়েছেন। স্থানীয় কস্তুরবা গান্ধি বালিকা বিদ্যালয়ের সবকা বিশ্বাসের নীতিতে বিশ্বাস সকাল ছয়টায় দামছড়া ব্লক সদর হোস্টেলের ছাত্রীদের প্রায় এক কিমি দূরবর্তী লঙ্গাই নদীতে স্নান, কাপড়

যাদের তাদেরকেও সহযোগিতা

করবে ন্যাশনাল হেলথ

ভলান্টিয়ার টিম।



'এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' গড়তে এডিসি ভিলেজের বিষ্ণুচরণপাড়ায়

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামছড়া-খেদাছড়া সড়কে মহিলারা মোদির আশীর্বাদে রাজ্যের সামগ্রিক কলসী, বালতি, ড্রাম ইত্যাদি নিয়ে বিকাশ এমনিতেই হচ্ছে। রাজ্যের রাস্তা রুখো আন্দোলন শুরু করেন। বিকাশে জনগণকে আন্দোলন মঙ্গলবার দামছড়া বাজারের করতে হয় না কিন্তু ৪৬/৪৭ মাসে সাপ্তাহিক হাটবার হওয়ায় রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন, রাজ্যের আন্দোলনস্থলের উভয়দিকে যাত্রী বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার জন্য, রাস্তা ও মালামাল পরিবহণকারী অসংখ্য কলইকে পাওয়া যায়নি। তাই মেরামতের জন্য, নদী-ছড়ার উপর যানবাহন আটকা পড়ে। শুরু হয় সেতুর জন্য, স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জনদু ভে গি। আন্দোলনকারী জন্য অথবা শিক্ষকের বদলি রুখতে, মহিলারা জলের জন্য স্লোগান দিতে সর্বোপরি পানীয় জলের জন্য থাকেন। অনেক পুরুষকেও জনগণকে বিশেষ করে মহিলারা আন্দোলনে দেখা যায়।রাস্তা রুখোর দলমত নির্বিশেষে দলবদ্ধ হয়ে দাবি কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আদায়ে রাস্তা রুখো আন্দোলন মহিলারা প্রতিবেদককে জানান, গত করছেন। নির্দ্ধিায় বলা যায়, হীরা এক সপ্তাহ পূর্বে বিসিপাড়ার আশ্বাস দিলে সকাল সাড়ে সরকারের আমলে রাস্তা রুখো একমাত্র পাম্প মেশিন বিকল হয়ে এগারোটায় আন্দোলনকারীরা রাস্তা আন্দোলন অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক পড়ায় তাদের এলাকায় তীব্র

কাঁচা ও পানের জন্য জল সংগ্রহের জন্য যাতায়াত করতে হয়।জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হয় বলে আন্দোলনকারীরা সংবাদমাধ্যমকে ডিডব্লিউএস দফতরের দামছডা মহকুমার এসডিও গোবর্ধন দফতরের বক্তব্য জানা যায়নি। ৫ ঘণ্টা রাস্তা অবরোধের পরে এগিয়ে আসেন দামছড়া ব্লকের এসডিও স্বপ্রজিৎ সরকার। তিনি আন্দোলনকারীদের অতিসত্বর পাম্প মেশিন সারাই সাপেক্ষে ট্যাংকারের মাধ্যমে জল সরবরাহের এরপর দুইয়ের পাতায়

জোলাইবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার সমভূমি সাহিত্য উৎসব এবং সামাজিক সংস্থার উদ্বোধনী অনষ্ঠান হয়। এদিন সকাল ১১টায় সংস্থার সভাপতি সত্যজিৎ বৈদ্যের জোলাইবাড়ির মধ্যপাড়াস্থিত বাড়িতে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হরেকৃষ্ণ আচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার মহকুমাশাসক, অধ্যাপক মলয় দেব, আইনজীবী রাখাল মজুমদার, বিষ্ওপদ রায় প্রমুখ। এদিন সমবেতভাবে সমভূমি সাহিত্য পত্রিকার আবরণ উন্মোচন করা হয়। এরপর সমভূমি সামাজিক

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সংস্থার নামের ফলকের আবরণ উন্মোচন করা হয়। এ বছর সমভূমি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সঙ্গীতা সাহিত্য সম্মান প্রদান করা হয়েছে তরুণ কবি শুভ্রশঙ্কর দাসকে। সমভূমি শিল্পী সম্মান লাভ করেন সকান্ত ঘোষ এবং সমাজসেবী সম্মান প্রদান করা

হয় প্রাণজিব সরকারকে। অনষ্ঠানে চক্রবর্তী, লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রাকেশ বিশ্বাস। সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান সম্পাদক অভি কমার দে।



তিটি সারি এবং কলামে ১									
2	ক	৯	সং	খ্যা	টি	এব	বা	রই	
•	বহা	র ব	না '	যা	ব।	নয়া	ট ৩	X	
	ব্ল	কও	এ	কব	ারই	ই ব	্বহ	্ার	
		যাে							
		٦ کر ا							
	ক্ত				দ				
		াকে							
	१थ	त्र १	30	<u>ه</u>	এং	4 Y	७७	র	
	5	2	6	4	1	8	3	7	
	7	4	3	5	9	2	1	6	
1		200	1000					* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	6	3	8	2	7	5	4	9	
	6	3.50	No. of Co.	2	7	5	8	9	
	_	3	8	poess		10400	1703000		
	4	3	8	3	2	9	8	5	
	9	3 6 8	8 1 4	3	2	9	8	5	
	9	3 6 8 1	8 1 4 5	3 7 9	2 6 8	9 1 7	8 2 6	5 3 4	
The same of the sa	4 9 3	3 6 8 1	8 1 4 5	3 7 9	2 6 8 5	9 1 7 4	8 2 6 7	5 3 4 8	

ক্রামক সংখ্যা — ৪১০								
9	7		6			8		
	5		9			2	7	
8		6	7	5			9	
	8	7	4		6			5
		9				7		
3			2			6		
		8		6	9		3	7
	6				5	9		8
7		3		2		5	6	1

# দায়িত্ব নিলেন নতুন পুলিশ সুপার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্যমূলক ধর্মনগর, ১৮ জানুয়ারি।। উত্তর জেলার নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে সালে উত্তর জেলার কাঞ্চন পুর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ড. কিরণ কুমার কে। পূর্বতন পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীকে বদলি করা হয়েছে খোয়াই জেলায়। আর খোয়াই জেলা থেকে কিরণ কুমার কে বদলি হয়েছেন উত্তর জেলায়।

ব্যবসায়িদের নিয়ে

প্রশাসনিক বৈঠক

সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ২০১৫ মহকুমার এসডিপিও হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তিনি। তাই অনেকের সাথে তার আগে থেকেই পরিচয় আছে। সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের সময় নতুন পুলিশ সুপার মূলত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে

কার্যকলাপ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। সংশ্লিস্ট জেলার থানাগুলোতে যে সব সমস্যা আছে সেগুলিও দূর করার বিষয়ে তিনি ভূমিকা নেবেন বলে জানান। কাজের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কাছে সহযোগিতার আহ্বান রেখেছেন নতুন পুলিশ সুপার। একই সাথে নতুন মঙ্গলবার বিকেলে তিনি স্থানীয় ট্রাফিক ব্যবস্থা, অসামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জে ডার্লং।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি।। বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়িদের নিয়ে বৈঠক করলেন মহকুমাশাসক জয়ত্ত ভট্টাচার্য এবং বিডিও জয়দীপ ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগে জেলাশাসকও ব্যবসায়ি প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। মলত করোনা পরিস্থিতিতে বাজার পরিষ্কার-পরিচছন্ন রাখার বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। এদিনও

ব্যবসায়িদের নিয়ে বৈঠকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা প্রশাসনিকভাবে বেশকিছু নির্দেশাবলী জানিয়ে দিয়েছেন। বাজার কমিটিকে বলা হয়েছে সেই সব নির্দেশাবলী যাতে কার্যকর করা



হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য বাজারের কোন জায়গায় আবর্জনা ফেলা হবে, কোথায় শৌচালয় নির্মাণ করতে হবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ি থেকে কত টাকা রাজস্ব আদায় করতে হবে সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাজার পরিষ্কার রাখতে কত জন লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন সেই বিষয়েও আলোচনা করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা। আলোচনায় দাবি উঠেছে একটি সরকারি জায়গায় ডাম্পিং স্টেশন গড়ে তোলার। কারণ বাজার থেকে সংগৃহিত আবর্জনা ডাম্পিং স্টেশনে ফেলা হলেই পরিবেশ স্বচ্ছ থাকবে। বাজারকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য ৮টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লাইট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্যবসায়িদের জানানো হয় বিশ্রামগঞ্জ এলাকার উন্নয়নে এডিবি'র কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

### ৫ লক্ষের রাবার শিট চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জানুয়ারি।। সোমবার গভীর রাতে ধর্মনগরের রাজনগর এলাকায় এক গোডাউন থেকে প্রচুর পরিমাণ রাবার শিট চুরি হয়। মঙ্গলবার সকালে এলাকাবাসী ঘটনাটি টের পান। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ওই গোডাউনের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজন। গোডাউনটি মূলত সোসাইটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। গোডাউনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সমরজিৎ দেবনাথ দাবি করেছেন, চোরের দল সাড়ে ৩ থেকে ৪ টন রাবার শিট চুরি করেছে। যার বাজার মূল্য ৫ লক্ষ টাকার উপর হবে।



গোডাউনে সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। তাই চুরির ঘটনাও সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এবং সোসাইটি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাইছেন না। ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে এদিন সকালে ছুটে আসে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে পুলিশ। অতিসত্ত্বর চুরি যাওয়া রাবার শিট উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে পুলিশ কর্তারা মনে করছেন। রাজনগর এলাকার ওই গোডাউনটি যুবরাজনগর ব্লকের তত্ত্বাবধানে চলে। এখন প্রশ্ন উঠছে কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত। স্থানীয়দের মতে কারোর একার পক্ষে এত পরিমাণ রাবার শিট চুরি করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো গাড়ি করে গোডাউন থেকে রাবার শিট চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনা আবারও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন দাঁড় করিয়েছে।

### অবশেষে গ্রেফতার খুনের অভিযুক্ত

বিশালগড়, ১৮ জানুয়ারি।। হয়েছে।গত ৩০ ডিসেম্বর বিশাগড় কলকলিয়ার টিটু সরকার খুনের মহকুমার অন্তর্গত কলকলিয়া মামলায় অবশেষে পলাতক অভিযক্ত সমন সিনহা'কে গ্রেফতার



করতে সক্ষম হয় বিশালগড় থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই সুমন পলাতক ছিল। তার বাবাকে অবশ্য পুলিশ আগেই গ্রেফতার করেছিল।

ফেসবুকের দৌলতে গবাদি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কয়েক মাস আগে চুরি হয়েছিল। রামগড় এলাকার মীনা জমাতিয়া।

আগে ফেসবুকে তিনি দেখতে পান

দক্ষিণ চড়িলামের সুকুমার নমঃ'র

বাড়িতে অপরিচিত একটি গবাদি

পশু এসেছে। সুকুমার নমঃ'র স্ত্রী

সেই গবাদি পশুটিকে কিছুদিন

প্রতিপালন করেন। পরবর্তী সময়

গ্রামেরই এক যুবক বিষয়টি জানতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সিনহা'কে মূল অভিযুক্ত করা এলাকায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে সুমন সিনহা এবং টিটু সরকারের

> মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। তখনই টিটু সরকারকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরবতী সময় টিটু সরকার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। গত ৭ জানুয়ারি বিশালগড় থানার পুলিশ সমন সিনহা'র বাবা মানিক

সিনহা'কে গ্রেফতার করেছিল। তবে সুমন পুলিশের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই ছিল। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে তাকে গ্রেফতার করে টিটু সরকার খুনের মামলায় সুমন আদালতে পেশ করা হয়।

তিনিও নাকি ফেসবুকের মাধ্যমে

# কাটতে গিয়ে

হাত গেল শিশুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ১৮ জানুয়ারি।। বড়োসড়ো অঘটনের হাত থেকে রক্ষা পেল এক শিশু। যদিও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে সেই শিশুটি। এই ঘটনায় স্তব্ধতা নেমে এসেছে এলাকায়। কলা গাছ কাটতে গিয়ে নিজের হাত কাটা পড়ে গুরুতর আহত ৭ বছরের এক শিশু। ঘটনা গভাছড়া রতননগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার গভাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত রতননগর অঞ্চলের বাসিন্দা হংস কুমার ত্রিপুরার ৭ বছরের ছেলে গোবিন্দ ত্রিপুরা বিকালবেলা খেলার ছলে কলাগাছ কাটতে গিয়ে নিজের হাত কাটা পড়ে। তাতে তার হাত দু'টুকুরো হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা শিশুটিকে দ্রুত রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা শিশুটির অবস্থা বেগতিক দেখে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিশুটিকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে। বর্তমানে শিশুটি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কলা গাছ কাটতে গিয়ে শিশুর হাত কাটা পড়ার ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই গোটা মহকুমা এলাকা জোড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

#### উপপ্রধানের

মৃত্যুতে শোক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,





বছর। তার বাড়ি বাগবের পঞ্চায়েতের দুধপুকুর এলাকায়। গত শনিবার বিকেলে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকজন তাকে প্রথমে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। সোমবার জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই নেতা। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকার লোকজন বাড়িতে ছুটে আসেন। এদিকে বিজেপি'র জেলা সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য, মন্ডল সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা-সহ অন্যান্যরা প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান।

# কংগ্রেসের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার থেকে খোয়াই কংগ্রেস ভবনে দু'দিনব্যাপী জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। মূলত সাংগঠনিক বিষয়ে শিবিরে আলোচনা হয়েছে। পরবতী সময় বীরজিৎ সিনহা সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের সব জেলা ও বুক স্তবে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া সারা রাজ্যে ১ লক্ষ ডিজিট্যাল সদস্য পদ বিলির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আগামী বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইছে।

ICA-C-3396-22

৩ যুবক। তারা স্কৃটিতে ছিলেন। চড়িলাম/ বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয়

#### PNIe-T NO:- 29/EE-I/2021-22, Dated 15/01/2022

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B) Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 07-02-2022 for 01(One) No. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website

> Sd/- Illegible **EXECUTIVE ENGINEER** AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R&B),

# নের ঘরেই নির্দেশ লঙ্ছ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জানুয়ারি।। যে প্রশাসনের উপর করোনা সংক্রমণ রোধের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারাই যেন নিজেদের জারি করা নির্দেশ লঙ্ঘন করছেন। ধর্মনগর মহকুমাশাসক অফিসে মঙ্গলবারের পরিস্থিতি এমনটাই জানান দিয়েছে। এদিন দুপুরে মহকুমাশাসক অফিস থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতালে দেখা যায় প্রচুর সংখ্যক মানুষের মুখে মাস্ক নেই। এমনকী তারা ভীড় করে। হাসপাতাল কিংবা অফিসে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ মহকুমাশাসক এবং তার অধঃস্তন আধিকারিকরাই রাস্তায় বেরিয়ে মাস্কহীন ব্যক্তিদের জরিমানা করেন। নিজেদের অফিসেই যে প্রচুর সংখ্যক মানুষ

মাস্ক ছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে করার নেই। বরং প্রশ্নকর্তা থাকছেন সেই দিকে তাদের নজর সাংবাদিককে বলা হয় তিনি যদি কিছু



বিষয়টি প্রশাসনিককর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা বলে দেন এতে কিছু দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমেরও তা ঠিক।

করতে পারেন তাহলে করুন। প্রশ্ন উঠছে, মানুষকে সচেতন করার

কিন্তু প্রথম দায়িত্ব তো প্রশাসনের। তারা কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব ভূলে যাচ্ছেন? প্রশাসনিককর্তার অফিসেই যদি এই ধরনের পরিস্থিতি হয় তাহলে বাজার হাটে কি ধরনের অবস্থা চলছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে প্রতিদিন করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। খোদ রাজ্য সরকার এখন বলছে করোনা সংক্রমণ উদ্বেগজনকভাবে বাডছে। সেই জায়গায় প্রশাসনের দায়িত্ব মানুষকে সচেতন করা এবং যারা সচেতন হতে চাইছেন না তাদের সায়েস্তা করা। প্রশাসনিক কর্তার অফিসেই যদি এভাবে সরকারি নির্দেশকে অমান্য করার খেলা চলতে থাকে, তাহলে অন্যত্র কিভাবে তারা ভূমিকা নেবেন?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ জানুয়ারি।। আরকেপুর থানার পুলিশ মঙ্গলবার সাতসকালে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে মোবাইল চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার নাম নজরুল ইসলাম। তার বাড়ি বিলোনিয়ার রাঙামুডা এলাকায়। নজরুল ইসলামের এক প্রতিবেশী মহিলা হাসপাতালে এসেছিলেন রোগী দেখার জন্য। সেই মহিলার মোবাইল ফোন চুরি করে নেয় নজরুল। যেহেতু, মহিলা আগে থেকে তার সম্পর্কে জানেন তাই তার সন্দেহ হয় নজরুলের উপর। পরবতী সময় হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায়

পাকড়াও করা হয়। খবর পেয়ে



নিয়ে যায় পুলিশ কর্মীরা। ওই মহিলা জানান, নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়েছিল। দীর্ঘদিন সে জেলও খেটেছে। পরবর্তী সময় এলাকায় গেলে স্থানীয়রা তাকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকে গর্জিতেই বসবাস করছে নজরুল। এদিন মোবাইল চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর হাসপাতালের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া অন্যরাও অভিযোগ করেন সেই ব্যক্তিকে আগেও হাসপাতালে দেখা গেছে। তাই তাদের সন্দেহ অন্যান্য চুরির সাথেও নজরুলের হাত রয়েছে। পুলাশি এখন

হাসপাতালে ছুটে আসে। অভিযুক্তকে হাতে-নাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে

ঘটনার তদস্ত করছে।

#### অভিযানে আন্তত্বের জানান থানার অন্তর্গত কমলনগর ঘাঁটিগড় দিয়ে পুলিশ নিজেদের অস্তিত্বের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর / সোনামুড়া, ১৮ **জানুয়ারি।। পুলিশে**র বিরুদ্ধে বরাবরই নেশা কারবারে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ মদতের অভিযোগ উঠে। রাজ্যে যেভাবে গাঁজা চাষ বেড়ে গেছে তার পেছনে পুলিশেরও যে সাহায্য রয়েছে তা সবারই জানা। হয়তো সেই কলক্ষ মুছার জন্যই এখন পুলিশকে কিছুটা সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। মঙ্গলবারও বিশালগড় এবং সোনামুড়া মহকুমায় পুলিশকে গাঁজা বাগান ধ্বংস করতে দেখা যায়। এদিন মধুপুর থানার পুলিশ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রায় ৭০ কানি জমিতে গড়ে উঠা গাঁজা বাগান ধ্বংস করেছে। অভিযানে টিএসআর এবং বিএসএফ জওয়ানরাও সাথে ছিলেন। সাথে দেখা যায় বন

কর্মীদেরও। একইভাবে সোনামুড়া

এলাকায় পুলিশ বাহিনী প্রায় ৫০ জানান দিচ্ছে। কারণ, পুলিশের হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে কাছে কোনকিছুই অসম্ভব নয়। বলে তাদের দাবি। এদিন সকাল থেকে পুলিশ ও টিএসআর

জওয়ানরা বাগান ধবংস শুরু করেন। যা চলে দিনভর। প্রশ্ন উঠছে পলিশ যদি এত সক্রিয় হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে এত পরিমাণ গাঁজা বাগান গড়ে উঠলো? নিন্দকেরা বলেন, এই ধরনের অভিযানের মধ্য সেই বিষয়টিও একাংশ পুলিশ কর্তার কারণেই রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকায় লাগাতর গাঁজা বিরোধী অভিযান চললেও নেশার ব্যবসা বন্ধ করা যাচ্ছে না।

সামনে বাইকে থাকা স্বপন দাসকে

একটি বাগান ধ্বংস করলে গাঁজা

কারবারিদের কিভাবে রক্ষা করা যায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. তেলিয়ামুড়া, ১৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে যান দুর্ঘটনা প্রতিদিন ঘটে চলেছে। ফের বালির গাড়িও মোটর বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত মোটর বাইক চালক-সহ মোটর বাইকের পেছনে বসে থাকা অপর এক মহিলা। ঘটনা মঙ্গলবার সাতসকালে মঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৩৭ মাইল এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুভাশিষ শিব নিজ মোটরবাইক নিয়ে সহকর্মী রুপা শর্মাকে বাইকে করে আসছিল। মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন



৩৭ মাইল এলাকায় আসতেই অপর দিক থেকে আসা একটি বালুর গাড়ি সজোরে ধাকা দেয়, এতে গুরুতর আহত হয় মোটর বাইক চালক শুভাশিষ শিব ও মোটর বাইকের পেছনে বসে থাকা সহকর্মী রুপা শর্মা। পরে ঘটনার খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতর আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক প্রত্যক্ষ করে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ১০২ নম্বরের অ্যান্দলেন্স যোগে জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে দেয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গাড়ি এবং স্কুটির সংঘর্ষে আহত হন চড়িলাম বাজার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের তেলিয়ামুড়া/ বিশালগড়, ১৮ **জানুয়ারি।।** মঙ্গলবার গোটা রাজ্যে যান দুর্ঘটনার হিড়িক পড়ে যায়। প্রায় প্রতিটি থানা এলাকাতেই ছোট-বড় প্রচুর সংখ্যক যান দুর্ঘটনা ঘটছে। যার ফলে হতাহতের সংখ্যাও অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন অনেকটাই বেশি ছিল। এদিন সকালে কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত কমলনগর এলাকায় লরি এবং বাইকের সংঘর্ষে আহত হন অজিত শীল নামে এক যুবক। খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়কের কমলনগরে দুর্ঘটনায় আহত যুবকের বাড়ি খোয়াই ধলাবিল এলাকায়। তিনি ওএনজিসি'তে কর্মরত। এদিন সকালে খোয়াই থেকে বাইক নিয়ে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিলেন অজিত শীল। লরির সাথে ধাক্কায় আহত হওয়ার পর তাকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রেফার করা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। দুর্ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লরি এবং বাইক নিজেদের হেফাজতে নেয়। এদিন রাত ৭টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা রোডের জোরপুকুর স্কুলের কাছে

ধাক্কা দেয় একটি পণ্যবাহী গাড়ি। সুমন দাসের বাড়ি তকসা পাড়া লোকজন রাস্তায় এসে তিন যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে দমকল এলাকায়। তিনি চড়িলাম এলাকায় তার বন্ধু অনিক চৌধুরীর বাড়িতে



বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে একজনকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। আহতরা হলেন রঞ্জিত দেববর্মা, আকাশ দেববর্মা এবং শস্তুরাম দেববর্মা। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিন সকালেও অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পান সুমন দাস নামে এক যুবক। ভোর ৫টা নাগাদ

আসছিলেন। তখনই ওই গাড়িটি তাকে ধাক্কা দেয়। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়ে যান সুমন। এলাকাবাসীদের কথা অনুযায়ী কুয়াশার কারণেই এই দুর্ঘটনা। অপরদিকে, তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়ামঙ্গল বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ির চাকা ফেটে যায়। চলস্ত গাড়ির চাকা ফেটে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে যান যাত্রীরা। শেষ পর্যন্ত গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। গাড়িতে থাকা চার জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দু'জন মহিলা এতে আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহত ছয় জনের মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর বলে খবর। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী অল্পের জন্য যাত্রীরা প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। এদিন তৈদু বাজার থেকে হাট সেরে ওই গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়িরা। অন্যদিকে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন জাতীয় সড়কে রাত ৭টা নাগাদ এক যুবক স্কুটি নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। আহত যুবকের নাম কমল শীল। বাড়ি মহকুমাশাসক অফিস সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত কমল শীলকে বিশালগড় অবস্থায় রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। তবে কি কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা জানা যায়নি

#### **NOTICE INVITING TENDER FOR SALE OF GREEN LEAVES** OF MACHMARA TEA ESTATES FOR THE YEAR 2022-23.

Sealed Tenders / Quotation in plain paper are hereby invited by the undersigned (seller) on behalf of this Corporation from reputed Manufacturer/ Processing Unit of Made Tea (Processing Unit Registered under the Provision of Tea Marketing Control Order 2003) for purchasing standard quality of Green Leaves (Tea) of 5.00 lakhs Kgs approx. from Machmara Tea Estate (Unakoti Tripura) for the Crop season-2022. The date for dropping/receive of tender from 20-01-2022 to 31-01-2022 at 3:00 PM and the tender will be opened at 4:00 PM on 31-01-2022 if possible. The detailed terms & conditions of tender may please be visited Tripura Govt. Portal-www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala-799001. Sd/- Illegible

Managing Director, Tripura Tea Development Corporation Ltd

ICA-C-3390-22

# হারিয়ে যাওয়া গবাদি পশুকে কাছে

চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি।। তিনি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও

সামাজিকমাধ্যম যে শুধুমাত্র গবাদি পশুর হদিশ পাননি। কিছুদিন

ফিরে পেলেন মীনা জমাতিয়া নামে এক মহিলা। তবে সেই গবাদি পশুর মালিকানা নিয়ে কিছুটা বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। কারণ দু'পক্ষ সেই গবাদি পশুর মালিকানা দাবি করলেও শেষ পর্যস্ত এলাকার মাতব্বররা মীনাকেই গবাদি পশুর প্রকৃত মালিক হিসেবে বাছাই করেছেন। উত্তর চড়িলামের বনকুমারী এলাকার নন্দলাল দেবনাথের গবাদি পশু

মানুষেরই উপকারে আসে তা নয়।

সামাজিকমাধ্যম নিয়ে অনেকের

এলার্জি থাকলেও তার দৌলতে

অনেক ভালো কাজও যে হয় তা

দেখতে পেলেন চড়িলামের

নাগরিকরা। সামাজিক মাধ্যম

ফেসবুকের দৌলতেই নিজের

পেরে সেই গবাদি পশুটিকে তার প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সামাজিকমাধ্যমে ঘটনাটি ছড়িয়ে দেন। সেই ফেসবুক পোস্ট দেখতে পান নন্দলাল দেবনাথ। তিনি সেই মহিলার বাড়িতে গিয়ে গবাদি পশুটিকে খুঁজে পান। মহিলাও ঘটনা জানতে পেরে নন্দলালের হাতে গবাদি পশুটিকে তুলে দেন। এদিকে, সোমবার নন্দলালের বাসভবনে গিয়ে উঠেন ঘটনা জানতে পেরে নন্দলালের বাড়িতে আসেন। মীনা জমাতিয়া জানান, গত ২৮ দিন আগে গবাদি পশুটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তিনিও অনেক খোঁজাখুঁজি করে গবাদি পশুটির হদিশ পাননি। শেষে তিনি ফেসবুক পোস্ট দেখে প্রথমে ছুটে আসেন সুকুমার নমঃ'র বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন গবাদি পশুটিকে নন্দলালের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার একই গবাদি পশুর দু'জন মালিকানা দাবি করায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কারণ, দু'জনেরই গবাদি পশুর গায়ের রং একই রকম। শেষ পর্যন্ত এলাকার অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনায় বসেন। প্রকৃত মালিককে খোঁজে বের করার জন্য তারা তথ্যপ্রমাণ চান। মীনা জমাতিয়া তাদের সামনে তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরার পরই সেই গবাদি পশুটিকে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন মাতব্বররা। হারিয়ে যাওয়া গবাদি পশু পুনরায় খোঁজে পেয়ে খুবই খুশি মীনা জমাতিয়া। তবে গবাদি পশুটিকে তার মালিক খোঁজে পেয়েছেন একমাত্র সামাজিকমাধ্যমের সেই পোস্টের কারণেই। এমনটাই বক্তব্য

AGARTALA, WEST TRIPURA

# জানা এজানা বিপর্যয়ের মুখে পৃথিব



মানবজাতিযাদের জন্ম মূলত নক্ষত্র থেকে। অন্তত সময় ধরে এমন একটি জগতে বসবাসরত যাকে তারা পৃথিবী বলে ডাকেবর্তমানে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ চলা শুরু করেছে। মহাজাগতিক সাগরের বেলাভূমি, কার্ল সাগান গবেষকেরা পৃথিবীতে মধ্যযুগব্যাপী গামা রশ্মি বিস্ফোরণের তীব্র আঁচের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। এটা সুদূর মহাশূন্যে কোনো বিস্ফোরণ থেকে নিৰ্গত হয়ে ছুটে এসেছে। হাজার আলোকবর্ষে সংঘটিত না হয়ে শত আলোকবর্ষে হলে নাকি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। এত দিন বিতর্ক থাকলেও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, দুটো কৃষ্ণগহুরের পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বিশাল পরিমাণে গামা রশ্মি শক্তি মুক্ত করেছিল। তারই আঘাতের চিহ্ন বিভিন্ন উদ্ভিদে আমরা দেখি। রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির মাসিক জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্ৰ থেকে তা জানা গেছে। তার মানে হচ্ছে, শুধু ধূমকেতুর নয়, নানা রকম মহাজাগতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে পৃথিবী। অষ্টম শতাব্দীর দিকে মারাত্মক গামা রশ্মি বিস্ফোরণের ধাক্কা পৃথিবীতে এসে লেগেছিল। এটা নাকি মিক্কিওয়ে গ্যালাক্সির সবচেয়ে শক্তিশালী গামা রশ্মি বিস্ফোরণের একটি। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরের দুটি নিউট্রন নক্ষত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষকে দায়ী করেছেন। এতে বিপুল পরিমাণে গামা রশ্মি মুক্ত হয়েছিল। সেই আঘাতের চিহ্ন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও বরফের মধ্যে রয়ে গেছে। গামা রশ্মি হচ্ছে, দৃশ্যমান আলোর মতো একধরনের বিদুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে কম্পাঞ্চের হার ১০ হাজার গুণ বেশি, যা ১০ ফুট কংক্রিটের দেয়াল ভেদ করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। এ ধরনের গামা রশ্মির চিহ্ন পরমাণু বা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতিতে রেখে যাওয়া চিহ্ন মধ্যযুগে গামা রশ্মির তীব্র আঁচের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে উদ্ভিদ ও বরফে। এটা ২০১২ সালে গবেষকেরা জানতে পারেন। এ ব্যাপারে জাপানের প্রাচীন সিডারগাছের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা। সেখানে আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় কার্বন ১৪—এর (কার্বন মৌলের একটি ধরন) অস্বাভাবিক মাত্রা লক্ষ করেছেন। অ্যান্টার্কটিকার বরফেও এ ধরনের তেজস্ক্রিয়তা দেখা গেছে। তবে তা আইসোটপ তেজস্ক্রিয় বেরিলিয়াম ১০ (বেরিলিয়াম মৌলিক পদার্থের একটি ধরন)—এর। আবহমণ্ডলের ওপরের অংশে নাইট্রোজেন পরমাণুতে তীব্র বিকিরণের আঘাতে এ ধরনের আইসোটপের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের আইসোটোপ মূল মৌলের চেয়ে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তেমন ভিন্ন নয়। তবে নিউক্লিয়াস (পরমাণুর কেন্দ্র) ও প্রাণিজগতের ওপর তার প্রভাব ব্যাপক। গাছের চক্র এবং বরফখণ্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে গবেষকেরা নিশ্চিত হয়েছেন যে এই ঘটনা ৭৭৪ থেকে ৭৭৫ সালের মধ্যে ঘটেছিল। তবে এই বিকিরণ। মহাশূন্য থেকে এসেছিল। শুধু

তা—ই নয়, ৩ থেকে ১২ হাজার

বছরের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এই শ্যামল পৃথিবীতে আঘাত হেনেছিল। প্রথম দিকে গবেষকেরা এ ঘটনার পেছনে সুপারনোভা অর্থাৎ বিস্ফোরণোন্মুখ নক্ষত্রের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেছিলেন। এ ধারণা বাতিল হয়ে যায়। এ রকম ঘটলে এখনো সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত এবং সরে যাওয়া টুকরোগুলোকে টেলিস্কোপে দেখা যেত। পরে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক দল গবেষক বলেন, অস্বাভাবিক বিশাল সৌর ফ্লেয়ার বা সূর্ব্যের পৃষ্ঠ থেকে আগুনের উচ্ছ্বাস পৃথিবীতে এসে ঝাপটা মেরেছিল। সাধারণভাবে এ সময়গুলোতে সূর্যপৃষ্ঠ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ১৬ হাজার কোটি মেগা টন শক্তি নিঃসরণ করে, যা হিরোশিমায় নির্গত পরমাণু বোমার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি। কিন্তু ওই সময়ে শক্তিমাত্রা আরও বেশি ছিল। ওই বিজ্ঞানী দলের অনেকে এর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কারণ, সন্ধান পাওয়া আইসোটোপ কার্বন ১৪ ও বেরিলিয়াম ১০—এর উতন্নের সঙ্গে সোলার ফ্লেয়ারে উতন্ন শক্তি তুলনীয় নয়। এরপর জার্মান পদার্থবিজ্ঞানীরা জানালেন, লাখ লাখ আলোকবর্ষের ব্যাপ্তি নিয়ে থাকা মিঙ্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রচণ্ড এক ভারী বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল। দুটি গ্যালাকটিক বস্তুর সংঘর্ষে সৃষ্ট বিস্ফোরণের প্রবল বিকিরণের ঢেউ গ্যালাক্সিব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্যালাকটিক

আবিষ্কারের পরপর ডেভিডোভিচ ল্যান্ডাউ প্রথমে নিউট্রন নক্ষত্রের কথা বলেছিলেন। এ ধরনের নক্ষত্রে ইলেকট্রন—প্রোটন বলে কিছু থাকে না। বস্তুর চাপ শেষ পর্যন্ত এমন প্রবল হয় যে ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি এসে যায়। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং প্রোটনকে নিউট্রনে রূপান্তর করে। আরও বেশি ঘনত্ব ও চাপে নিউক্লিয়াস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পুরো নক্ষত্র শুধু নিউট্রন ভরা প্রকাণ্ড এক নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। নক্ষত্রটি বিশাল এক নিউট্রনের পিগু। নিউট্রন নক্ষত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অভিকর্ষ ও অধঃ পতিত নিউট্রনের চাপের ভারসাম্য। এ ধরনের নক্ষত্রের ভর সূর্য়ের তুলনায় ১ থেকে ৩ গুণের সমান। অথচ এ ধরনের ভরের নক্ষত্র যদি নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হয়, তাহলে তার ব্যাস হবে মাত্র ১০ থেকে ৩০ কিলোমিটার। অনেকটা নারায়ণগঞ্জ শহরের মতো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীতে এক চা—চামচ নিউট্রন নক্ষত্রের

পদার্থের ওজন হলো পাঁচ শ

কোটি টন। আর মানুষকে

নিউট্রনের ঘনত্ব দিলে তার

এই গবেষণাপত্রের লেখক,

আকৃতি আলপিনের সমান হবে।

জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিঃ

পদার্থবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের

বলেছেন, 'কয়েক সেকেন্ডের

সংক্ষিপ্ত গামা রশ্মি বিস্ফোরণের

বর্ণালির দিকে তাকিয়েছিলাম।

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, এটি

সন্ধান পাওয়া কার্বন ১৪ ও

বেরিলিয়াম ১০—এর উতাদন

হারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

কৃষ্ণগহুর, নিউট্রন নক্ষত্র বা সাদা

এরপর দুইয়ের পাতায়

অধ্যাপক রালফ নেউহসার

বস্তুগুলো হতে পারে নিউট্রন

নক্ষত্র, এমনকি কৃষ্ণগহুর পর্যন্ত।

সূর্যের চেয়ে ৯ গুণ বেশি ভরের

বস্তুই এ ধরনের পরিণতি বরণ

করে। ১৯৩২ সালে নিউট্রন কণা

### টিকা গবেষণার জন্য ১০০ কোটি দেয়নি 'পিএম কেয়ার্স ঃ আরটিআই

হয়েছিল, কোভিড-১৯-এর সঙ্গে ভারতের লড়াইয়ে থেকেই শুরু হয়েছে বুস্টার ডোজ দেওয়া।

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।। গত বছরের জানুয়ারি থেকে ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা সাহায্য করবে মোদি দেশজুড়ে টিকাকরণ শুরু হলেও বার বার বিতর্ক সরকার। পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকে টিকার গবেষণা ঘনিয়েছে টিকার জোগান নিয়ে। এবার সামনে এল ও উন্নতিকল্পে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। মুখ্য একটি তথ্য। জানা গেল, টিকা সংক্রান্ত গবেষণা ও বিজ্ঞান উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে সেই টাকা খরচ করা অন্যান্য খাতে ১০০ কোটি টাকা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি হবে বলেও ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল। কিন্তু দিয়েছিল 'পিএম কেয়ার্স ফান্ড' তা তারা রাখেনি। তথ্য এবার খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রকই জানাল, প্রধানমন্ত্রীর ওই জানার অধিকার তথা আরটিআইয়ের উত্তরে এমনটাই তহবিল থেকে কোনও অর্থ সাহায্যই করা হয়নি টিকার জানিয়েছে খোদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক! এক সর্বভারতীয় টিকা সংক্রান্ত গবেষণা ও অন্যান্য খাতে। এদিকে গত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা রবিবারই ১ বছর পূর্ণ হয়েছে করোনার টিকাকরণের। যাচ্ছে, সমাজকর্মী লোকেশ বাত্রা তথ্য জানার অধিকার সেই উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে আইনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে এই বিষয়ে জানতে চান। টিকাকরণের সঙ্গে যুক্ত সকলকে কুর্নিশ জানান এক জবাবে মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, "এখনও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মনে করিয়ে দেন, পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা বিভাগ থেকে যা জানানো টিকাকরণের সাফল্যেই করোনার সঙ্গে লড়তে সক্ষম হয়েছে, তার ভিত্তি বলা যায় এখনও পর্যন্ত এই খাতে হয়েছে দেশ। এড়ানো গিয়েছে প্রাণহানি। এখনও পিএম কেয়ার্সের তরফে কোনও সাহায্য করা হয়নি।" পর্যন্ত দেশের ৯২ শতাংশ মানুষ টিকার অন্তত একটি উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১৩ মে পিএমও-র তরফে ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সেখানে পরিষ্কার বলা বিয়েছে ৬৮ শতাংশের। এরই পাশাপাশি এই বছর

### অখিলেশ'র প্রচারে লখনউ যাবেন মমতা

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে লডবে না তৃণমূল। দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি-কে হারানোর উদ্দেশ্যে সব আসনেই অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র নেতৃত্বাধীন জোটকে সমর্থন করবেন। এসপি-র হয়ে ভোটের প্রচারেও যাবেন সে রাজ্যে। মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠকের পরে এই দাবি করেছেন অখিলেশের দৃত কিরণময় নন্দ। নীলবাড়ির লড়াইয়ে তৃণমূলনেত্রীর কাছে বিজেপি-র পর্যুদস্ত হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, শুধু তৃণমূলের নেত্রী নন, গোটা দেশে এরপর দুইয়ের পাতায়

### বিকল টেলিপ্রস্পটার! মোদিকে কটাক্ষ রাহুলের

**নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।।** দাভোস বিশ্ব ইকোনমিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় হঠাৎই কাজ করছিল না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টেলিপ্রম্পটার। বাধ্য হয়ে মাঝপথে বক্তব্য থামান তিনি। এই ঘটনায় মঙ্গলবার মোদিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাহুল গান্ধী। রাহুল বলেন, "টেলিপ্রম্পটারও চাইছিল না মিথ্যে কথা বলতে।" একই ঘটনায় মোদিকে খোঁচা দিয়ে টুইট করে করেছেন তৃণমূল সাংসদ ও অভিনেত্রী নুসরত জাহানও। গতকাল রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অংশ নিয়েছিলেন দাভোস বিশ্ব ইকনোমিক সম্মেলনে। ৫ দিন ধরে চলা ইকোনমিক সামিটের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বক্তব্য রাখার সময়েই হয় বিপত্তি। বলতে শুরু করার পর হঠাৎই তাঁর টেলিপ্রম্পটার কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ফলে মাঝ পথেই তিনি বক্তব্য থামিয়ে দিতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় গোটা দেশে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেভিং হয়েছে ঘটনাটি। দীর্ঘ সময় ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরা ফেরা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টেলিপ্রম্পটার বিকল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। এদিকে বক্তব্যের মাঝ পথে টেলিপ্রস্পটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় মোদিকে কটাক্ষ করেছেন রাহুল গান্ধী। এই বিষয়ে মঙ্গলবার একটি টুইট করেন তিনি। লেখেন, "টেলিপ্রম্পটারও চাইছিল না মিথ্যে কথা বলতে। সেই কারণেই কাজ করছিল না যন্ত্রটি।" রাহুলের এই টুইট আবার শেয়ার করতে শুরু করেন কংগ্রেস নেতার ভক্তেরা। তাঁরা সঙ্গে জড়ে দেন রাহুলের একটি পরোনো বক্তব্যের ভিডিও। যেখানে কংগ্রেস নেতাকে বলতে শোনা যায়, "নরেন্দ্র মোদি নিজে কথা বলতে পারেন না, টেলিপ্রস্পটার দেখে তিনি বক্তব্য পাঠ করেন।" এই সঙ্গে লেখা হয়, "ফের রাহুল গান্ধীজির বক্তব্য সত্যি প্রমাণিত হল।" একই ঘটনায় মোদিকে কটাক্ষ করে টইট করেছেন তণমল সাংসদ অভিনেত্রী নুসরত জাহানও। মোদির টেলিপ্রম্পটার মন্দ হয়ে যাওয়ার ভিডিও পোস্ট করে নসরত লেখেন, "প্রায় সময়ই আমাদের আদরনীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সামনে থেকে নেতৃত্বের উদাহরণ দেন। ভারত তো আত্মনির্ভর হবে, কিন্তু আপনি টেলিপ্রম্পটার তো ছাডুন।"

### ওমিক্রন

#### রাজ্যগুলিকে চিঠি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।। ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ফের চিঠি দিয়ে সতর্ক করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব আরতি আহুজা চিঠি দিয়ে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে সংক্রমণ পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ' (আইসিএমআর)-এর নির্দেশিকা মেনে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়িয়ে 'হটস্পট' এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। কনট্যাক্ট ট্রেসিং, প্রয়োজনে করোনা আক্রান্তদের নিভূতবাসের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। কোথাও

এরপর দুইয়ের পাতায়

## বিহারে এনডিএ'তে অশান্তি

শরিকি কোন্দলে জর্জরিত বিজেপি। জেডিইউ নেতা তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে সে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বের তিক্ততা চরমে। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন যে, বিহারের বিজেপি রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়াল প্রকাশ্যেই নীতীশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বসলেন। বলে দিলেন, জোটের মর্যাদা বজায় রাখন।একপেশেভাবে জোট বজায় রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। বছর দুই আগে বিধানসভা ভোটে জেডিইউয়ের থেকে অনেক বেশি আসন পাওয়া সত্ত্বেও জোটধর্মের স্বার্থে নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করে বিজেপি। তখনই অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, বিহারের এই এনডিএ সরকার মসৃণভাবে চলতে পারবে না। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। শুরু থেকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে নীতীশ

পাটনা, ১৮ জানুয়ারি।। ফের বিহারে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার স্বার্থে মাঝে মাঝেই কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছেন। মোট কথা বিহারের এই দুই শরিকের মধ্যে ঠোকাঠকি টুকটাক লেগেই আছে। সম্প্রতি তিক্ততা চরমে পৌঁছেছে দয়া শংকর সিনহা নামের এক নাট্যকারকে পদ্মশ্রী এবং সাহিত্য অ্যাকাডেমি দেওয়া নিয়ে। অতীতে এই দয়া শংকর সিনহা সম্রাট অশোককে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যা একেবারেই না পসন্দ বিহারবাসীর। সম্রাট অশোকের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের তুলনাকারী এই ব্যক্তির পদ্রশ্রী প্রত্যাহারের দাবিতে দিন কয়েক আগে টুইটারে সরব হয়েছিলেন জেডিইউ নেতারা। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নাম করে বহু জেডিইউ নেতা টুইট করেন দয়া শংকর কুমারকে। আবার জেডিইউ নেতারা সিনহার পদ্মশ্রী প্রত্যাহারের

দাবিতে। এখানেই আপত্তি বিজেপির। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়াল মনে করছেন, এভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করা হচেছ। কারণ, প্রধানমন্ত্রী কারও পদ্মশ্রী ফিরিয়ে নিতে পারেন না। সত্যিই যদি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হয়, তাহলে বিহার সরকার তাঁকে গ্রেফতার করুক। তারপর বিহার সরকারের প্রতিনিধি দল যাক রাষ্ট্রপতির কাছে। কিন্তু এভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অপমান তাঁরা সহ্য করবেন না। সঞ্জয় জয়সওয়ালের সাফ কথা, ''টুইটার টুইটার খেলাটা অনেক হল। প্রধানমন্ত্রীকে অপমান মানে বিহারের লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মীর অপমান। এর বদলা কীভাবে নিতে হয়, আমরা ভালই জানি। নীতীশ কুমারের জোট ধর্মের মর্যাদা রাখা উচিত। জোট কখনও একপেশেভাবে বজায় রাখা যায় না।"

## সদার ভগবন্ত মান মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী



চণ্ডীগড়, ১৮ জানুয়ারি।। 'মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেবেন সাধারণ মানুষ। সপ্তাহখানেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন আম আদমি পার্টির কনভেনর অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই মতো 'মানুষের রায় মেনেই' পাঞ্জাবে দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ভগবন্ত মানের নাম ঘোষণা করলেন আপ সুপ্রিমো। এবারে পাঞ্জাবের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী বেছে নেওয়ার সুযোগ আমজন তাকেই দিয়েছিলেন কেজরি। টোল ফ্রি নম্বর দিয়ে জনতার কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁরা কাকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে দেখতে চান। ফোন, এসএমএস এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের কথা জানানোর সুযোগ ছিল আমজনতার কাছে। আম আদমি পার্টির দাবি, তাঁদের এই অভিনব সমীক্ষায় সাড়া দিয়েছেন মোট ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার মানুষ এবং এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ৯৩ শতাংশই প্রাক্তন কমেডিয়ান ভগবন্ত মানকে আম আদমি পার্টির মখ্যমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। ভগবস্ত মান প্রশ্নাতীতভাবে এই মুহূর্তে পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। ২০১৪ থেকে পাঞ্জাবের সঙ্গরুর কেন্দ্রের সাংসদ তিনি। একসময় কমেডিয়ান হিসাবে

জনপ্রিয় ছিলেন। একাধিকবার

বিতর্কেও জড়িয়েছেন। ভগবস্ত মানের বিরুদ্ধে খাস সংসদ ভবনে বসে পর্ন দেখারও অভিযোগ আছে। অতিরিক্ত মদ্যপায়ী বলে দুর্নামও রয়েছে তাঁর। তবে, ইদানিং পাঞ্জাবে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী পদে কেজরিওয়ালেরও প্রথম পছন্দ ছিলেন মানই। তিনি সেকথা প্রকাশ্যে জানিয়েওছিলেন। কিন্তু মান নিজেই নাকি চাইছিলেন জনতার রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করা হোক। সেই মতো গণভোটের আয়োজন করে আপ। মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, মোট ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার মানুষ আপের সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ তাঁর নিজের নাম দিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদে। কেউ কেউ আবার কংগ্রেস নেতা নভজ্যোত সিং সিধুর নাম নিয়েছেন। তবে, ৯৩ শতাংশ মানুষ মানকেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী পদে বেছে নিয়েছেন। মানের নেতৃত্বেই দিল্লির বাইরে প্রথম কোনও রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নামবে আপ। যদিও, নির্বাচনে আম আদমি পার্টির মূল প্রতিপক্ষ কংগ্রেস কোনও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করেনি। সেক্ষেত্রে মানের ভাবমূর্তি লড়াইয়ে কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখবে আপকে।

### ব্রহ্মপুত্রের বুকে সড়ক বানাচ্ছে বাংলাদেশের বালু মাফিয়ারা

মাফিয়ারা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও নৌপথ মন্ত্রী সোনোয়ালের সর্বানন্দ বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে শিপিং রুট চালুর ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, ''এই রুটের মাধ্যমে অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে পণ্যবাহী কাগোঁ ও যাত্রীবাহী জাহাজ বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে।ইতিমধ্যে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য বরাক ও ব্রহ্মপুত্র নদের জলপথ প্রশস্ত ও ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে পণ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজগুলো বাংলাদেশ হয়ে হলদিয়ায় সংযুক্ত হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রহ্মপুত্রের

ধুবরীর ওপারে অংশে তীর থেকে

মাছম বিল্লাহ, ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি অদুরে জেগে ওঠা চর পর্যন্ত সড়ক উত্তোলন করে বিক্রির উদ্দেশ্যে এই ।। ব্রহ্মপুত্র দিয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গের নির্মাণের কাজ চলছে। হঠাৎ দেখলে সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে বলে সঙ্গে উত্তর-পূর্বের নৌ সংযোগ মনে হবে জনস্বার্থে বড় কোনও অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। স্থাপনে শিপিং রুট চালুর কার্যক্রম প্রকল্পের ক্যাজ। প্রকল্প ঠিকই কিন্তু প্রসঙ্গত, কু ড়ি গ্রামে কোনও চলছে, তখন এই নদের ভেতর সেটা জনস্বার্থে নয়, নদের বালু বালুমহাল নেই। তবে বছর জুড়েই সড়ক নির্মাণ করে জল প্রবাহ লুটের মহা আয়োজন! আয়োজক- এ জেলার প্রায় প্রতিটি নদ-নদী এলাকার সংঘবদ্ধ বালু মাফিয়া হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও

> 'এই রুটের মাধ্যমে অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে পণ্যবাহী কার্গো ও যাত্রীবাহী জাহাজ বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে।

— নৌপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল

অবৈধ ট্রাক্টর মালিক সমিতি। বিক্রির মহোৎসব চলে। ব্রহ্মপুত্র নদের নিস্তরঙ্গ প্রবাহ বাধাগ্রস্থ করে প্রায় দুইশ' মিটার সড়ক তৈরি করে সেই সড়ক পথেই চলছে বালু চুরি। অথচ মাত্র কয়েক মিটারের মধ্যে বসতি, স্থাপনা আর ফসলি জমি। বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের রৌমারীর যাদুরচর ইউনিয়নের কর্তিমারী খেয়া ঘাটের চিত্র এটি। চরাঞ্চলের মানুষ আর ফসল পারাপারের অজুহাত দেখালেও মূলত নদ থেকে বালু

অপরিকল্পিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট নদী ভাঙনে শত শত পরিবার বাস্তহারা হলেও অবৈধ এ কাজ বন্ধে স্থানীয় প্রশাসন কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নিচেছ না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ক্ষেত্র বিশেষে দায়সারা কিছু অভিযান পরিচালিত হলেও নদ-নদী অববাহিকায় বালু লুটের চিত্র অপরিবর্তিতই থাকে। যেন

#### 'টার্গেট' প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।। সন্ত্রাস

প্রজাতন্ত্র দিবসে

ছড়ানোর জন্য সাধারণতন্ত্র দিবসকে বেছে নিচ্ছে জঙ্গিরা। বড়সড় হামলার ছক কষা হচ্ছে। টার্গেট করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। ২৬ জানুয়ারির মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে এমনই বিস্ফোরক তথ্য এসে পৌঁছলো ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে। একটি সর্বভারতীয় ইংরাজি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গোয়েন্দা সংস্থান' পাতার একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে। সেখানেই উঠে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানকেই হামলাস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকার কথা নেতা-মন্ত্রী-সহ অনেক বিশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বদের। এবারের ৭৫ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এশিয়ার পাঁচটি দেশ কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান থেকেও অতিথিদের আপ্যায়ণ করার কথা ভারতের। কারা হামলার ছক

এরপর দুইয়ের পাতায়

### লাইফ স্টাইল

# বড়দের নয়, ওমিক্রনে বেশি ভয় শিশুদের

এখনও কোভিড নিয়ে অনেক কিছু অজানা। তার মধ্যে করোনার নতুন রূপ ওমিক্রন নিয়ে আরও কম জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। তাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, এটি কতটা ক্ষতিকর। তবে এ কথা পরিষ্কার, প্রাথমিকভাবে ওমিক্রন করোনার অন্য রূপগুলির তুলনায় কম বিপদে ফেলছে। বেশির ভাগেরই এর ফলে মৃদু উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু হালের গবেষণা বলছে, বড়দের তুলনায় শিশুদের ওমিক্রনের সমস্যা বেশি হতে পারে। এমনকী ছোটদের ক্ষেত্রে ডেল্টা যতটা সমস্যা সৃষ্টি করছিল, ওমিক্রন তার চেয়েও বেশি ঝামেলার হতে পারে। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক ফজল নবি

হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শিশুদের মধ্যে করোনা সংক্রমণের প্রভাব কম পড়ছে, এ কথাটা এখনও সত্যি। কিন্তু ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রনে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের শরীরে বেশি উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, এটাও পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার। কোন বয়সের শিশুদের ঝুঁকি বেশি ? দেশের নামজাদা শিশুরোগ

বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক অমিত

বলেছেন, 'ওমিক্রনের উৎস্থল

গুপ্তা হিন্দুস্তান টাইমসকে

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাচেছ, ৫ বছরের কমবয়সি শিশুদের উপর ওমিক্রন জোরদার প্রভাব ফেলছিল। বিশেষ করে যে সব শিশুদের অন্য কোনও জটিল অসুখ আছে, বা যারা অল্পেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের ক্ষেত্রে ওমিক্রন বেশি প্রভাব ফেলেছে। এটা আগের কোনও ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।' শিশুদের ওমিক্রন থেকে বাঁচাবেন কীভাবে? চিকিৎসক অমিত গুপ্তা এ জন্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন।

বাবা-মা এবং বাড়ির অন্যরা নিয়ম মেনে ভ্যাকসিন নিন। তাহলে তাঁদের মারফৎ কোভিড শিশুদের মধ্যে ছড়ানোর আশঙ্কা কিছুটা কমবে।

এমনই বলছেন চিকিৎসকরা

ওমিক্রন দ্রুত ছড়াচ্ছে। সম্ভব হলে এই সময়ে সোশ্যাল ডিসটেন্সিং-এর নিয়ম মেনে চলুন। অতিথিদের বাড়িতে ডাকা বন্ধ করুন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

শিশুদের সঙ্গে কথা বলুন। ওরা যেন ভয় না পায়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা ওদের বুঝিয়ে বলুন।





# বেনজির ব্যর্থতার সাগরে ডুবছে টিসিএ

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি**, অভিযোগ, এটা ইচ্ছাকৃতভাবেই টিসিএ-র দৌলতে রাতারাতি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছে। আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ঃ কাজ করার ইচ্ছা বা ইতিবাচক মানসিকতা অনেক বড় বাধাকেও দূরে সরিয়ে দেয়। নিজেদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় এই ইতিবাচক মানসিকতার সৌজন্যে। কিন্তু শুরু থেকেই যদি কেউ নেতিবাচক মানসিকতায় ভূগতে থাক তবে তার পক্ষে ইতিবাচক কাজ করা কখনও সম্ভব হবে। রাজ্যে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা শুরু থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিল ক্রিকেটিয় কর্মকাণ্ডকে অস্বাভাবিক করে তোলার কাজে। অর্থাৎ শুরু থেকেই নেতিবাচক মানসিকতাকে আশ্রয় কের এগিয়ে চলছে টিসিএ।

করা হয়েছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তারা টিসিএ-র দখল নিয়েছে। এখানে ক্রিকেটিয় স্বার্থ কোনভাবেই জড়িত নেই। অবিশ্বাস্য অর্থ ভান্ডার। সুতরাং অর্থ খরচে কোনও কার্পণ্য নেই। তার কতটুকু ক্রিকেটের স্বার্থে খরচ হয়েছে তা কেউ জানে না।রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা শুধু অবাক হয়ে দেখছে অর্থ ভান্ডার থেকে বিশাল অক্ষের অর্থ বেরিয়ে গেলেও ক্রিকেট এখানে প্রায় স্তব্ধ। টিসিএ-র ইতিহাসে কোনও কমিটি এরকম বেনজির ব্যর্থতার মুখে পড়েনি। অনেক আর্থিক

লাখপতি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্রিকেট থেমে থাকেনি। বর্তমানে তাই হয়েছে। আরও অন্তত আটমাস এভাবেই চলবে রাজ্যের ক্রিকেট। টিসিএ-র সঙ্গে কোনও তুলনাতেই আসে না টিএফএ। আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল এই সংস্থা। লোকবলেরও অভাব। কিন্তু তাতে কি ? রাজ্যের ফুটবল প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করার জন্য ইতিবাচক মানসিকতাকে সঙ্গে করে এগিয়েছে। ফলে দেরিতে হলেও ফুটবল শুরু হয়েছে। বেশ সফলভাবেই একের পর এক আসর শেষ হচ্ছে। ক্লাবগুলিকে কেলেক্ষারি হয়েছে। অনেকে সঙ্গে নিয়ে টিএফএ খুব সহজেই

লজ্জার কথা হলো, রাজ্যের ধনীতম ক্রীড়া সংস্থা টিসিএ সেই কুাবগুলিকেই দূরে সরিয়ে রেখেছে। ক্লাবগুলির যখন এই হাল তখন ক্রিকেটারদের কি হবে তা বলাইবাহল্য। অর্থাৎ শুধ্মাত্র নেতিবাচক মানসিকতা এবং সংকীর্ণ রাজনীতির কারণে টিসিএ-র দৌলতে রাজ্যে আজ ক্রিকেট রীতিমতো সঙ্কটে। আগামী মরশুমে অনুধর্ব ১৬ এবং ১৯ দল গঠনে বিশাল সমস্যায় পড়বে নতুন কমিটি। বর্তমান কমিটির কুকর্মের ফল ভূগতে হবে নতুন কমিটিকে। রাজ্য ক্রিকেটের ইতিহাসে যা হয়নি

আগামীকাল মহিলা লিগের শেষ

ম্যাচে জম্পুইজলা বনাম কিল্লা মর্নিং

ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

চ্যাম্পিয়ন হতে হলে জম্পুইজলাকে

বিশাল ব্যবধানে জিততে হবে।

অন্যথায় মহাত্মা গান্ধী চ্যাম্পিয়ন

হবে। খেতাবের সুযোগ সামনে।এই

#### আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ঃ টিএফএ পরিচালিত সিনিয়র লিগের অবশিষ্ট ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করলো টিএফএ। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার কথা ৯ ফেব্রুয়ারি। আগামীকাল কোনও ম্যাচ নেই। ২০ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম পুলিশ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৬ জানুয়ারি বাদ দিয়ে টানা ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ম্যাচ হবে। টিএফএ-র তরফে লিগ কমিটির সচিব মনোজ দাস এই সূচি প্রকাশ করেছেন।

স্পেনে ঢুকতেও কোভিড বিধি মানতে হবে

সিনিয়র লিগের

অবশিষ্ট ক্রীড়াসূচি প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

জোকোভিচকে

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।। কোভিড টিকা না নেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারেননি নোভাক জোকোভিচ। ভিসা বাতিল করে। দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকাকে। এ বার স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ জানিয়ে দিলেন, সে দেশে ঢুকতে গেলেও নির্দিষ্ট কোভিড বিধি মানতে হবে জোকারকে। স্পেনে জোকোভিচকে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে কি না সেই প্রশ্নের জবাবে স্যাঞ্চেজ বলেন, 'যে কোনও ক্রীডাবিদ আমাদের দেশে খেলায় অংশ নিতে চাইলে তাঁকে দেশের কোভিড বিধি মানতে হবে। আপনি যেই হোন না কেন, নিয়ম সবার জন্য সমান।' স্পেনের মারবেল্লাতে একটি বাড়ি রয়েছে জোকোভিচের। তাই তিনি প্রায়ই সেখানে যান। বেশ কিছু দিন থাকেন। প্রস্তুতি নেন। গত বছর ডিসেম্বর মাসেও সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রস্তুতি সারেন। স্পেনের কোভিড বিধি অনুসারে সে দেশে প্রবেশ করতে হলে টিকাকরণের শংসাপত্র, আরটি-পিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট বা কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার রিপোর্ট দেখাতে হয়। কারও শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়লে তাকে করা নিভূতবাসে থাকতে হয়।

### সৈয়দ মোদিতে ট্রফি-খরা কাটাতে

মরিয়া সিন্ধু নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।। ইন্ডিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে হারতে হয়েছে। এ বার সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ট্রফি জিততে মরিয়া পিভি সিন্ধ। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা। সেখানে জিততে চান দু'বারের অলিম্পিক্স পদক জয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা। ২০১৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর থেকে কোনও সুপার সিরিজ বা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিততে পারেননি সিন্ধু। ইন্ডিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে তাইল্যান্ডের সপানিদা কাতেথঙের কাছে তিন সেটে হেরে যান তিনি। সৈয়দ মোদিতে প্রথম রাউন্ডে তানিয়া হেমন্তের মুখোমুখি সিন্ধু। ইভিয়া ওপেনের বদলা নেওয়ার সুযোগও রয়েছে তাঁর কাছে।গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ জিতলে সেমিফাইনালে সেই সুপানিদার বিরুদ্ধে খেলার কথা ভারতীয় তারকার। অন্য দিকে। পুরুষদের সিঙ্গলসে ভারতীয়দের পদক জয়ের আশা কম। ভারতের অন্যতম দুই পুরুষ তারকা কিদম্বি শ্রীকান্ত ও লক্ষ্য সেন প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিয়েছেন।

# প্রাক্তন নাইট

তারকাকে ৪০ দিয়েছেন। এই অভিযোগের জুয়েলস-কে বেসামাল করে দিলো এগিয়ে চল সংঘ। অ্যারিস্টাইড একাই করলো ৬টি গোল। প্রায় প্রতি মিনিটেই জুয়েলস বক্সে হানা দিলো দেবাশিস-রা। মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া দেখা গেলো। জুয়েলস-র ফুটবলাররা এবারই প্রথম সিনিয়র লিগে খেলছে। এই ধরনের বড ম্যাচ খেলার বিশেষ অভিজ্ঞতা তাদের নেই।ফলে শুরু থেকেই গুটিয়ে থাকলো তারা। ম্যাচের ৯ মিনিটে অ্যারিস্টাইড-র গোলে এগিয়ে যায় এগিয়ে চল সংঘ। গোল হজম করার পর আরও খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে

ক্ষধা মেটেনি। ২৯ এবং ৪৫ মিনিটে আরও ২টি গোল করে। প্রথমার্ধে ৫-০ গোলে এগিয়ে থাকা এগিয়ে চল সংঘ দ্বিতীয়ার্ধের ২৩ মিনিটে অ্যারিস্টাইড-র দৌলতে আরও ১টি গোল তুলে নেয়।৬ গোল হজম করার পর জুয়েলস কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়। অবশ্য এগিয়ে চল সংঘ তখন কিছুটা আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে ৩৩ মিনিটে চুকতার জমাতিয়া জুয়েলস- হয়ে ১টি গোল করে। কিছুক্ষণ পর সালকাহাম জমাতিয়া আরও ১টি গোল করে। তবে বিশেষ লাভ হয়নি জয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের। কারণ দেবাশিস রাই পর পর ২টি গোল করে এগিয়ে চল সংঘ-র হয়ে ব্যবধান ৮-২ করে। রেফারি টিঙ্কু দে জুয়েলস-র জয়কুমার জমাতিয়া-কে হলুদ কার্ড

এগিয়ে চল সংঘ-র ফরোয়ার্ডরা।

১৪ এবং ২৫ মিনিটে আরও ২টি

গোল করে হ্যাট্রিক সম্পন্ন করে

অ্যারিস্টাইড। এরপরও তার গোল

# জুয়েলস-কে বিধ্বস্ত করলো এগিয়ে চল



নেতৃত্বে গড়া এই আক্রমণভাগের

মোকাবেলা করা প্রতিপক্ষ

ডিফেন্সের কাছে অত্যন্ত কঠিন।

আর জুয়েলস-র মতো মাঝারি

#### প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ঃ দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে এগিয়ে চল সংঘ। সিনিয়র লিগের প্রথম ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে লড়াই করে হারাতে হয়েছিল। তবে এদিন দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ-র কাছে বিধ্বস্ত হলো জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। দেবাশিস, রাজীব সাধন, অ্যারিস্ট্রাইড -র দৌলতে জুয়েলস-কে নিয়ে স্রেফ ছেলেখেলা করলো মেলারমাঠের দলটি। ৮-২ গোলে জয় তুলে নিল তারা। শুরু থেকে একটা সাইক্লোন বয়ে গেলো জুয়েলস ডিফেন্সে।এই সাইক্লোনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও পথ জানা ছিল না জুয়েলস-র। এদিনের লডাইটা কার্যতঃ ছিল গালিভারের সঙ্গে লিলিপুটের। 'গালিভার' এগিয়ে চল সংঘ খুব সহজেই প্রতিপক্ষকে শিকার

# মানের দল স্রেফ উডে যাবে এটা প্রত্যাশিতই ছিল। শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণে করলো। শিল্ড জয়ী এগিয়ে চল সংঘ-র আক্রমণভাগ অত্যন্ত

#### শক্তিশালী। বিদেশি অ্যারিস্ট্রাইড-র জুয়েলস। বিধবংসী হয়ে উঠে বিরাট কোহলির পরে ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক হতে তৈরি ঃ রাহুল

ব্যথায় জোহানেসহার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে বিরাট কোহলি না খেলায় অধিনায়কত্ব করেছিলেন লোকেশ রাহুল। প্রথম টে স্টেই অবশ্য হারের মুখ দেখতে হয় তাঁকে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড চাইলে তিনি পাকাপাকি ভাবে টেস্ট দলের অধিনায়ক হতে তৈরি বলে জানিয়ে দিলেন রাহুল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ শুরু হওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুলকে টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "নাম নিয়ে জল্পনা শুরু হওয়ার আগে আমি খব একটা মাথা ঘামাইনি। জোহানেসবার্গে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। খেলার ফল আমাদের পক্ষে না গেলেও আমি অনেক কিছু শিখেছি। তার জন্য আমি গর্বিত।" তাঁকে দায়িত্ব দিলে তিনি সম্মানিত বোধ করবেন বলে জানিয়েছেন রাহুল। তিনি বলেন, "দেশকে

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।। পিঠের

নেতৃত্ব দেওয়া সব সময় বিশেষ সিরিজে রোহিত না থাকায় তিনি অনুভূতি। যদি আমাকে টেস্ট দলের অধিনায়ক করা হয় তা হলে সেটা অনেক বড় দায়িত্ব হবে। আমি সেই দায়িত্ব নিতে তৈরি। তবে এই মুহুর্তে আমি অত কিছু ভাবছি না। শুধু সামনের ম্যাচের কথা ভাবছি।" দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের

ওপেন করবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন রাহুল। তবে তাঁর সঙ্গে কে ওপেন করবেন সে কথা খোলসা করেননি তিনি। দলে শিখর ধাওয়ন ও রুতরাজ গায়কোয়াড রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দল কার উপর ভরসা রাখে সেটাই দেখার।



### কমিটি বুঝে নিয়ম

# সিনিয়র লিগ ফুটবল নিয়ে টিএফএ-র অদ্ভত সব সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ঃ ঘোষ-রা আবার সিঙ্গল লিগের পর গ্রামবাংলায় একটা প্রবাদ আছে। যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ। রাজ্য ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা টিএফএ-র অবস্থা ওই রাবণের মতো। কথায় কথায় টিএফএ-তে যারাই ক্ষমতায় থাকে তারা সংস্থার সংবিধানের কথা বড় করে বলে। গত বছর টিএফএ-র যে কমিটি গঠন হয়েছে তাও নাকি সংস্থার বর্তমান সংবিধান মেনেই। টিএফএ-র দলবদলও নাকি সংবিধানে দেওয়া নির্ধারিত সময়ে হয়। কিন্তু ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে টিএফএ-র কোন কমিটিই নাকি তার সংবিধানকে মানে না বা গুরুত্ব দেয় না বলে অভিযোগ। জানা গেছে, এখন টিএফএ-র যে সিনিয়র ডিভিশন চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবল চলছে তা নাকি সিঙ্গল লিগ কাম সুপার লিগ ভিত্তিতে হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমে সিঙ্গল লিগ তারপর সিঙ্গল লিগের প্রথম চারটি দল খেলবে সুপার লিগে। সুপার লিগে চারটি দল মোট ছয়টি ম্যাচ খেলবে। আর ছয় ম্যাচে যে দলের পয়েন্ট বেশি তারাই এবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন। তবে ঘটনা হচ্ছে,

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বাম আমলের শেষ পর্বে দীপেন ক্ষমতায় সেই কমিটির খুশি মতো আইপিএল-র ধাঁচে প্লে অফ ইত্যাদি পদ্ধতিতে খেলা করেছিলেন। সিঙ্গল লিগের প্রথম চারটি দলকে নিয়ে আইপিএল-র ধাঁচে প্লে অফ ইত্যাদি খেলা। শেষে ফাইনাল। অর্থাৎ বাম আমলে দীপেন ঘোষ-রা এক নিয়মে তো রাম আমলে অমিত চৌধুরী-রা আরেক নিয়মে সিনিয়র ডিভিশন লিগি ফুটবল করচছন। প্রশ এখানেই। সিনিয়র লিগ নিয়ে তাহলে টিএফএ-র নিয়মটা কি? জানা গেছে, টিএফএ-র যে সংবিধান তাতে নাকি বলা আছে যখন সিনিয়র ডিভিশন তথা 'এ' ডিভিশন লিগে আটটি দল হবে তখন নাকি খেলা হবে ডাবল লিগভিত্তিক। অর্থাৎ আটটি দল হলেই ডাবল লিগ। কিন্তু দেখা যাচেছ, টিএফএ-র এই নিয়ম যা সংবিধানে আছে তা টিএফএ-র কমিটিগুলি আর মানছে না বা গুরুত্ব দিচ্ছে না। অর্থাৎ যেখানে নাকি সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সিনিয়র ডিভিশন লিগে আটটি দল হলেই ডাবল লিগ হবে সেখানে কিনা যখন যে কমিটি

আইপিএল তো রাম আমলে সুপার লিগ। প্রশ্ন হচ্ছে, টিএফএ কেন তার নিয়ম বা সংবিধান মেনে সিনিয়র ডিভিশন লিগের খেলাগুলি করছে। তাতে তো সংবিধানের নিয়ম মানা হতো। জানা গেছে, এবার নাকি সুপার লিগের যে খেলা হবে তা হবে জিরো পয়েন্টে। অর্থাৎ সিঙ্গল লিগের কোন পয়েন্ট সুপার লিগে যোগ হবে না। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন। সিঙ্গল লিগে যদি কোন দল সাত ম্যাচেই জয় পেয়ে ২১ পয়েন্ট অর্জন করে কিন্তু সুপার লিগে সে কাঙ্খিত পয়েন্ট না পায় তাহলে তো তার সিঙ্গল লিগের সব ম্যাচ জেতা বৃথা। আর প্রশ্ন হচ্ছে, সিঙ্গল লিগের পয়েন্ট যদি সুপার লিগে যুক্ত না হয় তাহলে সিঙ্গল লিগের কার্ড কি সুপারে গণ্য হবে কি না ? অর্থাৎ সিঙ্গল লিগে যদি কেউ দুটি হলুদ কার্ড দেখে তাহলে সে সুপারে খেলতে পারবে কি না? বা সিঙ্গল লিগে শেষ ম্যাচে লাল কার্ড দেখলে সে সুপারে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে পারবে কি না? জবাব নিশ্চয় টিএফএ থেকে পাওয়া যাবে।

খেলা করছে। বাম আমলে

### বিতর্কে টাটা স্টিল দাবা প্রতিযোগিতা

আমস্টারডার্ম, ১৮ জানুয়ারি।। নেদারল্যান্ডসে আয়োজিত টাটা স্টিল দাবা প্রতিযোগিতা বিতর্কের মুখে। প্রতিযোগিতা চলাকালীন সম্প্রচারকারী টেলিভিশন চ্যানেল বিশেষ অতিথি করে আনে নরওয়ের কুখ্যাত এক ডাকাতকে। তার পরেই শুরু হয় বিতর্ক। এক বিনিয়োগকারী সংস্থা প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে বলে খবর। ১৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার সম্প্রচার হচ্ছে টিভি-২ নামের একটি চ্যানেলে। সেখানেই ডেভিড টোসকা নামের এর ব্যক্তিতে অতিথি হিসেবে আনা হয়। এই ডেভিড নরওয়ের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সব থেকে বড় ব্যাঙ্ক ডাকাতি করিয়েছেন। ২০০৪ সালে ওই ডাকাতির সময় এক পুলিশকর্মী খুন হন। এক বছর পরে স্পেন থেকে গ্রেফতার করা হয় ডেভিডকে। বিচারে ডেভিডের ২০ বছরের জেলের সাজা শোনানো হয়। ১৩ বছর সাজা কাটার পরে ২০১৮ সালে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক ক্রীড়া ওয়েবসাইট জানিয়েছে, কিশোর বয়সে ডেভিডের দাবা খেলার নেশা ছিল। নরওয়ের অনুধর্ব-১৪ দাবা টুর্নামেন্টে চতুর্থ হন তিনি। তার পরেই অবশ্য অন্ধকারের দুনিয়ায় পা রাখেন ডেভিড। টাটা স্টিল দাবা প্রতিযোগিতায় বিশ্বের এক নম্বর নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেনও অংশ নিয়েছেন। এই ধরনের এক প্রতিযোগিতায় ডেভিডকে আনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েক জন দাবাড়ু। বিক্ষোভ দেখিয়েছেন দর্শকরাও। যদিও সম্প্রচারকারী

চ্যানেল জানিয়েছে, দর্শকদের

আসা হয়েছিল।

মতামত নিয়েই ডেভিডকে নিয়ে

### চলমান-কে উড়িয়ে দিয়ে খেতাবের কাছে মহাত্মা গান্ধী খেলে তাদের পয়েন্ট ১৩।



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ঃ চলমান সংঘ-কে উড়িয়ে দিয়ে মহিলা লিগের খেতাবের আরও কাছে চলে এলো মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার। এদিন উমাকাস্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা ১০-০ গোলে বিধ্বস্ত করলো চলমান সংঘ-কে। পঞ্চমী দেবনাথ স্ফলে এই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট এই ম্যাচের পরই পুরস্কার বিতরণী একাই করলো ৮টি গোল। স্পোর্টস পেয়েছে মহকুমা গান্ধী। পাঁচ ম্যাচ অনুষ্ঠান হবে।

স্কুল নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়েছে মহাত্মা গান্ধী। আগামী ২০ জানুয়ারিও তাদের খেলা ছিল বিশ্রামগঞ্জের বিরুদ্ধে। তারা এদিন টিএফএ-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে যে, ওই ম্যাচটি তারা খেলবে না।

বিষয়টা মাথায় রেখেই এদিন উমাকান্ত মাঠে শুরু থেকে গোলের জন্য ঝাঁপায় মহাত্মা গান্ধী। দুর্বল চলমান সংঘ-র পক্ষে সম্ভব হয়নি শক্তিশালী দলের মোকাবেলা করা। ম্যাচের ৪ মিনিটে প্রথম গোলটি করে হেনা দেববর্মা। এরপর পঞ্চমী-র গোল প্রদর্শনী শুরু হয়। একের পর এক তুলে নেয় ৮টি গোল। দলের হয়ে দশম গোলটি করে হেনা দেববর্মা। ১০-০ গোলে জয় পায় মহকুমা গান্ধী পিসি। এদিকে, আগামীকাল দুপুর দুটোয় জস্পুইজলা বনাম কিল্লা মর্নিং ক্লাব।

### প্রথম ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে বিগ ব্যাশে সুযোগ পেলেন উন্মুক্ত চন্দ

ভারতীয় পুর ষ ক্রিকেটার পেলেও অভিষেক অবশ্য খুব আমেরিকায় ক্রিকেট খেলছেন হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া একটা ভাল হয়নি উন্মুক্তের। ৬ তিনি।তিন বছরের মধ্যে সে দেশের লিগ বিগ ব্যাশে খেলার সুযোগ রানে ম্যাচ হেরে যায় তাঁর দল। হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার পেলেন উন্মুক্ত চন্দ। ভারতের অনুধর্ব - ১৯ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক উনা্ভাকে সই ক বি যে ছে মেলবোর্ন রেনেগেডস। সেই দলের অধিনায়ক আবার অস্ট্রেলিয়ার সাদা বলের ক্রিকেটের অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। হোবার্ট হারিকেনসের বিরুদ্ধে অভিষেক হল ২৮ বছরের উন্মক্তের।দলের তরফে সে কথা জানানো হয়েছে। দলে ফিঞ্চ ছাড়াও শন মার্শের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নেন

ক্যানবেরা, ১৮ জানুয়ারি।। প্রথম মতো তারকা রয়েছেন। সুযোগ উন্মুক্ত। তার পর থেকে ব্যাট হাতে ৮ বল খেলে মাত্র ৬ রান করেন উন্মক্ত। ভারত এ দলের হয়ে দীর্ঘদিন খেললেও জাতীয় দলে কোনও দিন সযোগ পাননি উন্মুক্ত। আইপিএল-এ দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলেছেন। ৬৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়ায় গত বছরই ভারতীয়

যোগ্যতা পেয়ে যাবেন তিনি।



এক সময়ের বিপ্লবীদেরই অভিযোগ

# ক্রিকেট আম্পায়ার, স্কোরারদেরও ভাতে মারার ষড়যন্ত্র চলছে টিসিএ-তে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, মোর্চার হয়ে অথণী ভূমিকা সালেটিসিএ-তে যেসমস্তঘটনাহয় চেয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও **আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ঃ** ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট খেলে একাংশের ক্রিকেটার যেমন সারা বছরের জন্য একটা নিশ্চিত রোজগার করতেন তেমনি অনেক বেকার প্রাক্তন ক্রিকেটার আম্পায়ারিং বা স্কোরিং করে ক্রিকেট থেকে প্রতি সিজনে একটা মোটা অঙ্কের টাকা রোজগার করতেন। কোন কোন ক্রিকেটার যেখানে এক সিজনে ক্লাব ক্রিকেট খেলে প্রায় লক্ষাধিক টাকা রোজগার করতেন সেখানে কোন কোন আম্পায়ার বা স্কোরার এক সিজনে ৪০-৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রাজ্যের ক্রিকেট আম্পায়ার ও স্কোরারদের। টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ২৮ মাসে যেমন ২০২০ সিজনের কোন ক্লাব ক্রিকেট হয়নি তেমনি এখনও হয়নি ২০২১ ক্রিকেট সিজনের কোন ক্লাব ক্রিকেট। যদিও ২০১৮ সালে টিসিএ-তে পর পর দুইবার হামলা এবং টিসিএ নিয়ে একাধিক মামলা। ইত্যাদি কাজে নাকি শাসক দলের যুব

ক্রিকেট, আম্পায়ার এবং স্কোরার। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। যারা একদিন টিসিএ-তে হামলা, টিসিএ নিয়ে মামলা করে বর্তমান কমিটিকে ক্ষমতায় আনার জন্য দিনরাত কাজ করে গিয়েছিলেন আজ তারা ক্রিকেট জগৎ-র বাইরে। ২০২০ সিজনে না আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট হয়েছে না রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকটে। ২০২১ সিজনেও না আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট হয়েছে না রাজ্যভিত্তিক কোন সিনিয়র ক্রিকেট।জানা গেছে, পর পর দুইটি সিজন ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট এবং রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট বন্ধ থাকায় রাজ্যের ক্রিকেট আম্পায়ার এবং স্কোরাররা আজ চরম আর্থিক সংকটে। জানা গেছে, আর্থিক চাপে অনেক ক্রিকেট আম্পায়ার নাকি অন্য পেশায় চলে গেছেন। তাদের এখন ক্রিকেট যেন দুঃস্বপ্ন। জনৈক সিনিয়র ক্রিকেট আম্পায়ার বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি আজ অনুতপ্ত এবং অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী। ২০১৮

নিয়েছিলেন কতিপয় প্রাক্তন এবং যে সমস্ত মামলা হয় তাতে ছিলাম। তবে আজ মনে হচ্ছে, অন্য অনেকের মতো আমিও যুক্ত ছিলাম। আসলে সেদিন আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। আমরাও ভেবেছিলাম হয়তো নিৰ্বাচিত কমিটি এসে রাজ্য ক্রিকেটে হীরার যুগ আনবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অতীতের সমস্ত ব্যর্থতা যোগ করলে যা হবে তার চেয়ে বেশি ব্যর্থ টিসিএ-র বর্তমান কমিটি। তিনি বলেন, টিসিএ-তে যে শুধু মারার কাজ করছে টিসিএ। তিনি খেলাধুলা বন্ধ তা নয়, সিনিয়র আম্পায়ারদের কোন সম্মান নেই। অভিজ্ঞ আম্পায়ারদের কোন সম্মান নেই। এখন টিসিএ-তে আম্পায়ারদের কমিটি অবৈধ। কেননা যাকে চেয়ারম্যান করা হয়েছিল তিনি পদত্যাগ করেছেন। একজন সিনিয়র আম্পায়ারকে যেভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল তাতে তিনি সায় দেননি। তাই পদত্যাগ। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে যারা

আমাদের ব্যবহার করে কেউ কেউ রাজা-মন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু আম্পায়ারদের ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেছে। অতীতে কোনদিন এভাবে পর পর দুই সিজন ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ হয়নি। এভাবে রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেট বছরের পর বছর বন্ধ হয়নি। আসলে ক্রিকেট বন্ধ করে ত্রিকেটারদের সাথে সাথে আম্পায়ার, স্কোরারদেরও ভাতে বলেন, আমার মতো আজ অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার, ক্রিকেট আম্পায়ার এবং স্কোরার অনুতপ্ত, ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা আশা করবো, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে যাতে প্রকৃত অর্থে ক্রিকেট মাঠের মানুষ টিসিএ-তে আসে। টিসিএ-র সর্বনাশ করে দেওয়া হয়েছে ২৮ মাসে। কোনভাবে ৭-৮ মাস। তার পর নিশ্চয় ক্রিকেটকে বাঁচানোর জন্য ক্রিকেট জগৎ-র মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এখন টিসিএ-তে বিপ্লাব আনতে এই প্রত্যাশাই করছি।

লাখ টাকার তোপ नशामिल्लि, ১৮ जानुशाति।। আইপিএল-এ ফের গড়াপেটার অভিযোগ উঠল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজাগোপাল সতীশ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন যে তাঁকে এক ব্যক্তি টোপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ৪০ বছরের সতীশ জানিয়েছেন, ৩ জানুয়ারি এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি প্রস্তাব দেন সতীশ যদি তাঁর কথা মতো ম্যাচ গড়াপেটা করেন তা হলে তাঁকে ৪০ লাখ টাকা দেবেন। আরও দুই ক্রিকেটার সেই প্রস্তাবে রাজি হয়েছে বলেও নাকি দাবি করেছেন ওই ব্যক্তি। তামিলনাডুর হয়ে রঞ্জি খেলা সতীশ পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি সেই প্রস্তাবে না বলে

ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ওবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক বোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক বোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম

# বিদ্যুৎবিহীন জিবিপিতে মোমের আলোয় চিকিৎসা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ।। মোমবাতি জ্বালিয়ে চিকিৎসা করছেন ডাক্তাররা। এই ঘটনা লংতরাইভ্যালি বা রইস্যাবাড়ির ভেতরের কোনও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নয়। যে রাজ্যে বিদ্যুৎ বাইরে বিক্রি করা যায় বলে ঢাকঢোল পেটানো হয় এখানেই বিদ্যুৎবিহীন হয়ে থাকতে হয় রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপিতে। প্রায় এক ঘণ্টা বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় কাটিয়েছে রাজ্যের প্রধান হাসপাতালটি। প্রধান হাসপাতালে জেনারেটরের সুবিধা পর্যন্ত নেই। এই করুণ অবস্থা বেরিয়ে এসেছে মঙ্গলবার দুপুরে। বিদ্যুতের জন্য চরম অসুবিধায় পড়েন রোগীরা। আইসিও'র রোগীরা যন্ত্রণায় ভুগেছেন। ডাক্তারদের পরিষেবা দিতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। ডবল ইঞ্জিনের সরকারের সময়



রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালের এই করুণ অবস্থা লজ্জায় ফেলেছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ আচমকাই বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে জিবিপি হাসপাতাল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিদ্যুতের দেখা নেই। হাসপাতালের ভেতরের বেশ কয়েকটি কক্ষ রয়েছে যেখানে

সূর্যের আলো পৌঁছায় না। বিদ্যুতের আলোর উপরই সবসময়ই নির্ভর থাকতে হয় স্বাস্থ্যকর্মীদের। রোগীদের ডাক্তার দের ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বিদ্যুতের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় চিকিৎসকরা মোমবাতি জ্বালিয়েই চিকিৎসা শুরু করেন। দূরদূরান্ত

থেকে আসা রোগীদের ভিড় দেখে চিকিৎসকরা বাধ্য হয়েই অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে রোগী দেখা শুরু করে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, জিবিপি-তে ট্রান্সফর্মারে গোলযোগ (पर्था पिराइ हिल। (य कात्र (प ট্রান্সফর্মার সারাই করতে বেশ কিছু সময় লেগেছে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের। হাসপাতালের পাশেই বিদ্যুৎ নিগমের অফিস রয়েছে। জিবিপি-তে বিদ্যুতের ইমার্জেন্সি লাইনও টানা হয়েছিল বাম আমলে। এরপরও প্রায়ই বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারে পরিণত হয় রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল। গুরুত্বপূর্ণ এই হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বিকল্প কোনও ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। সাধারণত হাসপাতালগুলিতে জেনারেটর

অথবা ব্যাটারি থাকার কথা। কিন্তু রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে এরপর দুইয়ের পাতায়

### যান সন্ত্ৰাসে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ।। যান সন্ত্রাস কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। মঙ্গলবার যান সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন এক ব্যক্তি। শহরে গাড়ির ধাকায় গুরুতর জখম আরও একজন। তাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার যান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাটি হয়েছে রানিরবাজারের বৃদ্ধিনগর এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম বঙ্গবীর সিন্হা। দমকলের একটি ইঞ্জিন রানিরবাজার বৃদ্ধিনগরের জাতীয় সড়কের পাশ থেকে বঙ্গবীরকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায়। দমকলের



কর্মী উত্তম দেববর্মা জানিয়েছেন আমাদের কাছে খবর আসে জাতীয় সড়কের পাশে দ্রুত গতিতে একটি গাড়ি বঙ্গবীরকে ধাক্কা মেরে পালিয়েছে। দ্রুত আমরা তাকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাই। এদিকে কিছুক্ষণ পরই চিকিৎসকরা বঙ্গবীরকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অভিযুক্ত গাড়ির খোঁজে পুলিশের তদন্ত চলছে। জাতীয় সড়কে একের পর এক যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেও রাজ্য পুলিশ এখন পর্যন্ত এসব যান দুর্ঘটনা রোধে জাতীয় সড়কে কোনও কার্যকরি ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারে স্টার হোটেলের কাছেই গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন মনীন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি। তিনি চন্দ্রপুর এলাকায় ভাড়া থাকেন। জানা গেছে, স্টার হোটেলের কাছে মাঝবয়সী মনীন্দ্রকে একটি ছোট গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়েছে। রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন তিনি। খবর পেয়ে মহারাজগঞ্জ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন তাকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায়। অভিযোগ, চিত্তরঞ্জন থেকে

#### ।। রাজ্যের ২৪টি থানার ওসিকে 'ক্লোজ' করা হয়েছে। সদ্য টিপিএস গ্রেড টু-তে পদোন্নতি প্রাপ্ত ২৪টি থানার ওসিকে দ্রুত 'ক্লোজ' করে নেওয়া হয়েছে। তাদের নতুন জায়গায় পোস্টিং দেওয়ার আগেই দ্রুত 'ক্লোজ' করা নিয়ে নানা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। এমনকী আগরতলার গুরুত্বপূর্ণ দুই থানার ওসি-সহ রাজ্যের ২৪টি থানার ওসি'র পদে নতুন কাউকে না দিয়েই তাদের 'ক্লোজ' করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের এই ভূমিকায় নানা ধরনের প্রশ্ন উঠছে। অনেকের বক্তব্য, ইচ্ছে করেই দুর্বল করা হচ্ছে থানার পুলিশকে। যে কারণে নতুন ওসি না দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ থানাগুলি থেকে সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্তদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে কারণে আইন-শুঙ্খলার অবনতি হলে কে পরিস্থিতি সামাল দেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জানা গেছে, কয়েকদিন আগেই ৭৮জন পুলিশ ইন্সপেকটর এবং টিএসআর'র সুবেদারকে টিপিএস গ্রেড টু পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের পোস্টিং দেওয়া হয়নি। পদোন্নতি প্রাপ্তদের মধ্যে ৫৫জন ইনসপেকটর রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৪জন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ থানায় ওসির দায়িত্ব পালন করছেন। সবাই

নতুন পোস্টিং নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাদের নতুন

পোস্টিং দেওয়ার আগেই রাজ্য পুলিশের সদর দফতর

থেকে এআইজি সুদীপ্ত দাস একটি নির্দেশিকায় ২৪জনকে

নিজেদের জেলায় 'ক্লোজ' করে নিয়েছে। তাদের বলা

হয়েছে, জেলা সদর দফতরে যোগ দিতে। সিনিয়র

অফিসারকে ইনচার্জের দায়িত্ব দিয়ে সরে যেতে বলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি

মিলন চন্দ্র দত্ত, কাঞ্চনপুর থানার ওসি সমীর রায়, পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকমা, ভাঙমুন থানার ওসি শ্যামল মুড়াসিং, আনন্দবাজার থানার ওসি কেশব হরি জমাতিয়া, কুমারঘাট থানার ওসি অশেষ দেববর্মা, গভাছড়া থানার ওসি কিশোর উঁচই, সালেমা থানার ওসি শ্যামল দেববর্মা, মনু থানার ওসি দেবপ্রসাদ রায়, ছৈলেংটা থানার ওসি সুরকুমার দেববর্মা, খোয়াই থানার ওসি মনোরঞ্জন দেববর্মা, রানিরবাজার থানার ওসি সৌমেন দাস, এয়ারপোর্ট থানার মকলেন্দ দাস, রাধাপুর থানার ওসি কমল কৃষ্ণ কলয়, সিধাই থানার ওসি বিজয় সেন, বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি পান্না লাল সেন, টাকারজলা থানার ওসি অজয় দেববর্মা, বিশালগড় থানার ওসি দেবাশিস সাহা, নতুনবাজার থানার ওসি বাপী দেববর্মা, অম্পি থানার ওসি শশী মোহন দেববর্মা, সাব্রুম থানার ওসি দুলাল চন্দ্র দত্ত এবং মনু বাজার থানার ওসি শিবু চন্দ্র দে। তবে টিপিএস গ্রেড টু হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত বাকি ওসিদের নিয়ে কোনও ধরনের নির্দেশিকা এখনও নেই। দেড় মাস আগে রাজ্য পুলিশে টিপিএস গ্রেড ওয়ান হিসেবে বেশ কয়েকজন পদোন্নতি পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে এখনও অন্তত ৫ জনের পোস্টিং হয়নি। এখনও তারা আগের পদে রয়ে গেছেন।কবে নাগাদ তাদের নতুন পোস্টিং দেওয়া হবে তা নিয়ে এখন পর্যন্ত আশঙ্কায় ভুগছেন পদোন্নতিপ্রাপ্ত অফিসাররা। এর মধ্যেই আবার নতুন পোস্টিং না দিয়ে ২৪টি থানার

পূর্ব থানার ওসি সরোজ ভট্টাচার্য, ধর্মনগর থানার ওসি

#### হয়েছে। এরা হলেন, পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার, ওসিকে 'ক্লোজ' করে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি।। গৃহশিক্ষকের বাড়ি গিয়ে নিখোঁজ দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা চড়িলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। নিখোঁজ ছাত্রীর নাম মেহের কবীর (১৬)। পিতা জয়দুল হোসেন। মেহের আড়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পাঠরতা। চড়িলাম বাজারস্থিত ইংরেজি শিক্ষক সুমিত রায়ের বাড়িতে সোমবার বিকেল তিনটায় অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল মেহের। অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৭টায় ছুটি দেয় সুমিত রায়। সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মেহের বাড়িতে না ফিরে আসায় খুঁজাখুঁজি শুরু করে দেয় মেহেরের পিতা-মাতা। তন্ন তন্ন করে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধ-বান্ধব সবার বাডিতে খোঁজ



নেয় মেহেরের। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। কান্নায় ভেঙে পডে মেহেরের

গতকাল রাত্রিবেলায় বিশালগড় মহিলা থানায় জিডিএন্ট্রি করেন। ২৪ ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও মেহেরের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ এখন পর্যস্ত মেহেরের সন্ধান পায়নি। তারা সন্দেহ করছে কোন পাচারকারীর খপ্পরে পড়েছে কিনা মেহের। নানাহ দুশ্চিন্তায় ভুগছে মেহেরের পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজন। তারা পুলিশ প্রশাসনের নিকট বিনম্রভাবে আবেদন করেছে যাতে মেহেরের তল্লাশির ব্যাপারে

#### দশম শ্রেণির ছাত্ৰী আত্মঘাতী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ জানুয়ারি।। তার একটি পদক্ষেপে পরিবারের সদস্যদের পাশা পাশি প্রতিবেশী. শিক্ষক-শিক্ষিকা, আত্মীয়পরিজন, সহপাঠী সকলেই বাকরুদ্ধ। উদয়পুর রমেশস্কুলের ছাত্রী তৃষা দেবনাথ নিজ বাড়িতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তার মৃত্যুর ঘটনাটি শোনার পর প্রাথমিক অবস্থায় কেউই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কারণ তৃষা এ ধরনের পদক্ষেপ নেবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি। বাবা-মায়ের আদরের মেয়েটিকে প্রাণ রক্ষার এরপর দইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানয়ারি

।। রাজ্যে বেআইনি পথে আসছে মাছের রাজা ইলিশ।

বাংলাদেশ থেকে ইলিশ সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে

বেআইনিভাবে আনা হচ্ছে। সোমবার গভীর রাতে

ভারতের সীমান্তে পাচার করে আনার সময় বিপুল

পরিমাণে ইলিশ মাছ ধরা পড়েছে। বিএসএফ সদর

দফতর জানিয়েছে, ১ হাজার ৩৭৫ কিলো ইলিশ ধরা

পড়েছে। এগুলি সোনামুড়ার সীমান্তে ধরা হয়েছে।

বিএসএফ'র ১৫০ নম্বরের ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা

টহল দিতে গিয়ে এগুলি পেয়েছে। ইলিশগুলি

কাস্টমসের হাতে তলে দেওয়া হয়েছে। তবে পাচারের

ইলিশের সঙ্গে কাউকেই খুঁজে পেলো না বিএসএফ।

এখানেই রহস্য দেখতে পারছেন এলাকাবাসীরা।

সন্দেহ করা হচ্ছে পাচারকারীদের কাছ থেকে মোটা

টাকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আবার

খবরের জেরে শেষ পর্যন্ত জিবিপি

হাসপাতালের ইমার্জেন্সির রাস্তা

সারাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

স্থানীয় এক ঠিকেদারকে দিয়ে

রাস্তা মেরামত করানো হচ্ছে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের

প্রধান রেফারেল হাসপাতালটিতে

চলাচলের অযোগ্য হয়ে

দাঁড়ি য়েছিল। কোনওভাবেই

যানবাহন ইমার্জেন্সির সামনে

যেতে পারতো না। অটো অথবা

ছোট গাড়িগুলি রোগী নিয়ে এসে

দূরবর্তী স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকতো।

অথচ বারবার অভিযোগ করার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কর্তৃপক্ষ ইমার্জেনি সামনের

**আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি ।।** রাস্তাটি সারাই করছিল না।

পরও প্রশাসন এবং হাসপাতাল অসুবিধার মধ্যে পড়ে রোগীদের

# ফুড ল্যাবরেটরির অ্যাক্রেডেশন



ইউনিট ইত্যাদি পুনর্বিবেচনা করা।

তাছাড়াও টমেটো ক্যাচ-আপ এবং

অনেকের অভিযোগ, আরও বেশি পরিমাণে ইলিশ

বেআইনি পথে আনা হয়েছিল। এগুলি আটক করে

অন্যদিনের জন্য রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে

পাচারকারীদের। তবে কয়েকদিন পরপরই সীমান্তে

পাচারের সময় ধরা পড়ছে ইলিশ মাছ। যে কারণে

বেআইনি পথে রাজ্যে ইলিশ আনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

সরকার। প্রচর টাকার কর ফাঁকি দিয়ে এগুলি আনা

হচ্ছে। এদিকে বিএসএফ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণপাড়া

থানার উত্তরা আশাবাড়ির বাসিন্দা মহম্মদ দীপু মিয়াকে

আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাড হওয়ার সময় আটক

করেছে। তাকে কলমচৌড়া থানার হাতে তুলে

দেওয়া হয়েছে। এই রাতে বিএসএফ'র হাতে

সীমান্তে পাচারের সময় ৫১.৫ কিলো গাঁজাও আটক

হয়েছে। ব্যাপকহারেই পাচার বেড়েছে রাজ্যে।

হাসপাতালে এনেছিলাম। অথচ

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়

নিয়ে কখনোই সতর্ক হচ্ছিল না।

প্রতিবাদী কলম-এ আমাদের এই

সমস্যা নিয়ে খবর প্রকাশিত

করেছিল। এরপরই ইমার্জেন্সির

সামনের অংশটি মেরামতের কাজ

শুরু হয়েছে। মেরামতের দায়িত্বে

থাকা এক শ্রমিক জানিয়েছেন,

আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই

কাজ শেষ হবে। ইমার্জেন্সির

সামনের রাস্তাটি পাকা করা

হচেছ। পিচ ঢালাই করে

ইমার্জেন্সির সামনের জায়গাটি

ঠিক করে দেওয়া হবে। এরপর

থেকে রোগী নিয়ে আসতে

সমস্যা হবে না।

বিএসএফ'র সাফল্যে এই ঘটনা পরিষ্কার।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. **আগরতলা,১৮ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরার রিজিওন্যাল ফুড ল্যাবরেটরি ন্যাশনাল অ্যাক্রেডেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিৱেশন ল্যাবরেটরিস-এর অ্যাক্রেডেশন পেয়েছে। মঙ্গলবারে ওই বোর্ড চিঠি

রাজ্যে বেড়েছে ইলিশ পাচার

প্রতিবাদী কলম জনগণের

সমস্যার বিষয়টি নিয়ে খবর

প্রকাশিত করতেই টনক নডে

হাসপাতালের সুপারও বিষয়টি

নজর দেন। স্থানীয় এক

ঠিকেদারকে দিয়ে রাস্তাটি

মেরামত করানোর উদ্যোগ

নেওয়া হয়। যথারীতি দু'দিন

ধরেই ইমার্জেন্সির সামনের

রাস্তাটি সারাই করার কাজ শুরু

করা হয়েছে। এদিন ঘটনাস্থলে

উ পস্থিত রোগীর পরিজনরা

জানিয়েছেন, আমরা প্রচণ্ড

কর্তাদের।

দিয়ে এই খবর জানিয়েছে। তবে দশ সস-এর লবণ পরীক্ষার বিষয়ও দিনের মধ্যে ছয়টি বিষয় দেখার জন্য রয়েছে। এনএবিএল-র দেওয়া এই বলেছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাক্রেডেশন ১৭ জানুয়ারি থেকে টেস্টিং-র আপার রেঞ্জ লিমিট, ২০২৪ সালের ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ভেষজ তেলের অ্যাসিড ভ্যালুর কার্যকর থাকবে।

#### সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৯০০ ভরি ঃ ৫৫,৮৮৩

#### বিক্ৰয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ, চিপস বিক্রয় হয়।

#### শিবশক্তি কেরিং সেন্টার 8413987741

9051811933 বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

#### জায়গা বিক্রয়

জরুরি প্রয়োজনে বড়জলায় বড় রাস্তার পাশে জায়গা বিক্রি করা হবে। জায়গার পরিমাণ (তিন গন্ডা) প্রকৃত ক্রেতারাই যোগাযোগ করিবেন।

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 8794842621 8837445053

#### হারানো বিজ্ঞপ্তি

Dag No.1 - 2615 18/12/2015 ইং তারিখের ২৬১৫ ভ্রম সংশোধনী দলিল হারিয়ে যায়। হাল নং ১৬৪, সাবেক ৩৭৩, ৩৭৫, ৯৩৭ নং দাগের অংশ ৯৮৯ নং দাগের ভিটি /নাল ১৬ শতক ভূমি। Name -

Rabindra Sarkar Ph. - 9436798306

### অ্যাপোলো হস্পিটাল্স চেনাই

এরপর দুইয়ের পাতায়

#### ডাঃ আদিত্য শাহ

এবিবিএস, এমডি ( জেনারেল মেডিসিন) (ডিএম মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি) মেডিক্যাল গ্যাস্টোএন্টেরোলজি বিভাগের পরামর্শদাতা। রোগীর লিভার, গল ব্লাডার, অগ্ন্যাশয়, পেট, খাদ্য পাইপ / খাদ্যনালী, অন্ত্র, কোল-মলদ্বার জনিত সমস্যায় নথি সহ তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন।

#### ২২ জানুয়ারী, ২০২২ (শনিবার) ञात्रात्रात्वा वैन्यस्तरस्यम् (प्रकातः

আগরতলা আই.জি.এম হাসপাতাল লেন, রবীন্দ্রপল্লী রোড, আগরতলায় পরামর্শের জন্য উপলব্ধ হবে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনুগ্রহ করে কল করুন ঃ 0381-2328765 / 9774714621 / 9774781059

#### ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধা সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্তর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

#### ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

জানুয়ারি ২০২২ ইং সেশনে বিশেষ করে মহিলাদের এক বছরের মন্তেস্সরি টিচার ট্রেইনিং / প্রি-প্রাইমারী টিচার ট্রেইনিং ডিপ্লো কোর্সে ভর্তি চলছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজয়েশন। উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরাও যোগাযোগ করতে পারেন। **ভর্তির** জন্যে সকাল ১১টা থেকে ৬টার মধ্যে কের চৌমুহনিস্থিত মন্তেস্সরি কলেজ-অফিসে যোগাযোগ করুন।

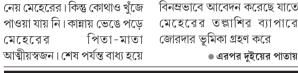
মোবাইল ঃ 8974616851 / 7630846228

উদয়পুর শাখার মোঃ 9862232095 / 8413990770 সিধাই মোহনপুর শাখার মোঃ 7085674176 / 8837424886.

> এম, মন্তেস্সরি টিচার ট্রেইনিং কলেজ কের চৌমুহনি, আগরতলা

#### বিশেষ দ্রস্ভব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



ट्यन रेटिया अत्रन छालिख

#### Free (त्रवा 3 घ°छाग्र 100% न्यात्रान्तित्व त्रद्याधान প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা

কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পোশালিস্ট। ঘরে বঙ্গে A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান





Call Us : 9560462263 / 9436470381 Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

#### 🕅 নাইটিংগেল নার্সিং হোম ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা সাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো



ः योगायोगः 0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

### **© 9436940366** Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur